শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা





প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষক সহায়িকা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা



প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০০৯

প্রচ্ছদ: মোস্তফা মনোয়ার

চিত্রাঙ্কন: মোস্তফা মনোয়ার
নাসিমুল খবির
নাথান লনচেও
ক্য সিং হাই (স্কাই)
ইউসুফ নোটন

পরিমার্জন ও উন্নয়নে: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২য় পর্যায়ের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত 'দেখাশোনা' এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রণীত শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজের ভিত্তিতে রচিত। এই অভিযোজনে যারা জড়িত –

১। প্রফেসর এ কে এম দিদার, সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি

২। মোঃ নুরুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব), শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

৩। শফিক আহ্‌মেদ শিব্‌লী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি

৪। কুররাতুল আয়েন সফদার, সিনিয়র সহকারী প্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৫। এ, কিউ, এম শফিউল আজম, সহকারী পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬। মোঃ মুরশীদ আকতার, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি

৭। ডা. গোলাম মোস্তাফা, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, ইসিডি, ইউনিসেফ, ঢাকা

৮। ইকবাল হোসেন, শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিসেফ, ঢাকা

সহায়তায়
ইউনিসেফ

ডিজাইন ও লেআউট
মাসকম

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশ সরকার 'ডাকার ঘোষণা' এবং জাতিসংঘের নির্ধারিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে, ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তির হার কমাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বাড়াতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবচিত্র বিবেচনা করে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, জাতীয় মান নির্ধারণ এবং কার্যকর ও সুসংগঠিতভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো অনুমোদন। সরকার ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামোর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত দক্ষতার বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে শিশুদের জন্য আর্কষণীয় উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক শিখন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিখন সামগ্রীর মাধ্যমে শিশুদের জন্য চিত্র, নকশা, রেখা ইত্যাদি সম্বলিত একটি চমৎকার বইয়ের সঙ্গে শিক্ষকের কার্যকরি যোগসূত্র তৈরী করা হয়েছে, যাতে শ্রেণীকক্ষে সফল পাঠদান উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। শিশুদের শারীরিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ, জ্ঞানগত ও মনোবৈজ্ঞানিক দক্ষতার বিকাশ, সামাজিক ও সংবেদীয় দক্ষতারও যেন বিকাশ ঘটে এ শিক্ষক সহায়িকাটি অনুসরনের ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুদের জন্য 'আমার বই' সহ অন্যান্য শিখন সামগ্রী মূলত শিশুদের বিকাশের জন্য নানাবিধ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। শিশুরা তাদের আনন্দের সাথি হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজটির সহায়তায় যেন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে সে জন্য এ প্রয়াস। তাছাড়া এই শিখন সামগ্রীর ফলপ্রসু ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য পৃথকভাবে এই শিক্ষক সহায়িকাটি তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি পাঠ ও অধ্যায়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে শিশুতোষভাবে উপস্থাপন পদ্ধতি সর্ম্পকে নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনসিটিবি ইউনিসেফের কারিগরী সহায়তায় ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে অন্তর্বতীকালীন এ প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী প্রণয়ন করে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিশুদের সুষ্ঠ বিকাশে আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

এই শিখন সামগ্রী প্রণয়নের সঙ্গে পূর্বে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যাঁরা এর সমন্বয় ও উন্নয়ন সাধন করে এটিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যে কোন গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে।

(প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন)
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	০১
২	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: জাতীয় সংগীত	১৩
৩	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: ব্যায়াম	১৫
৪	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: ছড়া ও গান	৩০
৫	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: গল্প	৫১
৬	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: চারু ও কারুকলা	৬২
৭	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: বাংলা পঠন ও লিখন	৬৫
৮	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: খেলা	৭৩
৯	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: গণিত	৯১
১০	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	৯৫
১১	বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা	১০১
১২	অভিভাবক সভা	১০৫
১৩	শিশুদের মূল্যায়ন	১২৩
১৪	সংযুক্তি	১২৫

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

- ভূমিকা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ
- সাপ্তাহিক রুটিন
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলী

১. ভূমিকা

সবার জন্য শিক্ষা (Education For All) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। মুলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের মজবুত ভিত্তি তৈরি করে থাকে। এই ভিত্তি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুবান্ধব পরিবেশে আদর যত্ন, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৪ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনাসহ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামোতে নিম্নবর্ণিত স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ভিশনসহ সুস্পষ্ট লক্ষ্য** নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.২ ভিশন

দীর্ঘমেয়াদী ভিশন হচ্ছে– ৩ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশু যেন কোনো না কোনো ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের কর্মসূচিতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি তারা যেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হয়।

স্বল্পমেয়াদী ভিশন হচ্ছে– ৫ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১.৩ লক্ষ্য

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগসমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলা।

এই লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ করে সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর বিকাশ হচ্ছে একটি স্বাভাবিক, ধারাবাহিক ও সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। জন্মগতভাবে মানব শিশু নতুন কিছু গ্রহণ ও অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত। এর ফলে শিশুর মস্তিষ্ক ও শরীর ক্রমাগত পরিণত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া মূলত বিকাশ, তবে বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া না হলে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। **শিশুর সার্বিক বিকাশের কতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে।** যেমন:

- শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ
- জ্ঞান বা বোধশক্তিগত বিকাশ
- ভাষার বিকাশ
- সামাজিক বিকাশ ও আবেগগত বিকাশ।

(বিস্তারিত **সংযুক্তি -১**)

বিকাশের ক্ষেত্র অনুযায়ী ৫–৬ বছর বয়সী শিশুদের অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহের বিবরণ **সংযুক্তি -২** এ দেখানো হয়েছে।

মুলত বিকাশের সকলক্ষেত্রে সমানভাবে ৫–৬ বছরের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যও প্রস্তুত হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ৫–৬ বছরের শিশুর বিকাশের সকল ক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ শিশুদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল

মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক করতে ও বিকাশের তত্ত্বীয় ধারণাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে আসতেই প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফলাফলসমূহ হচ্ছে–

- নিজের নাম, মাতাপিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলা,
- শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও সেগুলোর কাজ বলা,
- সামাজিক রীতি অনুসরণ করা– শুভেচ্ছা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া, অনুমতি চাওয়া, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে উপযুক্ত সামাজিক মেলামেশায় নিয়োজিত হওয়া,
- শিশুদের বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করা, শিশুদের গান ও জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং গল্প বলা,
- একই ধরনের বস্তু বা জিনিস শ্রেণী অনুযায়ী সাজানো এবং এক ধরনের নয়, এমন বস্তু বা জিনিস আলাদা করা,
- বৃত্ত, ত্রিভূজ ও আয়তক্ষেত্র আঁকা ও সেগুলোর নাম বলা,

- চারপাশের প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন ফুল, ফল, মাছ, পাখি, প্রাণী, সূর্য, চন্দ্র, গাছ, গাড়িঘোড়া, আবহাওয়া, মাটি ও পানি ইত্যাদি চিনতে পারা ও সেগুলোর নাম ও কাজ বলা,
- ব্লক, মাটি, পাতা, কাগজ, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু, খেলনা, খেলার সামগ্রী তৈরি করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা দেখানো,
- ০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা করা, চিনতে পারা, পড়া ও লেখা,
- ছোট ছোট যোগ ও বিয়োগ করা (১০ এর নিচের সংখ্যাগুলো নিয়ে),
- বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে পারা, পড়া ও লেখা,
- দুটি বাংলা অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দসমূহ পড়া ও লেখা,
- ছবি দেখে ঘটনা বর্ণনা করা,
- প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শব্দাবলী উচ্চারণ করা,
- পরিচিত শব্দের বিপরীত শব্দ চিনতে অথবা বলতে পারা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট ফলাফলসমূহ শিশুরা অর্জন করতে পারলে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ এবং তৎসম্পর্কিত দক্ষতাসমূহও অর্জিত হবে ফলে তারা যথাযথভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

উপরোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জন করার নিমিত্তে প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য কিছু বিষয় ও কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ

শিশুদের সার্বিক বিকাশগত দিক এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহের দিকে লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে শিশুদের বুদ্ধি ও ভাষা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ, তেমনি রয়েছে শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। তাছাড়া শিশুরা যাতে সামাজিকভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠে তাও শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজগুলো হল–

১. জাতীয় সংগীত
২. ব্যায়াম
৩. ছড়া, গান ও গল্প
৪. চারু ও কারু
৫. বর্ণ পরিচয় ও সংখ্যা পরিচয়
৬. ইচ্ছেমতো খেলা ও নির্দেশনার খেলা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ অর্জনে তথা শিশুর সার্বিক বিকাশ ও অর্জন উপযোগী দক্ষতা অর্জনে কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত কাজসমূহ সুসংগঠিতভাবে করার জন্য একটি রুটিনও করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক কেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: সাপ্তাহিক রুটিন

দিন	বিষয় ও সময়							
	জাতীয় সংগীত (৫ মিনিট)	ব্যায়াম (১০ মিনিট)	ছড়া, গান ও গল্প (২০ মিনিট)	প্রাক-পঠন ও প্রাক লিখন (৩০ মিনিট)	চারু ও কারু (২৫ মিনিট)	প্রাক-গণিত (২৫ মিনিট)	খেলা (৩৫ মিনিট)	
							১৫ মিনিট নির্দেশনার খেলা	২০ মিনিট ইচ্ছেমত খেলা
শনিবার	ঐ	ঐ	ছড়া	ঐ	ইচ্ছেমতো ছবি আঁকা	ঐ	ঐ	ঐ
রবিবার	ঐ	ঐ	গান	ঐ	কাগজ, কাঠি, বিচি দিয়ে আকৃতি বানানো	ঐ	ঐ	ঐ
সোমবার	ঐ	ঐ	ছড়া	ঐ	ছবি আঁকা	ঐ	ঐ	ঐ
মঙ্গলবার	ঐ	ঐ	গল্প	ঐ	পাতা দিয়ে ছবি বানানো	ঐ	ঐ	ঐ
বুধবার	ঐ	ঐ	গল্প	ঐ	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	ঐ	ঐ	ঐ
বৃহস্পতিবার	ঐ	ঐ	পুনরালোচনা	পুনরালোচনা	মাটি দিয়ে খেলনা বানানো	পুনরালোচনা	ঐ	ঐ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দৈনিক পাঠদান পরিকল্পনা তৈরির জন্য এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পৃষ্ঠা ১০১–১০৪ এ বর্ণিত বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনায় দেয়া আছে। শিক্ষক মাসভিত্তিক এ পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাস পরিচালনা করবেন।

উপরোক্ত রুটিন অনুযায়ী নির্বাচিত কাজসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য পরিচালন কাঠামোর আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৬ ও ৭ এ দেয়া অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এই বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের থাকা আবশ্যকীয় কেননা এগুলো অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এসব বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

৫.১ কেন্দ্রভিত্তিক শিশুর সংখ্যা

একটি শ্রেণীতে সর্বোচ্চ ত্রিশজনের বেশি শিশু থাকা ঠিক হবে না এবং তাদের জন্য কমপক্ষে একজন শিক্ষক/ফ্যাসিলিটেটর থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য একটি শিশুবান্ধব পরিবেশে শিক্ষা অধিবেশন আয়োজনের জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাপ্ত স্থান এবং ফ্যাসিলিটেটরদের ভিত্তিতে শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা ৩০ জনের কমও হতে পারে। প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ Individualized Teaching এবং বহুমুখী শিখন পদ্ধতি (Multiple Ways of Teaching Learning) ব্যবহার করা হবে বিধায় ৩০ জনের বেশি শিশু একটি শ্রেণীতে নেয়া ঠিক হবে না।

৫.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা ২০ থেকে ৩০টি শিশুর জন্য অন্তত ২৫০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে এরকম একটি পৃথক কক্ষে এই কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক/যত্নকারী (একজন সাহায্যকারীর সাহায্য পাওয়া বাঞ্ছনীয়) এবং একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে। ঐ কমিটির সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কেন্দ্রের আসবাবপত্রের মধ্যে থাকবে শিক্ষকের জন্য (মাঝে মাঝে ব্যবহারের জন্য) অন্তত একটি ছোট টেবিল ও একটি চেয়ার, একটি চক বোর্ড, শিশুদের শ্রেণীর কাজ ঝুলানোর জন্য একটি বুলেটিন বোর্ড অথবা ওয়াল হ্যাঙ্গার এবং শিশুদের জন্য বসার মাদুর। ছেলেমেয়েরা 'U' আকৃতিতে বসতে পারে; যদিও ছোট দলীয় কাজ বা ব্যক্তিগত কাজ অথবা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের জন্য বসার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বেশ কয়েকটি কর্নার থাকবে এবং বাইরের কর্মকাণ্ডের জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরে নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে। ছেলেমেয়েদের কাজ এবং শিক্ষা উপকরণসমূহ রাখার জন্য দেয়ালে তাক থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের অবস্থান

সাধারণভাবে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অথবা নিকটবর্তী স্থানে এই কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই ব্যবস্থা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে মত বা ভাবের আদানপ্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরণের কাজে সহায়ক হবে। তবে সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলো শিশুদের বাড়ির কাছে নাও হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্মতিতে উপযুক্ত অন্য কোনো স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে।

৫.৪ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ: সপ্তাহে ৬ দিন। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট হিসাবে মূলত এক বছরের জন্য কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে। এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করে শিশুরা নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে।

৫.৫ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি কেন্দ্র বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) অথবা স্থানীয় এনজিও ব্যবস্থাপনার (কোথাও প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলে সেক্ষেত্রে) অধীনে ৭ থেকে ৯ সদস্যের পৃথক একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) কর্তৃক পরিচালিত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) এর গঠন হবে নিম্নরূপ–

- সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক → সভাপতি
- বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের প্রতিনিধি → সদস্য
- এসএমসি থেকে বাছাইকৃত দুইজন প্রতিনিধি (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) → সদস্য
- মাতাপিতা/শিশুর যত্নকারীদের পক্ষ থেকে দুইজন (অন্তত একজন হতে হবে মহিলা) → সদস্য
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক → সদস্য-সচিব

প্রয়োজন হলে কমিটি দুইজন অতিরিক্ত সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে।

৫.৬ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং মাতাপিতাদের সংগঠিত করা

অভিভাবকদের মাসিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে। ঐ সভায় জনগোষ্ঠীর আগ্রহী অপর সদস্যরাও যোগ দিতে পারবেন। এই সভার মাধ্যমে মাতা-পিতা বা অভিভাবকেরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব, কীভাবে তাঁরা তাঁদের নিজ সন্তানদের বিকাশে সাহায্য করতে পারেন এবং কীভাবে তাঁরা প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র সুচারুভাবে চলার কাজে সাহায্য করতে পারেন, সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫.৭ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তরণ

সকল শিশুকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ও তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য এবং প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

৬. শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলী

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এ মহাপরিকল্পনার মূলচালিকাশক্তি হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষক পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম কেন্দ্রে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে যথাযথভাবে নির্ধারিত কাজসমূহ করার জন্য তাদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগের উপায় কিংবা তারা কীভাবে শেখে এরূপ তত্ত্বীয় বিষয় যেমন শিক্ষককে জানতে হবে তেমনি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র পরিচালনায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে সচেতন হতে হবে। নিম্নে দুইটি অংশে শিক্ষকদের জন্য বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশাবলী তুলে ধরা হল–

৬.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিশুদের সাথে যোগাযোগের (Interaction) উপায়

পাঠের সফলতা নির্ভর করে শিশুর সাথে শিক্ষকের সহজ ও সাবলীলভাবে ভাব বিনিময়ের উপর। ভাব বিনিময় দু'ভাবে হতে পারে। মৌখিক এবং অমৌখিক। মৌখিক ভাব বিনিময়ের সময়ে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন:

১. খুব উঁচু স্বরে কথা না বলা।

২. খুব নীচু স্বরে কথা না বলা।

৩. সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলা।

৪. কথার ভাবের সাথে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখা।

৫. শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা না বলা।

৬. শিশুদের এমন প্রশ্ন করা যেখানে চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

মৌখিক নয় এমন ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হল–

১. শিশুদের সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ রাখা।

২. শিশুদের সাথে হাসিখুশি থাকা।

৩. শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা।

৪. শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া।

৫. হাত, মাথা ও মুখ নাড়াচাড়ার মধ্যে একটি সমন্বয় রক্ষা করা।

৬. কথার ভাবের সাথে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

শিশুদের সাথে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর শোনা, ভাষা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদেরকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারা চিন্তা করার সুযোগ পায়। প্রশ্ন সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার এবং বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন: 'এ জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগে?' এ ধরনের প্রশ্ন শিশুর ভাষা বিকাশে তেমন একটা সহায়তা করে না।

খ. মুক্ত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্ন শিশুকে চিন্তা করতে এবং তার নিজের মতো করে উত্তর দিতে সহায়তা করে। এতে করে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন:'এই জায়গাটা তোমার ভাল লাগে কেন?'

গ. প্রভাবিত প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তা তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ শিশু বা উত্তরদাতা প্রশ্নের প্রতি প্রভাবিত হয়। যেমন: 'এ জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না?' এ ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুরা তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। বরং প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা–অনিচ্ছানুযায়ী উত্তর দেয়।

শিশুদের সব ধরনের প্রশ্নই করা উচিত হবে তবে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি থাকতে হবে।

৬.২ শিশুদের শেখার উপায়

শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ করে শেখে ও কথার মাধ্যমে শেখে। আবার যে দেখে শেখে, সে শুনে বা অন্যভাবে যে শেখে না তা কিন্তু নয়। তেমনি যে শোনার মাধ্যমে শেখে সে অন্যভাবেও শিখতে পারে। প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরনেই একটা নিজস্বতা থাকে। তবে মূল কথা হল, শিশুরা একভাবে শেখে না, জীবনে চলার পথে তারা বিভিন্নভাবে শিখে থাকে।

শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে তা হল

- দেখে
- কাজ করে
- প্রশ্ন করে
- কল্পনা করে
- অংশগ্রহণ করে
- দলে কাজ করে
- গল্পের মাধ্যমে
- বই পড়ে
- অনুকরণ করে
- খেলে
- গান করে
- নির্দেশনা থেকে
- একাকী চিন্তা করে
- অনুসন্ধান করে
- নাচের মাধ্যমে
- শুনে
- স্বাদ নিয়ে
- ছবির মাধ্যমে
- তুলনা করে
- নাড়াচাড়া করে
- ছড়ার মাধ্যমে
- বার বার চেষ্টা করে

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিক্ষক কেন্দ্রে এমনভাবে পাঠদান প্রক্রিয়া চালাবেন যেন শিশুরা উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন উপায়ে শেখার সুযোগ পায়।

৬.৩ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক। তিনি শিশুদের পাঠদান থেকে শুরু করে কেন্দ্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কাজের ধরণ অনুসারে শিক্ষকের কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

ক. শ্রেণী ব্যবস্থাপনা
খ. পাঠ পরিচালনা
গ. উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
ঘ. বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ
ঙ. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

ক. শ্রেণী ব্যবস্থাপনা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষক। এখানে যে সকল কাজ তিনি করবেন সেগুলো হল–

শ্রেণীকক্ষ আকর্ষণীয় করে সাজানো

একটি সাজানো গোছানো শ্রেণীকক্ষ শিশুদের মননশীলতার বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন:

– বিভিন্ন পোস্টার, চার্ট ইত্যাদি কেন্দ্রে টানিয়ে রাখা। এগুলো এমনভাবে টানাতে হবে যাতে শিশুরা সহজেই দেখতে পায়। খুব বেশি উপরে টানানো ঠিক হবে না।

– দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ব্ল্যাক বোর্ড টানাতে হবে, যাতে সব শিশু সহজেই দেখতে পায়। ব্ল্যাক বোর্ডের উচ্চতা হবে এমন, যাতে কেন্দ্রের সবচেয়ে ছোট শিশুটিও তা সহজে দেখতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে।

– শিশুদের আঁকা ছবি এবং বিভিন্ন হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণীকক্ষ সাজানো যেতে পারে। তবে, ছবিগুলো কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করতে হবে। মাটি, পাতা বা কাগজের তৈরি উপকরণগুলো শ্রেণীকক্ষে সুন্দর করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

শিশুদের নির্দিষ্ট নিয়মে বসানো

কাজের ধরণ অনুযায়ী শিশুদেরকে কখনো কখনো বড় দলে আবার কোনো কোনো সময় ছোট দলে বসাতে হবে। বড় দলের সময় ‘U’ আকৃতিতে বসাতে হবে যেন শিশুরা একে অপরকে দেখতে পায়। ছোট দলের সময় শিশুরা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে বসবে। যাতে প্রতিটি দলের কাছে সহজেই যাওয়া যায়। আবার গল্প বলার সময় হয়তোবা শিশুদেরকে কাছাকাছি জড়ো করে বসানো যেতে পারে।

শ্রেণীকক্ষের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা

কেন্দ্র সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এজন্য করণীয় কাজগুলো হল– নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া, নিয়মিত ঝুল পরিষ্কার করা ও উপকরণগুলো মুছে রাখা। তাছাড়া কেন্দ্রের বাইরের চারপাশ ঝাড়ু দিয়ে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এসকল কাজ করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিশুদেরকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই সেগুলো শিক্ষক তত্ত্বাবধান করবেন।

বাহিরে খেলার জায়গা

শ্রেণীকক্ষের আশেপাশে নিরাপদ ও উন্মুক্ত জায়গায় (যেমন: মাঠ, গাছের ছায়ায় ইত্যাদি) দলীয় খেলার আয়োজন করতে শিক্ষক উদ্যোগী হবেন। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলাধুলা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত খেলা যেমন এক্কা দোক্কা, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তবে স্থানীয় খেলা নির্বাচন ও খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখতে হবে।

খ. পাঠ পরিচালনা

শিক্ষক প্রতিদিন পরিকল্পনা মাফিক পাঠ পরিচালনা করবেন। পাঠ পরিকল্পনায় তিনি কী কী বিষয়বস্তু পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কী কী উপকরণ লাগবে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন। পাঠ পরিচালনার জন্য পৃষ্ঠা ৬ এ যে রুটিন রয়েছে সে অনুযায়ী পাঠদান করবেন। একটি কথা– পাঠ পরিচালনায় শিশুদের ইচ্ছা–অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে রুটিনে কিছুটা পরিবর্তনও আনা যেতে পারে।

গ. উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পরবে। যেমন: পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোট ছোট, পাথর ইত্যাদি।

পাঠ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষক ক্লাস শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে রাখবেন। এছাড়া শ্রেণীকক্ষ সজ্জার জন্য ও স্থানীয় শিক্ষা অফিসের সহায়তায় চার্ট, ক্যালেন্ডার, ম্যাপ, ছবি ইত্যাদি জোগাড় করা যেতে পারে।

শ্রেণীকক্ষের নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিশুরা ছবি আঁকা এবং পাতা, মাটি বা কাঠি দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করবে। শিশুদের আঁকা ছবি বা তাদের তৈরি জিনিস দিয়েও শ্রেণী সজ্জা করা যেতে পারে।

শিক্ষক পিতামাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলনাও সংগ্রহ করতে পারেন তবে তা হতে হবে শিশু-বান্ধব এবং নিরাপদ।

ঘ. বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। শিক্ষককে এক্ষেত্রে শিশু, অভিভাবক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

ঙ. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকগণ যদি শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে জানেন, এর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা বোঝেন তাহলে তাদের কাছ থেকে সবসময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন–

- অভিভাবকদের সাথে প্রতি মাসে একটি করে সভা করা। সভায় শিশু বিকাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা। (সভার বিষয়বস্তু এবং সভা পরিচালনার নিয়ম সহায়িকার পৃষ্ঠা ১২৩–১৪১তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)
- বিভিন্ন সময়ে শিশুদের খোঁজ খবর নেয়া এবং শিশুদের ভালমন্দ নিয়ে তাদের অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা সমাবেশে শিশু বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা করা এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন করা।
- নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কেন্দ্রের সকল শিশুকে বছর শেষে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির উদ্যোগ নেয়া।

৬.৪ কেন্দ্রে পাঠদান পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়

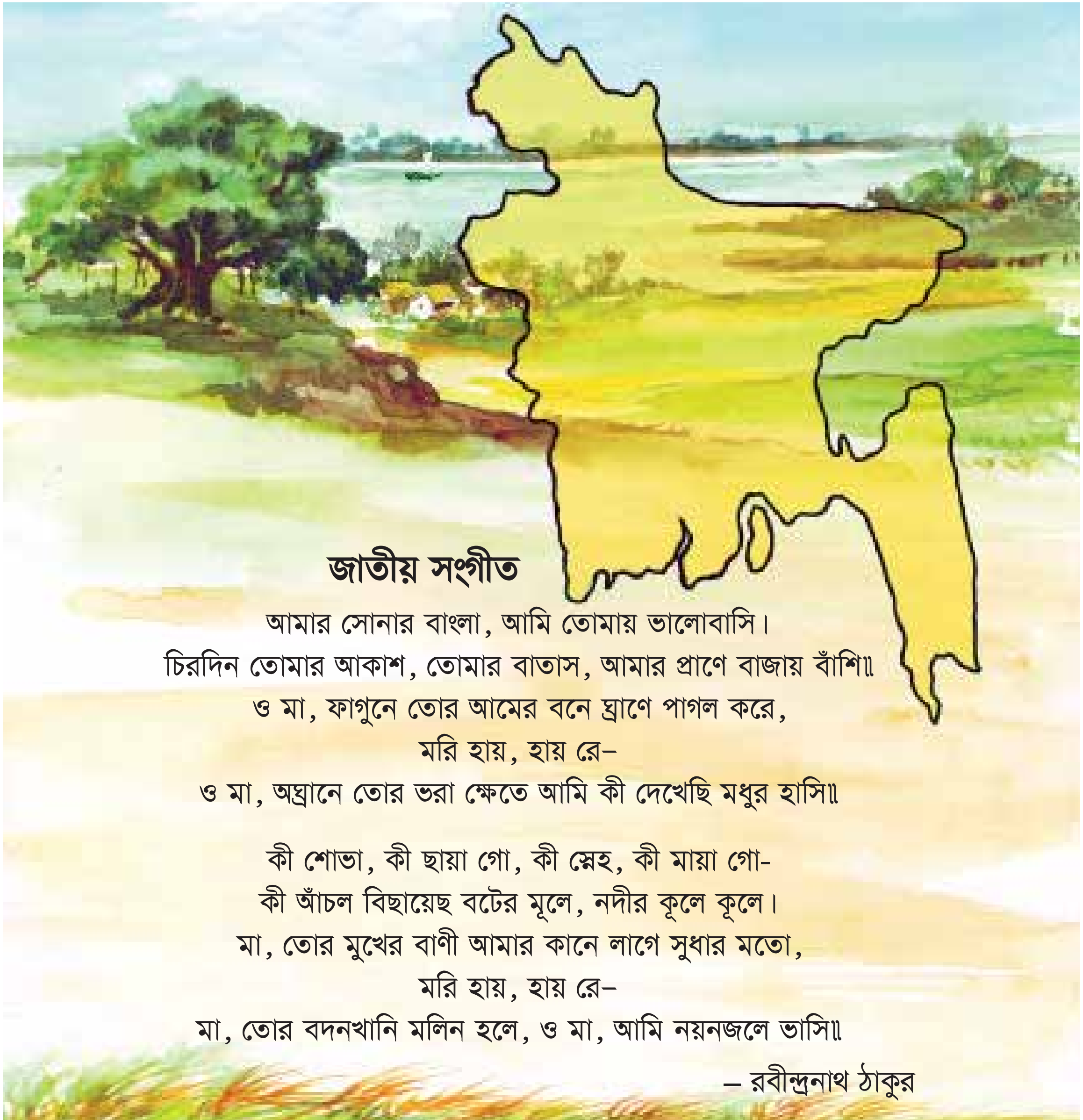
- প্রতিদিন জাতীয় সংগীত এবং ব্যায়াম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধিবেশন শুরু হবে।
- পাঠদানের শুরুতে শিক্ষক কেন্দ্রে উপস্থিত শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য কোন ধাঁধাঁ, ঘটনা, গান বা গল্পের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পাঠদানের সুবিধার্থে প্রতিটি বিষয় রুটিন অনুযায়ী শিশুদের করাবেন।
- শিক্ষক প্রতিদিন যে যে বিষয় পড়াবেন তার আগের দিন অবশ্যই ঐ বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন। এতে ক্লাস পরিচালনা সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় উপকরণের প্রয়োজন হলে (যেমন: ফুল, বিচি, কাঠি ইত্যাদি) শিক্ষক সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বের দিন শিশুদেরকে কী কী উপকরণ নিয়ে আসতে হবে তা বলে দেবেন।
- প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা প্রতিটি কাজ বুঝতে পারছে কি না এবং সঠিকভাবে করতে পারছে কি না শিক্ষক অবশ্যই সেদিকে লক্ষ রাখবেন।
- প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় শিশুদেরকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন।
- প্রতি সপ্তাহের শেষ দিনে নির্ধারিত বিষয়গুলো পুনরালোচনা করা হবে। ঐদিন নতুন কোন বিষয় থাকবে না।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বাইরে জায়গা থাকলে সেখানে খেলা ও ব্যায়াম করাবেন। যদি বাইরে জায়গা না থাকে তাহলে কেন্দ্রের ভেতরে করাবেন।
- নিজ নিজ বই, খাতাপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন। সকল ধরনের চার্ট এবং উপকরণ ক্লাসে ব্যবহারের পর শিক্ষক সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে রেখে দেবেন।
- পাঠদান শেষে শিশুদেরকে পরবর্তী দিনে আবারও কেন্দ্রে আসার জন্য আকর্ষণীয় কিছু বলে ধন্যবাদ/শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
জাতীয় সংগীত

- জাতীয় সংগীত শেখানোর নিয়ম
- জাতীয় সংগীত

জাতীয় সংগীত শেখানোর নিয়ম

- শিক্ষক প্রথমে সকল শিশুকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং জাতীয় সংগীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবেন।
- প্রথমে শিক্ষক নিজে পুরো জাতীয় সংগীত সুর করে গাইবেন।
- শিক্ষক জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি সকল শিশুকে বুঝিয়ে বলবেন।
- শিশুরা প্রতিদিন শিক্ষকের সঙ্গে পুরো জাতীয় সংগীত গেয়ে দিনের ক্লাস শুরু করবে।
- তবে শিক্ষক শিশুদের প্রতি সপ্তাহে দুই লাইন করে জাতীয় সংগীতের কথা ও সুর শেখাবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিশু যেন পুরো জাতীয় সংগীত সুর করে গাইতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।



জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
ব্যায়াম

- ব্যায়ামসমূহ
- ব্যায়াম করানোর নির্দেশনা

ব্যায়ামসমূহ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য দু'ধরনের ব্যায়াম রাখা হয়েছে। যথা– শারীরিক ব্যায়াম এবং মাথার ব্যায়াম। দু'ধরনের ব্যায়ামই শিশুদের পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। উপরন্তু মাথার ব্যায়ামগুলো শিশুদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ব্যায়ামগুলো হল–

- হাতের ব্যায়াম (ফুল–কলি)
- হাতের ব্যায়াম (১ থেকে ৪ গণনা করে)
- প্যাঁচা
- ঘাড়ের ব্যায়াম
- হাতী
- কোমরের ব্যায়াম
- কৌণিক হামাগুড়ি
- মাথার উপর তালি বাজানো
- মাটির সাথে সমান্তরাল
- শরীরের চার অবস্থান

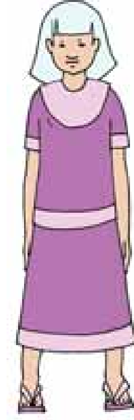
ব্যায়াম করানোর নির্দেশনা

শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাশের শুরুতে রুটিন অনুযায়ী ৫ মিনিট জাতীয় সংগীত ও ১০ মিনিট ব্যায়াম করাবেন। শিক্ষক প্রতিটি ব্যায়ামই প্রথমে নিজে করে দেখাবেন এবং পরে শিশুদের দিয়ে করাবেন। জাতীয় সংগীতের পরপর হাতের ব্যায়াম (ফুলকলি), হাতের ব্যায়াম (১ থেকে ৪ গণনা করে), কোমরের ব্যায়াম, মাথার উপর তালি বাজানো ও শরীরের চার অবস্থান এই ৫টি ব্যায়াম করাবেন। বাকী ৫টি ব্যায়াম ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে করাবেন। যেমন: ছড়া/গান/গল্পের পর প্যাঁচা, পঠন-লিখনের পর হাতি, খেলার পর ঘাড়ের ব্যায়াম, গণিতের পর কৌণিক হামাগুড়ি এবং চারুকারু ক্লাসের পর মাটির সাথে সমান্তরাল ব্যায়াম। এভাবে কিছুদিন শিক্ষকের নেতৃত্বে ব্যায়াম অনুশীলন করার পর পর্যায়ক্রমে শিশুদেরকে ব্যায়াম পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। সহায়িকার পৃষ্ঠা ১৭–২৯ এ ১০টি ব্যায়াম কিভাবে করাতে হবে তা বর্ণনা করা হল।

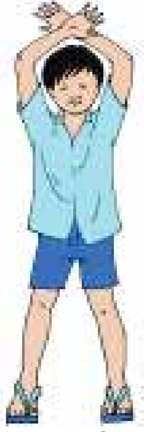
১নং ব্যায়াম

হাতের ব্যায়াম (ফুল-কলি)

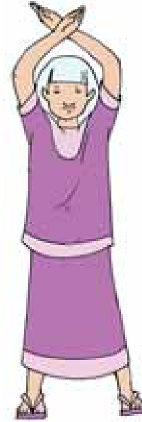
ধাপসমূহ


১নং ছবি

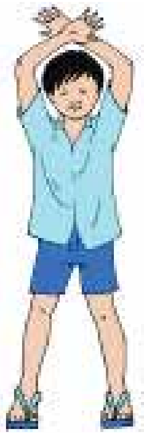
১. শিশুরা দুই/তিন সারিতে সোজাভাবে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)


২নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা দুই হাত মাথার উপর আড়াআড়িভাবে তুলবে এবং খেলার জন্য প্রস্তুতি নিবে। (২নং ছবির মত)


৩নং ছবি

৩. 'কলি' বললে শিশুরা হাতের আঙ্গুলগুলো একসাথে ফুলের কলির মত করবে। (৩নং ছবির মত)


৪নং ছবি

৪. 'ফুল' বললে আঙ্গুলগুলো খুলে ফুলের মত করবে। (৪নং ছবির মত)

৫. এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে।

৬. 'দুই' বললে শিশুরা হাত নামিয়ে ফেলবে।

উপকারিতা

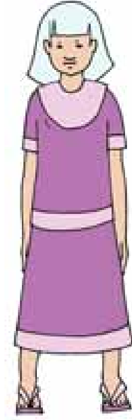
- হাতের পেশী সবল হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।
- শিশুদের মধ্যে শৃংখলাবোধ বাড়বে।

২নং ব্যায়াম

হাতের ব্যায়াম (এক থেকে চার গণনা করে)

ধাপসমূহ

১. শিশুরা দুই/তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

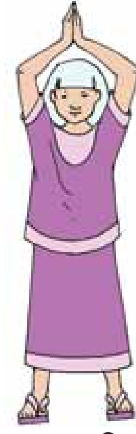


১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। (২নং ছবির মত)



২নং ছবি


৩নং ছবি

৩. ‘দুই’ বললে মাথার উপরে হাত তুলে তালি দেবে। (৩নং ছবির মত)

৪. ‘তিন’ বললে শিশুরা আবার হাত প্রসারিত করবে। (২নং ছবির মত)

৫. ‘চার’ বললে শিশুরা হাত নিচে নামাবে (১নং ছবির মতো)

এভাবে শিশুরা এক থেকে চার গণনা করে ব্যায়ামটি তিনবার করবে।

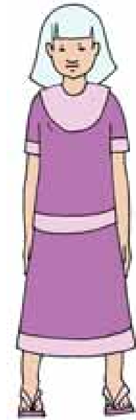
উপকারিতা

- এই ব্যায়াম করলে শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।
- শৃংখলাবোধ বাড়বে।

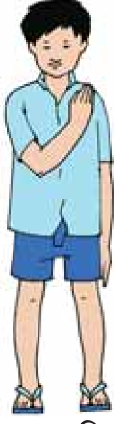
৩নং ব্যায়াম

প্যাঁচা

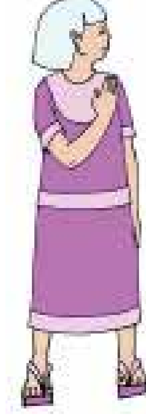
ধাপসমূহ


১নং ছবি

১. শিশুরা সোজা হয়ে দুই/তিন লাইনে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

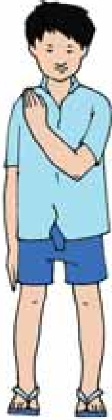

২নং ছবি

২. ‘এক’ বলার সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে বাম কাঁধ চেপে ধরবে। (২নং ছবির মত)

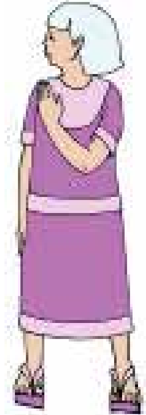

৩নং ছবি

৩. ‘দুই’ বলার পর কাঁধ ধরা অবস্থায় ধীরে ধীরে বাম দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাবে এবং ঐ অবস্থানে দুই/তিন বার শ্বাস নিবে ও ফেলবে। (৩নং ছবির মত)

৪. ‘তিন’ বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। (১নং ছবির মত)


৪নং ছবি

৫. ‘চার’ বলার সাথে সাথে বাম হাত দিয়ে ডান কাঁধ চেপে ধরবে। (৪নং ছবির মত)


৫নং ছবি

৬. ‘পাঁচ’ বললে আগের মত ডান দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাবে এবং ঐ অবস্থানে দুই/তিন বার শ্বাস নিবে ও ফেলবে। (৫নং ছবির মত)

৭. ‘ছয়’ বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। (১নং ছবির মত)

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- ঘাড়ের পেশী সচল হবে।
- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়বে।
- অলসতা দূর হবে এবং সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।

৪নং ব্যায়াম

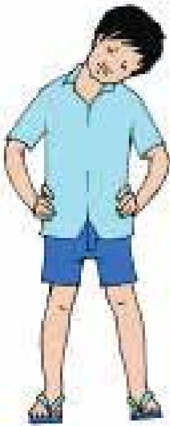
ঘাড়ের ব্যায়াম (এক থেকে আট পর্যন্ত গণনা করে)

ধাপসমূহ

১. শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)



১নং ছবি



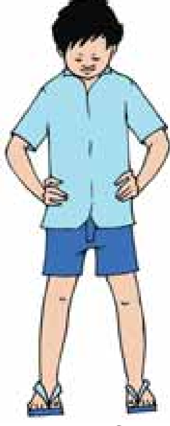
২নং ছবি

২. ‘এক’ বললে শিশুরা মাথা বাম দিকে বাঁকাবে। (২নং ছবির মত)

৩. ‘দুই’ বললে মাথা সোজা করবে। (১নং ছবির মত)


৩নং ছবি

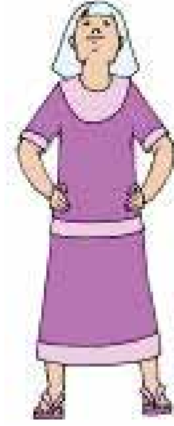
৪. 'তিন' বললে মাথা ডান দিকে বাঁকাবে। (৩নং ছবির মত)


৪নং ছবি

৫. 'চার' বললে মাথা সোজা করবে। (১নং ছবির মত)

৬. 'পাঁচ' বললে শিশুরা মাথা সামনের দিকে ঝুঁকাবে। (৪নং ছবির মত)

৭. 'ছয়' বললে মাথা সোজা করবে। (১নং ছবির মত)


৫নং ছবি

৮. 'সাত' বললে মাথা পেছনের দিকে বাঁকাবে। (৫নং ছবির মত)

৯. 'আট' বললে মাথা সোজা করবে। (১নং ছবির মত)

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি ৩ বার করবে।

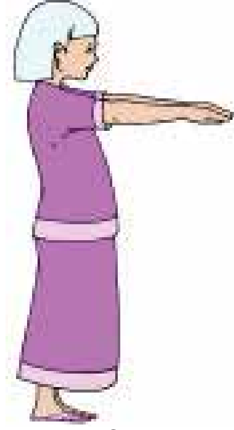
উপকারিতা

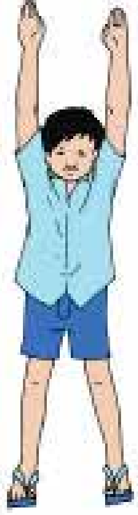
- এই ব্যায়াম করলে শিশুদের ঘাড়ের পেশী সবল হবে।
- নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে পারবে।
- শৃংখলাবোধ বাড়বে।

৫নং ব্যায়াম

হাতি

ধাপসমূহ


১নং ছবি


২নং ছবি

১. শিশুরা একজন আরেকজনের পিছনে কাঁধে হাত রেখে জায়গা নেবে এবং সোজা হয়ে লাইনে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

২. 'এক' বলার পর ডান হাত সোজা উপরে তুলে বাহু মাথার সাথে লাগিয়ে প্রস্তুত হবে। (২নং ছবির মত)


৩নং ছবি

৩. 'দুই' বলার পর শিশুরা সামনে ঝুঁকে শোয়ানো '৪' এর মত হাত ঘুরাবে। চোখের দৃষ্টি সব সময় হাতের দিকে থাকবে। (৩নং ছবির মত)

৪. 'তিন' বললে হাত নামিয়ে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

৫. একইভাবে চার, পাঁচ, ছয়, বলার মাধ্যমে শিশুরা বাম হাত উপরে তুলে আগের মত ব্যায়ামটি করবে।

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- মনোযোগ বাড়বে।
- ঘাড়ের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৬নং ব্যায়াম

কোমরের ব্যায়াম (এক থেকে চার গণনা করে)

ধাপসমূহ

১. শিশুরা কোমরে দু'হাত রেখে দুই/তিন লাইনে আরামে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)



১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা কোমরের উপরের অংশ ডান দিকে বাঁকা করবে। (২নং ছবির মত)



২নং ছবি

৩. 'দুই' বললে সোজা হবে। (১নং ছবির মত)

৪. 'তিন' বললে বাম দিকে বাঁকা হবে। (৩নং ছবির মত)

৫. 'চার' বললে সোজা হবে। (১নং ছবির মত)

৬. এরপর শিশুরা কোমর থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।



৩নং ছবি

এভাবে শিশুরা এক থেকে চার গণনা করে ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

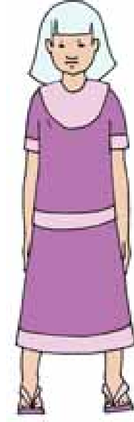
উপকারিতা

- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- কোমরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।

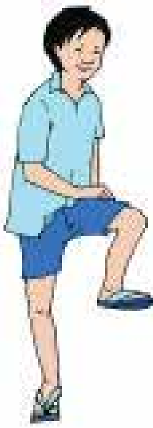
৭নং ব্যায়াম

কৌণিক হামাগুড়ি

ধাপসমূহ


১নং ছবি

১. শিশুরা দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)


২নং ছবি

২. 'এক' বলার সাথে সাথে সবাই ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু উপরে উঠিয়ে স্পর্শ করবে এবং বাম হাত শরীরের বাম পাশে সোজা করে রাখবে। (২নং ছবির মত)

৩. 'দুই' বলার সাথে সাথে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)


৩নং ছবি

৪. 'তিন' বলার সাথে সাথে বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাঁটু উপরে উঠিয়ে স্পর্শ করবে এবং ডান হাত শরীরের ডান পাশে সোজা করে রাখবে। (৩নং ছবির মত)

৫. 'চার' বলার সাথে সাথে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।(১নং ছবির মত)

এই ব্যায়ামটি এভাবে শিশুরা কমপক্ষে পাঁচ বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

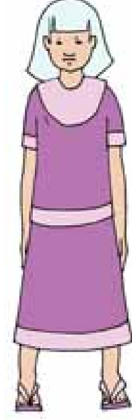
- মস্তিষ্কের উভয় অংশ সক্রিয় হবে।
- হাত পা সঞ্চালিত হবে এবং পেশী সবল হবে।

৮নং ব্যায়াম

মাথার উপর তালি বাজানো

ধাপসমূহ

১. শিশুরা দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)



১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা উপরের দিকে লাফ দিয়ে দু'হাত উপরে তুলে তালি বাজিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। (২নং ছবির মত)



২নং ছবি

৩. 'দুই' বলার সাথে সাথে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (১নং ছবির মত)

এভাবে এক থেকে দুই বলার মাধ্যমে শিশুরা পাঁচ বার ব্যায়ামটি করবে।

উপকারিতা

- পুরো শরীর সঞ্চালিত হবে।
- শরীরে ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতা বাড়াবে।

৯নং ব্যায়াম

মাটির সাথে সমান্তরাল

ধাপসমূহ


১নং ছবি

১. শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত দিয়ে দু'পা একটু বেশি ফাঁক করে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

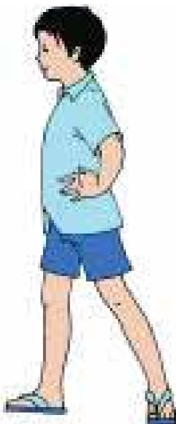

২নং ছবি

২. "বামে ঘোরো", বলার সাথে সাথে সবাই বাম পায়ের পাতা বাম দিকে ঘুরিয়ে দৃষ্টি বামদিকে রেখে বাম দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। (২নং ছবির মত)


৩নং ছবি

৩. 'এক' বলার সাথে সাথে বাম পায়ের উপর ভর করে সামনে ঝুঁকবে। (৩নং ছবির মত)

এবং 'দুই' বলার সাথে সাথে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (২নং ছবির মত)


৪নং ছবি

৪. এবার 'ডানে ঘোরো' বলার সাথে সাথে সবাই ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দৃষ্টি ডান দিকে রেখে ডান দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। (৪নং ছবির মত)

৫. এবার ৩নং ধাপের মতো এক থেকে দুই গণনা করে ব্যায়ামটি তিন বার করবে। (৫নং ছবির মত)



৫নং ছবি

উপকারিতা

- যে কোন কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারবে।
- শরীরের পশ্চাৎদেশের পেশী শক্তিশালী এবং পেছন ভাগ সুস্থির হবে।
- পায়ের পেশী সবল হবে।

১০নং ব্যায়াম

শরীরের চার অবস্থান (এক থেকে আট পর্যন্ত গণনা করে)

ধাপসমূহ

১. শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত দিয়ে আরামে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)



১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা কোমরের উপরের অংশ বামদিকে বাঁকা করবে। (২নং ছবির মত)



২নং ছবি

৩. 'দুই' বলার সাথে সাথে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (১নং ছবির মত)


৩নং ছবি

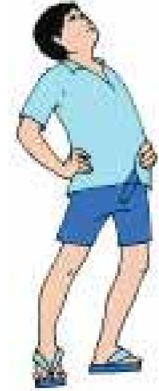
৪. ‘তিন’ বলার সাথে সাথে শিশুরা ডান দিকে বাঁকা হবে। (৩নং ছবির মত)

৫. ‘চার’ বললে কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)


৪নং ছবি

৬. ‘পাঁচ’ বললে শিশুরা সামনের দিকে ঝুঁকবে। (৪নং ছবির মত)

৭. ‘ছয়’ বললে শিশুরা সোজা হবে। (১নং ছবির মত)


৫নং ছবি

৮. ‘সাত’ বললে শিশুরা কোমরে হাত রেখে পেছনে বাঁকা হবে। (৫নং ছবির মত)

৯. ‘আট’ বললে শিশুরা কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে।

উপকারিতা

- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- কোমরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
ছড়া ও গান

- ছড়া শেখানোর নিয়ম
- ছড়া
- গান শেখানোর নিয়ম
- গান

ছড়া শেখানোর নিয়ম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের জন্য ১৯টি ছড়া পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ১৭টি বাংলা এবং ২টি ইংরেজী ছড়া। শিশুরা বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সবগুলো ছড়া শিখবে। ছড়া শেখানোর জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন–

- শিশুদের ছড়া শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে আবৃত্তি করবেন এবং তারপর জানতে চাইবেন যে শিশুরা ছড়াটি শিখতে চায় কিনা।
- অত:পর ছড়াটির দু'লাইন শিক্ষক নিজে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করবেন এবং শিশুদেরকেও করতে বলবেন। প্রথম দু'লাইন সবার মুখস্থ হলে পরের দু'লাইন শেখাবেন।
- এভাবে দু'লাইন দু'লাইন করে পুরো ছড়াটি শেখাতে হবে।
- যে সব শিশু আগে ছড়াটি আয়ত্ব করতে পারবে তাদেরকে অন্য শিশুদের সামনে দাঁড় করিয়ে আবৃত্তি করতে উৎসাহ দেবেন।
- ছড়াটি সব শিশুর শেখা হয়ে যাওয়ার পর তারা হাততালি দিয়ে, অঙ্গাভঙ্গি করে, নেচে নেচে, বিভিন্নভাবে ছড়াটি আবৃত্তি করবে।

লক্ষনীয় : বর্ণিত ছড়াসমূহ ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ছড়াও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শিশুদেরকে শুধু ছড়া মুখস্ত করানোই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং শিশুরা যেন উৎসাহ ও আনন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন অংগভংগি ও মজা করে ছড়া শিখতে পারে তা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

নির্বাচিত ছড়াসমূহ



ছড়া–১

বাক বাকুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কালকি
চড়বে সোনার পালকি।





ছড়া–২

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন মোদের কার বাড়ি?
আয় রে খোকন ঘরে আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়।

ছড়া–৩

খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।



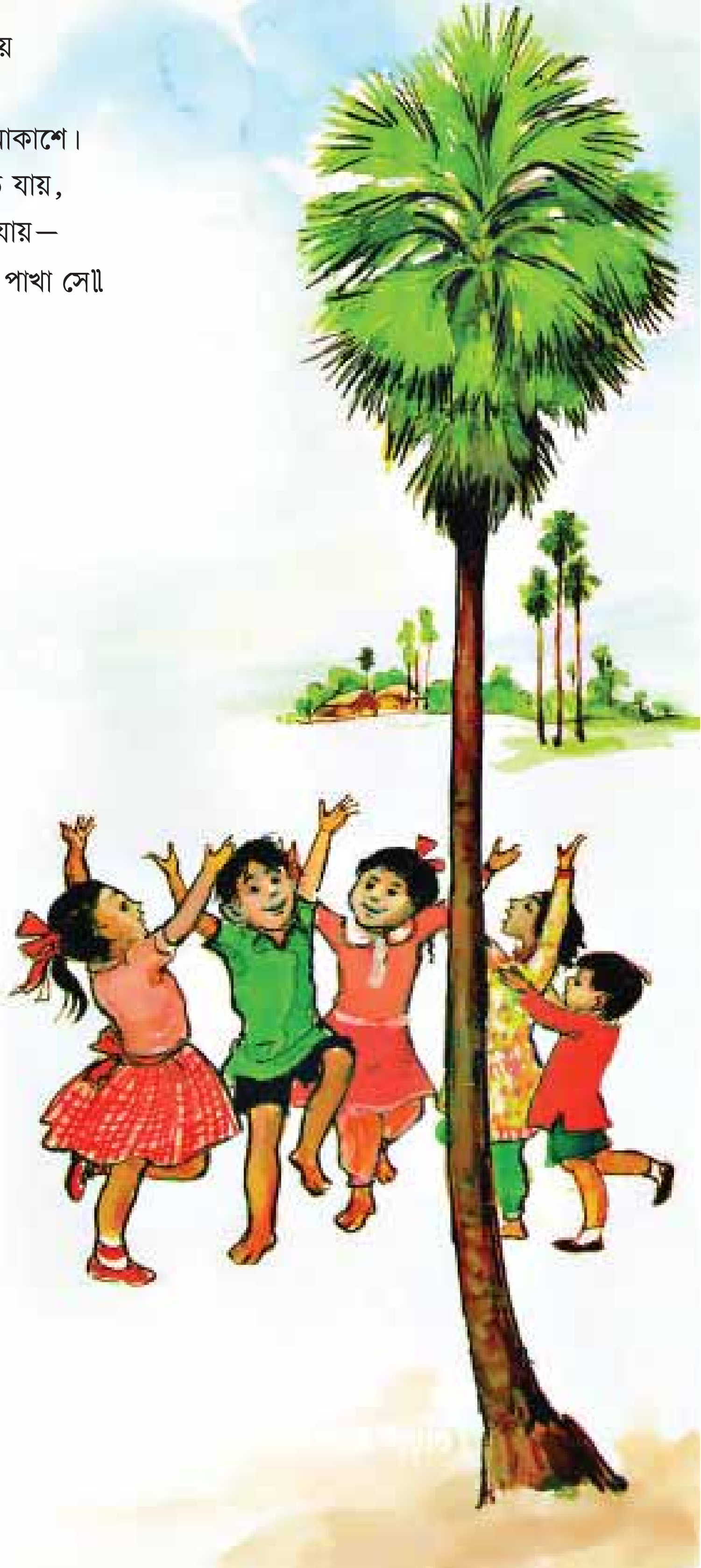
ছড়া–৪

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
মাছ কাটলে মুড়ো দেব,
কালো গাইয়ের দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।



ছড়া–৫

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে॥



ছড়া–৬

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগীর ছা।
ও বগী তুই খাস্ কি?
পান্তা ভাত চাস্ কি?
পান্তা আমি খাইনা
পুটি মাছ পাই না,
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

ছড়া–৭

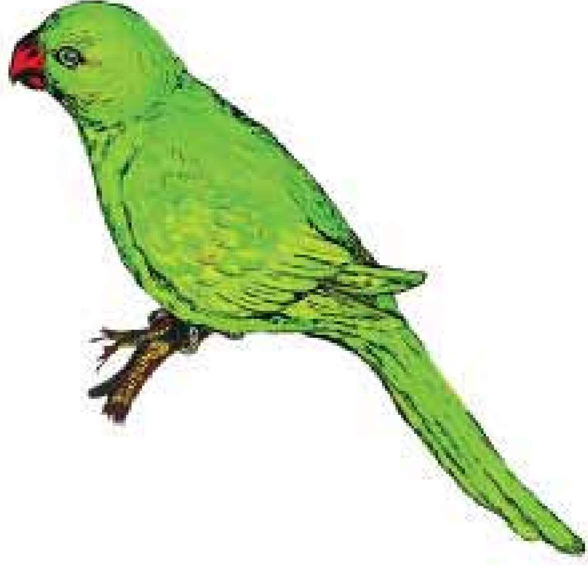
হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।



ছড়া–৮

গোল করোনা গোল করোনা
ছোটন ঘুমায় খাটে,
এই ঘুমকে কিনতে হলো
নওয়াব বাড়ির হাটে।
সোনা নয় রুপা নয়
দিলাম মোতির মালা,
তাইতো ছোটন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।





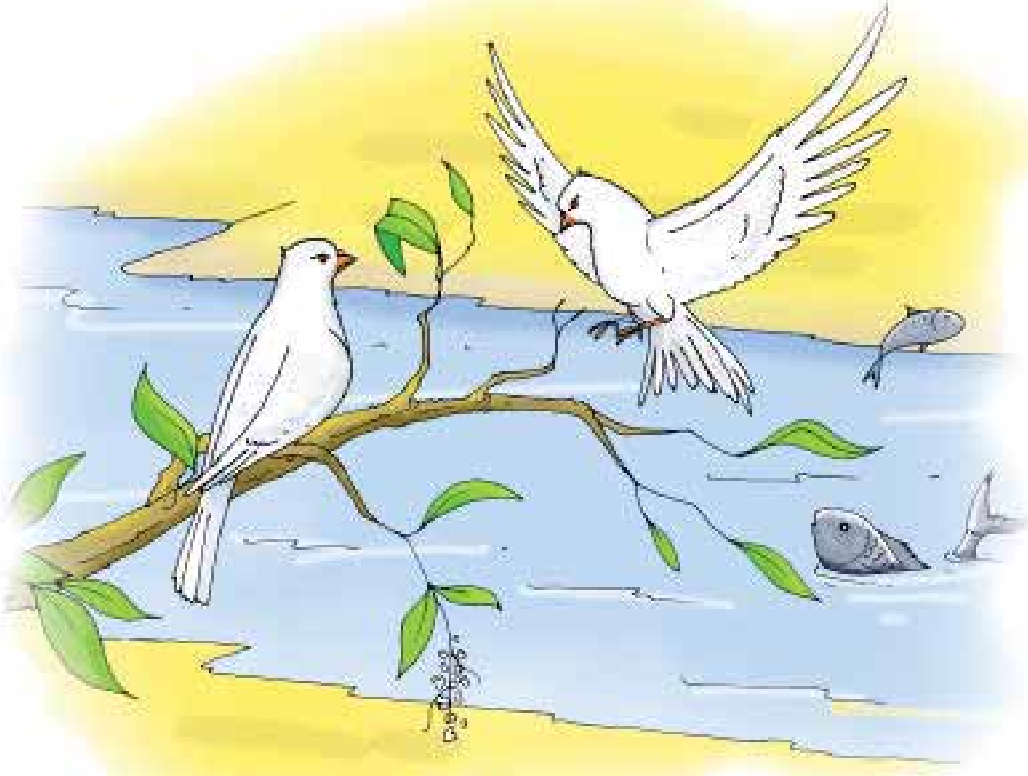
ছড়া–৯

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে,
না’ নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাইনা দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।



ছড়া–১০

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া,
ওরে বুবু সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে।



ছড়া–১১

নোটন নোটন পায়রাগুলি
ঝোটন বেঁধেছে,
ওপাড়েতে ছেলে মেয়ে
নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে!
কে দেখেছে? কে দেখেছে?
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে,
উঃ বড্ড লেগেছে।

ছড়া–১২

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

ছড়া–১৩

চলে হন্‌হন্‌
ছোটে পন্‌পন্‌
ঘোরে বন্‌বন্‌
কাজে ঠন্‌ঠন্‌
বায়ু শন্‌শন্‌
শীতে কন্‌কন্‌
কাশি খন্‌খন্‌
ফোঁড়া টন্‌টন্‌
মাছি ভন্‌ভন্‌
থালা ঝন্‌ঝন্‌।

ছড়া–১৪

Twinkle Twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky



ছড়া–১৫

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠে
রঙিন করি মুখ।





ছড়া–১৬

ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
Now, I know my ABC
Won't you come
And sing with me



ছড়া–১৭

ভোর হোলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে,
ঐ ডাকে যুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটরে!
খুলি হাল তুলি পাল
ঐ তরী চলল,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুলল।
আলসে নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

ছড়া–১৮

খোকন খোকন ময়না
পরিয়ে দেব গয়না,
খোকন যাবে মামার বাড়ি
আর যে দেরি সয়না।
সাত রাঙা নাও সাজিয়ে দেব
হাজার দাঁড়ি মাঝি দেব,
সঙ্গে তালের পিঠে দেব
তবু কেন সোনার খোকন
হেসে কথা কয়না।
গান শোনাবে বনের টিয়ে
মাদল বাঁশি ঢোলক নিয়ে,
পুসি বিড়াল কুকুর ছানা
সঙ্গে কেন রয়না?
তাইতো খোকন রাগ করেছে
হেসে কথা কয়না।





ছড়া–১৯

মাথার উপর বাজাই তালি
বাজাই তালি তালি,
আরেকটি বার পায়ের নিচে,
পায়ের নিচে নিচে,
তিন তুড়িতে লাফিয়ে চলি,
লাফিয়ে চলি চলি,
মেঝেয় বসি পা ছড়িয়ে,
পা ছড়িয়ে বসি,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি,
তাকিয়ে দেখি দেখি,
দরজা দিয়ে উঁকি মারি, টুক টুক টুকি
লা লা লা লা লা, লা লা লা লা লা।

গান শেখানোর নিয়ম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য ৯টি গান পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে শিশুতোষ ছড়াগান, দেশাত্মবোধক ও আঞ্চলিক গান রয়েছে। গান শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

- শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং তারপর জানতে চাইবেন যে শিশুরা গানটি শিখতে চায় কিনা।
- শিশুরা আগ্রহী হলে শিক্ষক গানটির প্রথম অংশ শিশুদের নিয়ে গাইবেন। একটি অংশ শিশুরা ভালোভাবে আয়ত্ব করার পর পরবর্তী অংশ শেখাবেন।
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের শেখাবেন।
- পুরো গানটি শেখা হলে শিশুদেরকে একাকী এবং দলে গাইতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন।
- গানের সুর, তাল, লয় ইত্যাদি সঠিকভাবে শেখার জন্য এবং ভুল শোধরানোর জন্য বার বার চর্চা করাতে হবে।

লক্ষনীয় : সহায়িকায় বর্ণিত গান ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত আঞ্চলিক গানও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন।

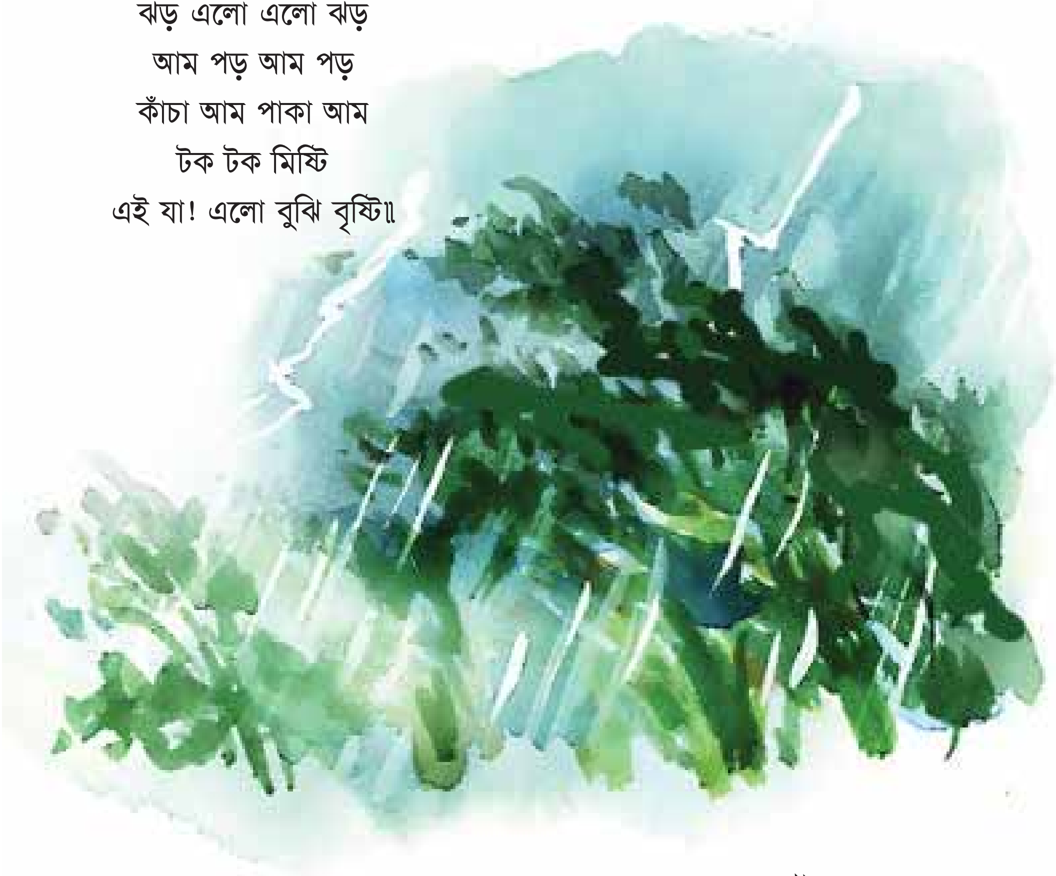
বিশেষ দ্রষ্টব্য

শিশুদেরকে শুধু গান মুখস্ত করানোই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং শিশুরা যেন উৎসাহ ও আনন্দের মাধ্যমে মজা করে সুর তাল লয় মেনে গান গাইতে পারে তাই মূল লক্ষ্য।

নির্বাচিত গানসমূহ

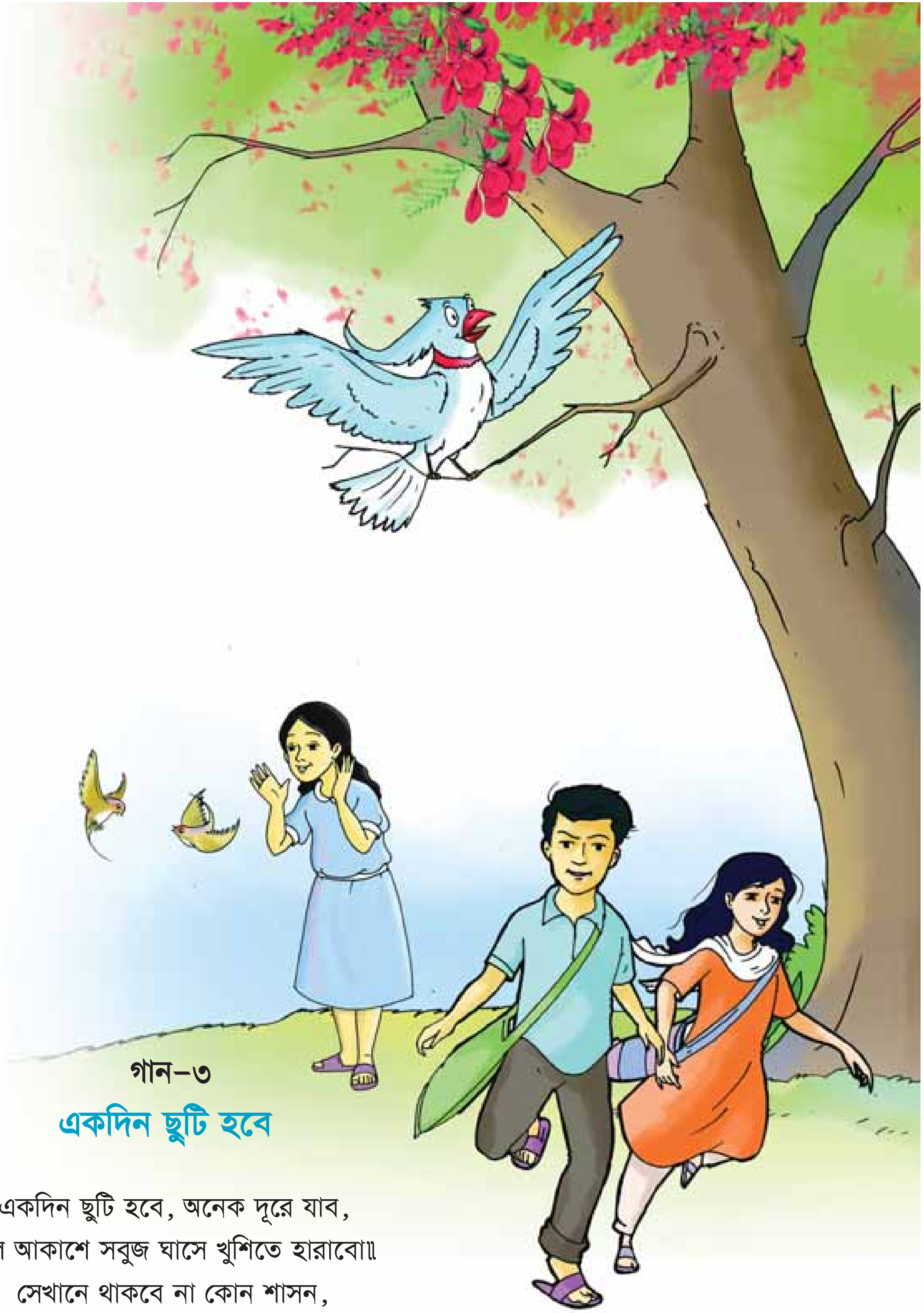
গান–১
ঝড় এলো

ঝড় এলো এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম পাকা আম
টক টক মিষ্টি
এই যা! এলো বুঝি বৃষ্টি॥



গান–২
ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালং নাই
পিঁড়ি পেতে বসো
বাটাভরা পান দেব
গাল ভরে খেও
খুকুর চোখে ঘুম নেই
ঘুম দিয়ে যেও॥



গান–৩

একদিন ছুটি হবে

একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাব,
নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো॥
সেখানে থাকবে না কোন শাসন,
থাকবে না নিয়মের কোন বাঁধন, ও ও ও।
পাখি হয়ে উড়বো, ফুল হয়ে ফুটবো
পাতায় পাতায় শিশির হয়ে হাসি ছড়াবো।
একদিন ছুটি ....॥



গান–৪

প্রজাপতি প্রজাপতি

প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙিন পাখা
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙিন পাখা
তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালী রূপালী পরাগ মাখা
কোথায় পেলে ভাই ....॥
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে, তোমার সাথে
প্রজাপতি! তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মতো করে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না
দাও জামা ছবি আঁকা
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙিন পাখা
প্রজাপ্রতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙিন পাখা।

গান–৫

আমরা সবাই রাজা

আমরা সবাই রাজা,
আমরা সবাই রাজা
আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কি সত্বে
আমরা সবাই রাজা ......॥
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তার খুশিতে চরি-২
আমরা নই বাঁধা নই
দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের ....
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান-২
মোদের খাটো করে
রাখে না কেউ কোন অসত্যে
নইলে মোদের ....
আমরা সবাই রাজা ......।
আমরা চলব আপনা মতে,
শেষে মিলব তারি সাথে
আমরা মরব না কেউ
বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের ....
আমরা সবাই রাজা।

গান–৬

এমন মজা হয়না

এমন মজা হয়না গায়ে সোনার গয়না
বুবু মনির বিয়ে হবে বাজবে কত বাজনা
আজকে বুবুর মুখে হাসি কালকে বুবুর বিয়ে
বর আসবে পালকি চড়ে বকুল তলা দিয়ে
বর আসতে দেব না, বুবুর কাছে নেব না
ও বুবু তোর বরকে বলিস আনতে আমার খাজনা
এমন মজা হয়না ....॥

ও বুবু তোর দুলাভাইয়ের এত্ত বড় দাড়ি
তার সংগে কালকে যাবি মজার শ্বশুর বাড়ি
আর কি তবে ভাবনা একটা কথা রাখনা
ও বুবু তোর লাল শাড়ীটা আমায় দিয়ে যাস না
(এই থাম না), এমন মজা ....॥



গান–৭

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, আ হা হা হা হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি, আ হা হা হা হা।

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি, আ হা হা হা হা।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, আ হা হা হা হা
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি, আ হা হা হা হা।

কেয়া পাতার নৌকা গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে
তাল দিঘীতে ভাসিয়ে দেব
চলবে দুলে দুলে।

রাখাল ছেলের সংগে ধেনু
চড়াব আজ বাজিয়ে বেণু
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপা বনে লুটি, আ হা হা হা হা।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি আ হা হা হা হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি, আ হা হা হা হা।

গান–৮

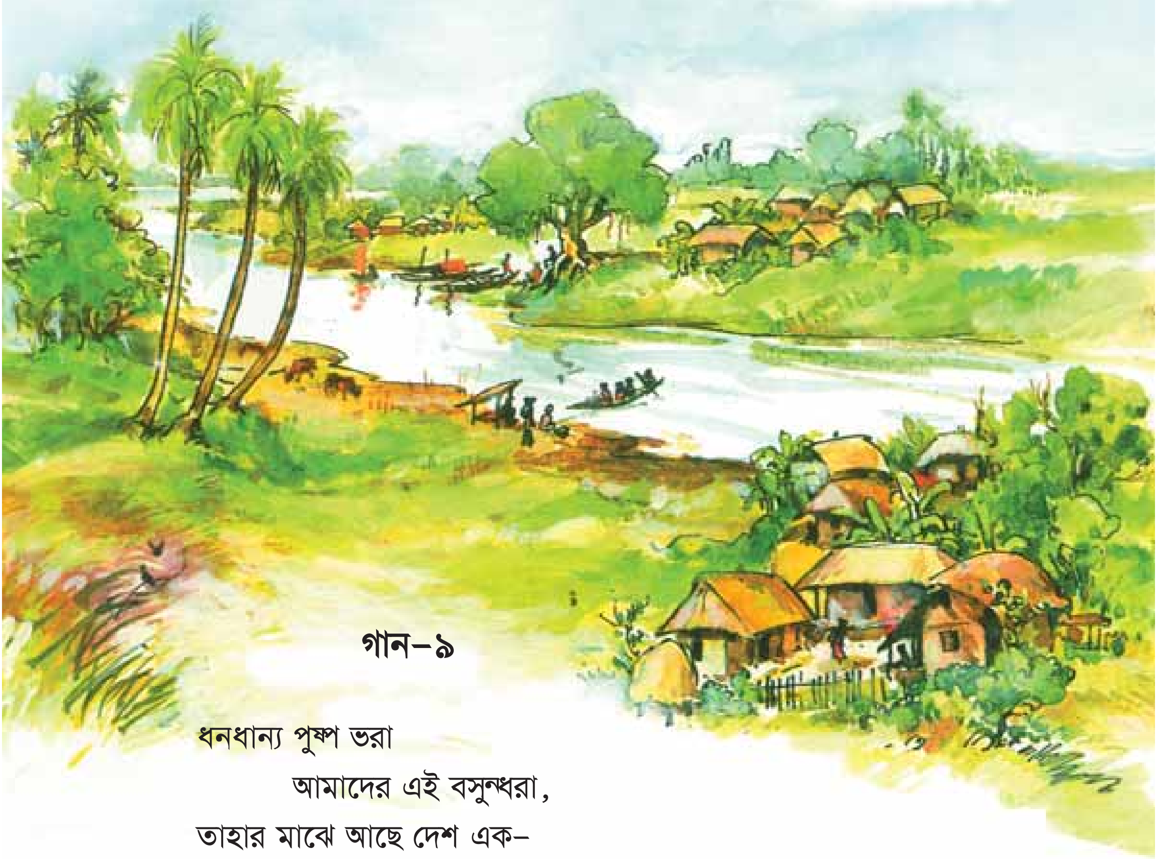
আমরা করবো জয়

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়
আমরা করব জয় একদিন।
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা করব জয় একদিন।

আমাদের নেই কোন ভয়, আমাদের নেই কোন ভয়,
আমাদের নেই কোন ভয় আজকে।
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা করব জয় একদিন।

আমরা নই একা আমরা নই একা,
আমরা নই একা আজকে,
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা নই একা আজকে।
শান্তির হবে জয়, শান্তির হবে জয়,
শান্তির হবে জয় একদিন।
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
শান্তির হবে জয় নিশ্চয়। -ঐ-





গান–৯

ধনধান্য পুষ্প ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক–
সকল দেশের সেরা;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে–
আমার জন্মভূমি।



বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
গল্প

- গল্পের নাম
- গল্প বলার উপায়

গল্পের নাম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য ৯টি গল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। গল্পগুলো শিশুরা একত্রে দলে বসে শুনবে। শিক্ষক গল্প বলার নিয়ম অনুসরণ করে গল্পগুলো উপস্থাপন করবেন। গল্পগুলো হল–

১. ইঁদুর ছানার লেজ
২. শেয়াল ও কাক
৩. ক্ষুদে ফড়িং লিমু
৪. কাক ও কলসি
৫. দীপু নামের একটি হাতি
৬. তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল
৭. ছোট লাল মুরগিটি
৮. বাদুড়
৯. পাতা ও মাটির ঢেলা

গল্প বলার উপায়

শিশুদেরকে গল্প বলার সময় শিক্ষক নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করবেন–

- গল্প বলার সময় শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে কাছাকাছি বসবেন এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সবাই গল্প শুনতে আগ্রহী হয়।
- শিক্ষক গল্প বলার পূর্বে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত গল্পটি ভাল করে পড়ে ও বুঝে নেবেন। তারপর লেখা অনুযায়ী গল্পটি বলবেন।
- গল্প বলার সময় গল্পের ভাবের সাথে মিল রেখে চোখের মুখের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি করবেন।
- গল্প বলার সময় শিশুরা গল্পটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। না বুঝে থাকলে ঐ অংশটিকে পুনরায় বলবেন।
- গল্প বলার সময় উপকরণ (ছবি/পাপেট/পুতুল/মুখোস ইত্যাদি) ব্যবহার করে গল্পের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- শিশুরা যখন গল্পগুলো নিজের ভাষায় বলতে আগ্রহী হবে তখন সবার সামনে বলতে উৎসাহিত করবেন।
- গল্পগুলো শিশুদের ভালোভাবে আয়ত্ব করা হয়ে গেলে দলীয়ভাবে তাদের দিয়ে অভিনয় করানো যেতে পারে।

গল্প—১

ইঁদুর ছানার লেজ

একছিল মা ইঁদুর, তার ছিল ছয়টি ছানা। একদিন মা ইঁদুর তার ছয়টি ছানাকে নিয়ে খাবার খেতে বের হল।

খুঁজতে খুঁজতে তারা একটি বাড়িতে ঢুকে খাবারের সন্ধান পেল। দেখল ঘরের কোনে অনেকগুলো বোতল এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে খাবার।

মা ইঁদুর খুশি হয়ে তার ছানাদের নিয়ে খাবার খেতে শুরু করল।

ছানাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা খাবার, বোতলের মুখের খাবার, ভেতরের খাবার সব খেতে লাগল।

হঠাৎ মা ইঁদুর বিড়ালের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সকল ছানাকে নিয়ে পালাতে গেল। একটা ইঁদুর ছানা খাবার খেতে খেতে বোতলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো। সবাই পালিয়ে গেলেও বোতলের ভেতরের ছানাটা পালাতে পারল না। বিড়াল এসে ইঁদুর ছানাটাকে ধরে খেতে চাইল। কিন্তু বোতলের ভেতরে থাকায় বিড়াল কোনভাবেই ইঁদুর ছানাটাকে ধরতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর ধরতে না পেরে বিড়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি আসল। সে ভাবল একটা মাছ ধরার বড়শি হলে ইঁদুর ছানাকে বের করে আনা যাবে। তারপর মজা করে খাওয়াও যাবে। বিড়াল বড়শির খোঁজে বেড়িয়ে গেল।

মা ইঁদুর দূর থেকে সব লক্ষ করছিল। বিড়াল বড়শীর খোঁজে চলে যেতেই তার বাকি ছানাদের নিয়ে দৌড়ে এলো সে। বোতলের নিচে শক্ত হয়ে বসে সে তার অন্য ছানাকে তার উপর উঠে বসতে বলল। এভাবে একজনের উপর একজন বসে তারা বোতলের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মা ইঁদুর সবচেয়ে উপরের ছানাটাকে বোতলের মুখ দিয়ে লেজ ঢুকিয়ে দিতে বলল। লেজ ঢুকাতেই বোতলের ভিতরের ইঁদুর ছানাটি লেজ ধরে ঝুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরোতেই মা ইঁদুর সবাইকে নিয়ে দিল ছুট।

বিড়াল বড়শি নিয়ে এসে দেখে খালি বোতল পড়ে আছে। ইঁদুর ছানাটি নেই।



গল্প–২

শেয়াল ও কাক

এক কাক দোকান থেকে একটুকরা মাংস ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে এসে একটা গাছের ডালে বসল। অনেকদিন ধরে মাংস খায় না বলে সে মাংস পেয়ে মনে মনে অনেক খুশি হল। সে কীভাবে মজা করে এই মাংসটা খাবে তাই ভাবছিল।

এমন সময় একটা শেয়াল গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই তার চোখ পড়ল কাকের কাছে থাকা মাংসের উপর। মাংস দেখে তার জিভে পানি চলে আসল। সে চিন্তা করতে লাগল কীভাবে এ মাংসটা খাওয়া যায়।

হঠাৎ শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে কাককে বলল, কাক ভাই, তুমি কত সুন্দর! কী সুন্দর মিচমিচে কালো রং তোমার। তোমার গলার আওয়াজটাও খুব মিষ্টি। কতদিন ধরে তোমার মিষ্টি গলার কোন গান শুনি না!

কাক শেয়ালের প্রশংসা শুনে খুব খুশি হল। এবার শেয়াল কাককে বলল, তোমার মধুর কণ্ঠের একটা গান আমায় শোনাও না ভাই?

কাক শেয়ালের কথায় এতোটাই খুশি হল যে গলা ছেড়ে কা-কা- স্বরে গাইতে শুরু করল। আর কা-কা- করে ডাকতেই কাকের মুখ থেকে মাংসটা ঝুপ করে পড়ে গেল নিচে।

শেয়াল তো নিচে তৈরিই ছিল। খপ করে মাংস নিয়ে মুখে পুরে মনের আনন্দে খেতে খেতে চলে গেল। কাক এবার তার ভুল বুঝতে পারল কিন্তু ততক্ষণে শেয়াল মাংস নিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে।



গল্প–৩

ক্ষুদে ফড়িং লিমু

ক্ষুদে ফড়িং লিমু খেতে খুব ভালবাসত। বড় একটা বাগানের গাছে সে থাকত তার মায়ের সাথে। সে নানা ধরনের ফুল, ফল, পাতা, শিম, কলা ইত্যাদি খেতে চাইত। কিন্তু তার মা তাকে শুধু কচি ডালপালাই খাওয়াতো। সকালে খেতে দিত কচি ডালপালা, দুপুরেও কচি ডালপালা আবার রাতেও সেই একই কচি ডালপালা।

তাই এক সোমবারে লিমু চুপিচুপি বাগানে গিয়ে একটা কলা খেয়ে ফেলল।

মঙ্গলবার লিমু আবার বাগানে গেল। এবার সে খেলো দুইটা কালোজাম।

বুধবার চুপিচুপি বাগানে গিয়ে সে খেলো তিনটি হলুদ ফুল। বৃহস্পতিবারে বাগানে একাএকা গিয়ে সে খেলো চারটি রসালো পাতা।

শুক্রবারও সে বাদ দিল না। এবার খেলো পাঁচটি সবুজ সীম। এতে কি লিমুর পেট ভরল? না, ভরল না!

শনিবার সে চুপিচুপি মাঠে গিয়ে একসাথে খেলো একটি কলা, দুটো জাম, তিনটে হলুদ ফুল, চারটি রসালো পাতা এবং পাঁচটি সবুজ শিম!

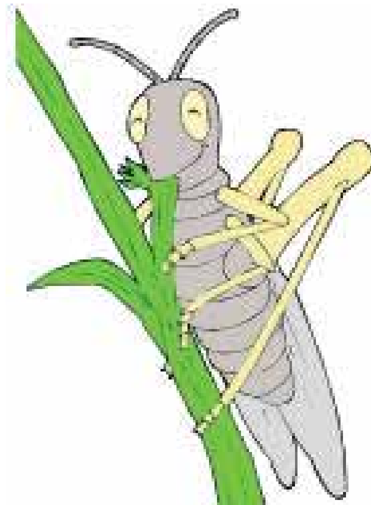
এতকিছু খেয়ে তার পেট ফুলে হয়ে গেল ঢোল!

লিমু আর উড়তে পারল না। গাছের নিচে বসে পড়ল এবং কাঁদতে লাগল।

মা লিমুকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে এলো। মা তাড়াতাড়ি করে লিমুকে পানি খাওয়ালো এবং ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল।

রোববার লিমু অনেকটা সুস্থবোধ করল।

এরপর থেকে লিমু শুধু মায়ের দেয়া কচি ডালপালাই খায়।



গল্প – ৪

কাক ও কলসি

রাস্তার ধারে শিমুল গাছে একটা কাকের বাসা ছিল। একবার গরমের দিনে খুব গরম পড়ল। কাকের বাসায় এক ফোঁটা পানিও ছিল না। শেষে পানি পিপাসায় কাতর হয়ে কাক উড়ে চলল পানি খোঁজে।

কা-কা- করে উড়তে উড়তে কাক প্রথমে গেল পুকুরে। গিয়ে দেখল পুকুর শুকিয়ে গেছে, একটুও পানি নেই। কাকের মন খারাপ হল। পানি পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গেল। সে আবার পানির খোঁজে উড়তে লাগল।

এবার গেল সে বিলের ধারে। না, বিল শুকিয়ে মাটি ফেটে চৌচির। কোথাও পানি নেই।

পিপাসায় কাকের বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও পানি না পেয়ে সে কেবল উড়তেই লাগল।

হঠাৎ এক বাড়ির উঠোনে দেখল একটা কলসি রাখা। কলসিতে পানি থাকতে পারে ভেবে কাক উড়ে এসে কলসির উপর বসল। মুখ ঢুকিয়ে পানি খেতে গিয়ে দেখে কলসির তলানীতে একটু পানি জমে আছে।

কাক তার পুরো মাথা ঢুকিয়ে অনেকভাবে চেষ্টা করল পানি খাবার জন্য কিন্তু কোনভাবেই সে পানির নাগাল পেল না।

এবার সে ঠোঁট দিয়ে কলসি ঠুকরাতে লাগল কলসি ভাঙার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হল না।

তারপর তার চেষ্টা শুরু হল কলসিটাকে ঠেলে ফেলে দেয়ার। অনেক চেষ্টা করেও সে কলসিটাকে এক চুলও নড়াতে পারল না।

হঠাৎ বাড়ির উঠোনে কিছু পাথরের টুকরা দেখতে পেয়ে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি এলো।

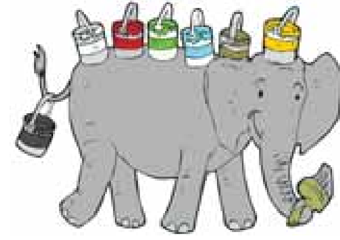
সে একে একে পাথরের টুকরাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কলসির মধ্যে ফেলতে লাগল। পাথর ফেলতেই পাথরগুলো কলসির নিচে জমা হতে থাকল সঙ্গে সঙ্গে কলসির তলানির পানি উপরে উঠতে লাগল।

এভাবে পাথর ফেলতে ফেলতে এক সময় কলসির পানি তার নাগালের মধ্যে এলো, তখন প্রাণ ভরে কাক পানি পান করল।



গল্প—৫

দীপু নামের একটি হাতি



এক জঙ্গলে এক হাতির ছানা ছিল। নাম তার দীপু। দীপুর পুরো শরীর ছাই রঙের। কান, শুঁড়, পা, লেজ সব ছাই রঙের। কিন্তু দীপু তার এই ছাই রং নিয়ে মোটেও খুশি নয়।

তাই সে মন খারাপ করে জেব্রার কাছে গেল। জেব্রা সব শুনে বলল, ঠিক আছে, আমি আমার সাদা আর কালো ডোরা কাটা দাগ থেকে তোমার শরীরের জন্য সাদা ও কালো রং দেব।

শুনে দীপু খুব খুশি হয়ে জেব্রাকে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

এরপর দীপু তোতা পাখীর কাছে তার দুঃখের কথা বলল। তোতা পাখি সব শুনে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমার শুঁড়ের জন্য তোমাকে আমার লাল রংটা দেব।

দীপু খুশি হয়ে তোতা পাখীকেও ধন্যবাদ জানালো।

এবার দীপুর দেখা হল ময়ূরের সঙ্গে। ময়ূর সব শুনে পেখম তুলে নেচে নেচে বলল, "তোমার মাথা আর কানের জন্য আমার নীল রংটা নিতে পারো"

দীপু ময়ূরকে ধন্যবাদ দিয়ে রঙগুলো নিল।

ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে দীপু এবার পৌছে গেল হরিণের বাড়ির কাছে। হরিণকে মনের দুঃখ বলতেই হরিণ দীপুর পায়ের জন্য তার বাদামী রংটা দিয়ে দিল।

"তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ" বলে দীপু সামনের দিকে এগোল। পথে দেখা হল বাঘের ছানার সঙ্গে। বাঘের ছানার কাছ থেকে দীপু তার লেজের জন্য পেলো হলুদ রং। দীপু এখন খুব খুশি। সে অনেকগুলো রং পেলো। কালো, সাদা, লাল, সবুজ, নীল, বাদামি আর হলুদ। মোট সাতটি রং।

পরদিন সব রঙ গায়ে মেখে দীপু বেড়াতে বের হল। দীপু অবাক হয়ে লক্ষ করল, তার বন্ধুরা সবাই তাকে দেখছে কিন্তু কেউ চিনতে পারছে না।

জেব্রা বলল, এটা তো আমাদের দীপু না। তোতা পাখি বলল, আমাদের দীপু তো এমন না। ময়ূর বলল, না, এ আমাদের দীপু না। হরিণ বলল, আমাদের দীপু কোথায়? বাঘের ছানা বলল, আমাদের দীপু তাহলে কোথায় গেল? তারা কেউ দীপুর দিকে ফিরেও তাকাল না।

দীপু খুব দুঃখ পেলো। সে পুকুরে গেল এবং তার শরীর থেকে সব রং ধুয়ে ফেলল।

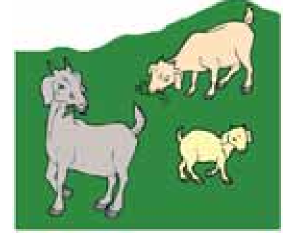
দীপু আবার আগের মত ছাই রঙের হয়ে গেল। এবার সে আবার বেড়াতে বের হল।

বন্ধুরা তাকে দেখে সকলে একত্রে চিৎকার করে উঠল, "এইতো আমাদের বন্ধু দীপু"

তারা দীপুর সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলা করল। দীপুও খুব খুশি। এরপর থেকে ছাই রঙটাই দীপুর পছন্দ।

গল্প—৬

তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল



এক নদীর ধারে তিনটি ছাগল বাস করত। বড় ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোট ছাগল। তারা নদীর যে পাশে বাস করত সেখানে কোন ঘাস ছিল না। তাই তারা সবসময় ক্ষুধার্ত থাকত। নদীর অন্য পাশে ছিল অনেক সবুজ ঘাস। আর নদীর উপর একটি সাঁকোও ছিল। কিন্তু তবুও ক্ষুধার্ত ছাগলরা সাঁকো দিয়ে পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে ঘাস খেতে পারত না। কেন জানো?

কারণ সাঁকোর নিচে বাস করত এক ভয়ানক রাক্ষস। একদিন ছোট ছাগল মনে মনে ঠিক করল সে সাঁকো পার হয়ে ওপারে গিয়ে ঘাস খাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে লাগল। এমন সময় ভয়ানক রাক্ষসটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে? আমি তোকে এক্ষুনি খেয়ে ফেলব!"

ছোট ছাগলটি ভয় পেলেও বুদ্ধি করে বলল, "দয়া করে আমাকে খেয়ো না। এখনই আমার মেঝো ভাই আসবে, সে অনেক নাদুসনুদুস।"

"ঠিক আছে, তুই যেতে পারিস" বলে রাক্ষস ছোট ছাগলটিকে ছেড়ে দিল। সে নদী পেরিয়ে ঐপারে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগল।

এরপর মাঝারি ছাগল পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে গেল, এবারও রাক্ষস ভূস করে পানির নিচ থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলল, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে? দাঁড়া আসছি আমি। আজ তোকে খাবই।"

মাঝারি ছাগল ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, দোহাই তোমার, আমাকে খেয়ো না। পিছনে আমার বড় ভাই আসছে। ও অনেক বড় এবং মোটাসোটা।

রাক্ষস শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে তুই যা" মাঝারি ছাগলটিও ছোট ছাগলের সঙ্গে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগল।

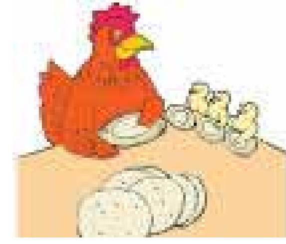
এবার বড় ছাগল পা টিপে টিপে সাকো পার হতে গেল। টের পেয়ে রাক্ষস পানি থেকে লাফ দিয়ে উঠে সাঁকোর উপর বড় ছাগলের সামনে দাড়াল।

"তুইও চুপিচুপি চলে যাচ্ছিস? কিন্তু তোকে তো আমি খাব।

বড় ছাগল রেগে গিয়ে বলল, কি? আমাকে খাবি? তবে রে... আয় তাহলে......." আয় তাহলে ...."

বড় ছাগল একটু দুরে গিয়ে দৌড়ে এসে তার শিং দিয়ে রাক্ষসের পেটে দিলো এক গুঁতো। শিং এর গুঁতো খেয়ে ঝপাস করে রাক্ষসটি নদীতে পড়ে গেল। পরে সেই যে পালিয়ে গেল রাক্ষসটি, তাকে আর কোন দিন দেখা যায়নি। এরপর থেকে বড় ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোট ছাগল প্রতিদিন সাঁকো পেড়িয়ে নদীর ওপাশে গিয়ে ঘাস খেতো।

তারা আর কখনো ক্ষুধার্ত থাকেনি।



গল্প—৭

ছোট লাল মুরগিটি

একদিন এক ছোট্ট লাল মুরগি মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ সে মাঠের মধ্যে কিছু গমের দানা দেখতে পেল। গমের দানাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে বুনতে রওয়ানা হল। পথে কুকুরের সঙ্গে দেখা। সে কুকুরকে বলল; তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে?

কুকুর বলল, না, আমার সময় নেই।

লাল মুরগি গমের দানা নিয়ে এগিয়ে চলল। এবার তার বেড়ালের সঙ্গে দেখা হল। সে বেড়ালকে বলল, তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে?

বেড়াল বলল, না.. না.. আমি ব্যস্ত।

তারপর তার গরুর সঙ্গে দেখা। গরুকে জিজ্ঞেস করতেই গরু বলল আমার অনেক কাজ আমি সাহায্য করতে পারব না।

ছোট লাল মুরগিটি তখন নিজেই সেই গম বুনল।

কদিন পর ক্ষেতে অনেক গম হল। এবারও লাল মুরগি কুকুর, বিড়াল ও গরুকে বলল, তোমরা কি আমাকে ক্ষেত থেকে গম কেটে আনতে সাহায্য করবে?

কুকুর বলল, না। বেড়াল বলল, না। গরুও বলল, না।

তখন লাল মুরগি নিজেই ক্ষেতে গিয়ে সেই গম কাটল।

এবার গম পিষে আটা বানানোর পালা। লাল মুরগি আবারো কুকুর বিড়াল এবং গরুকে জিজ্ঞেস করল; তোমরা কি আমাকে গমের দানা পিষে আটা বানাতে সাহায্য করবে?

কুকুর বলল, না.. না.. আমার অনেক কাজ। বেড়াল বলল, না.. না.. আমি বাজারে যাচ্ছি। গরু বলল, আমি মাঠে যাচ্ছি, আমার একদম সময় নেই।

ছোট লাল মুরগি একা একাই আটা তৈরি করল।

রুটি বানানোর সময়ও ছোট লাল মুরগি তাদের সহায়তা চাইল,

কুকুর বলল, না। বিড়াল বলল, না। গরুও বলল, না। লাল মুরগি রুটি বানালো নিজে নিজেই।

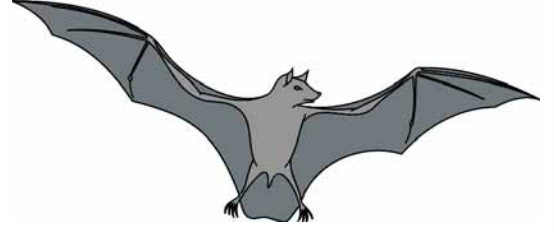
ছোট লাল মুরগি সবশেষে কুকুর, বেড়াল ও গরুকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি রুটি খেতে আমাকে সাহায্য করবে? এবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর বলল, হ্যাঁ... নিশ্চয়ই! বেড়াল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই সাহায্য করব। গরু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও করব।

তখন ছোট লাল মুরগিটি বলল, না, তা হচ্ছে না। তোমরা কাজের সময় কেউ আসনি। তাই এবার আমি আমার তিন ছানাকে নিয়ে মজা করে রুটি খাব।

এরপর লাল মুরগিটি তার তিন ছানাকে নিয়ে রুটি খেতে বসল।

গল্প—৮

বাদুড়



এক জঙ্গলে পশুপাখিরা সব মনের সুখে বসবাস করছিল। তাদের সবার মধ্যে ছিল খুব মিল। তারা এক সঙ্গে খেলত মজা করত। পাখিরা সব উড়ে উড়ে অনেক দুরে গিয়ে খাবার আনত আর পশুরা জঙ্গল থেকে নিত অনেক মজার মজার খাবার। তারপর সবাই মিলেমিশে ভাগ করে খেত। তাদের এই মিলেমিশে থাকাটা বেশিদিন টিকল না।

একদিন এক বানর মুখ ভেংচে এক কাঠঠোকরাকে ভয় দেখিয়েছিল। কাঠঠোকরা তাই রেগে গিয়ে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে বানরের মাথায় দিল দুটো ঠোকর। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেলো ঝগড়া। বনের সব পশু একে একে চলে গেলো বানরের দিকে আর সব পাখি চলে গেলো কাঠঠোকরার দিকে। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। শুধু বাদুড় কোন পক্ষে না গিয়ে দুই দলের যুদ্ধ দেখতে লাগল।

বাদুড় লক্ষ করল পাখিরা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। এবার সে পাখিদের দলে গিয়ে বলল, এই দেখো আমার পাখা আছে, আমি উড়তে পারি আমিতো পাখি, আমি তোমাদেরই দলে।

বাদুড় বলল বটে কিন্তু সে পশুদের সঙ্গে যুদ্ধে নামল না।

পশুরা সব একত্র হয়ে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখিদের ওপর। তুমুল যুদ্ধে মনে হল এবার বুঝি পশুরাই জিতবে।

বাদুড় একটু চিন্তা করে হঠাৎ করেই দল বদলে ফেলল। পাখিদের দল থেকে বেরিয়ে সে পশুদের কাছে গিয়ে বলল আমার তো দাঁত আছে, এই দেখ, তাছাড়া আমার থাবাও আছে, আমি তো আসলে পশু। আজ থেকে আমি তোমাদেরই দলে।

বাদুড় পশুদের দলে যোগ দিল ঠিকই কিন্তু কোন যুদ্ধে অংশ নিল না।

এরপর পাখিরা উড়ে উড়ে নখ দিয়ে খামচে, ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে পশুদের কাবু করে ফেলল। যুদ্ধ শেষ হল। পাখিরা যুদ্ধে জয়ী হল। বাদুড় সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের কাছে গিয়ে বলল, "আমার আসলে ভুল হয়ে গেছে, আমি তো পাখি, আমি তো উড়তে পারি, আমি তোমাদেরই দলে।"

এবার পাখিরা তাকে ছি ছি করে তাড়িয়ে দিল। বাদুড় পশুদের কাছে গেল। একথা শুনে পশুরাও তাকে দলে নিল না।

বেশ কিছুদিন পরে বনের পশু ও পাখিদের মধ্যে আবার মিল হয়ে গেল। তারা আবার একসঙ্গে খেলে, খাবার খায়, কিন্তু কেউ বাদুড়কে পছন্দ করে না, খেলতেও নেয় না।

সেই থেকে বাদুড় একাএকা গাছে ঝুলে থাকে আর শুধু রাতের বেলা একাকি উড়ে বেড়ায়।

গল্প—৯

পাতা ও মাটির ঢেলা

রাস্তার ধারে একটা গাছে অনেক সবুজ পাতা ছিল। পাতাগুলো বাতাস এলে খুব মজা পেতো, আর হেলে দুলে খেলা করত।

একদিন হঠাৎ খুব জোরে বাতাস এলো। খেলতে খেলতে একটা পাতা টুপ করে ছিড়ে নিচে পড়ে গেল। বাতাস খুব জোরে বইছিল তাই পাতাটা কোনভাবেই গাছের নিচে থাকতে পারছিল না। সে মনে মনে ভাবল, আজ বাতাস আমাকে উড়িয়েই নিয়ে যাবে।

গাছের নিচেই পড়ে ছিল একটা মাটির ঢেলা। সে পাতার মনের কথা বুঝতে পারল। সে ধীরে ধীরে পাতার কাছে এসে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না। বাতাস তোমাকে উড়িয়ে নিতে পারবে না। আমি তোমার উপর বসে তোমাকে ধরে রাখবো।"

মাটির ঢেলার কথায় পাতার ভয় কিছুটা দুর হল। মাটির ঢেলা পাতার উপর বসল তাই বাতাস আর পাতাকে উড়িয়ে নিতে পারল না।

একটু পরেই হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি শুরু হতেই মাটির ঢেলা মনে মনে ভাবল, বৃষ্টির জন্য আজ আমি হয়ত গলেই যাব।

পাতা মাটির ঢেলার মনের কথা বুঝতে পারল। সে মাটির ঢেলাকে বলল, "তুমি একটুও চিন্তা করো না। বৃষ্টি তোমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকে ঢেকে রাখব।"

অমনি পাতা গিয়ে মাটির ঢেলাকে বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখল। বৃষ্টি মাটির ঢেলাকে গলাতে পারল না।

এবার মাটির ঢেলা পাতাকে বলল আজ থেকে আমরা বন্ধু। আমরা একজন অন্যজনকে সাহায্য করেছি বলেই আজ আমরা দু'জনেই বেঁচে আছি। এখন থেকে আমরা সবসময় একে অপরকে সাহায্য করব।

পাতা মাটির ঢেলার কথা শুনে খুব খুশি হল। সেই থেকে তারা দু'জন বন্ধু এবং সবসময় একে অন্যকে সাহায্য করে।



বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
চারু ও কারু

- আঁকার কাজ
- হাতের কাজ
- বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করানোর নিয়ম

আঁকার কাজ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের আঁকার জন্য নমুনা হিসেবে কিছু বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হল: সূর্য, পাতা, নয়নতারা ফুল, ঘুড়ি, পতাকা, গাছ, মাছ, ঘর, শাপলা ফুল ও নৌকা। এছাড়াও শিক্ষক শিশুদেরকে ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে আঁকার খাতা এবং পেন্সিল বের করে প্রথমে ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে বলবেন।

শিশুদের প্রশ্ন করে শিক্ষক জানতে চেষ্টা করবেন তারা কিসের ছবি আঁকছে।

নমুনা প্রশ্ন : তুমি কিসের ছবি আঁকছ?

(বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে) এটা কী? এটা কেন এমন করে এঁকেছো?

তুমি যা আঁকছ তা কোথায় দেখেছ?

কী রং করবে? কেন? ইত্যাদি

ইচ্ছেমত বা উন্মুক্ত ছবি আঁকার অনুশীলনের পাশাপাশি শিক্ষক নির্ধারিত ছবি আঁকাতে শেখাবেন যেমন: সূর্য, পাতা, নয়নতারা ইত্যাদি। উন্মুক্ত এবং নির্ধারিত উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর আঁকা ছবির একটা নাম দিতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। শিশু নিজে সে ছবির নাম দিলে তা শিক্ষক পেন্সিল/কলম দিয়ে ছবির নিচে লিখে শিশুটির নামও লিখে শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

ছবি আঁকা শেখানোর সঙ্গে শিক্ষক আমার বইয়ের ৫৭নং পৃষ্ঠা শিশুদের দেখিয়ে মৌলিক রংগুলোর সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

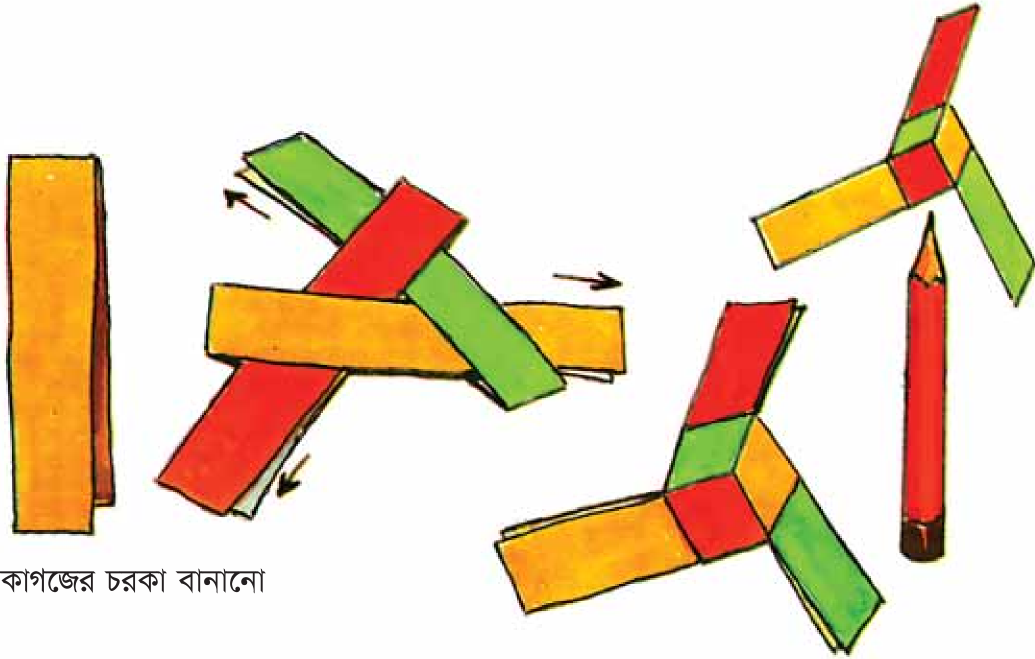
হাতের কাজ

শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ পেশীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল হাতের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হল–

- **মাটির কাজ:** চুলা, আম, কলা, বল, পুতুল ইত্যাদি বানানো।
- **কাগজের কাজ:** নৌকা, পাখি, উড়োজাহাজ, ফুল, চরকা ইত্যাদি বানানো।
- **পাতার কাজ:** পাতা দিয়ে বাঁশি, চরকি, চশমা, ঘড়ি ও জীবজন্তু বানানো।
- **বিচির কাজ:** বিচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানানো।
- **কাঠির কাজ:** পাটকাঠি বা সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানানো।

হাতের বিভিন্ন ধরনের কাজ করানোর নিয়ম

- শিশুরা বিভিন্ন দলে বসে মাটি ও কাগজ দিয়ে বিভিন্ন খেলনা বানাবে এবং পাতা দিয়ে বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, চরকা বানানো ছাড়াও বিভিন্ন জীবজন্তুর আকার-আকৃতি বানাবে। ('আমার বই' বইয়ের ৬১ ও ৬২নং পৃষ্ঠা অনুসারে)
- প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদেরকে নিজে করে দেখাবেন। শিশুরা বুঝতে পেরেছে কি না তা জিজ্ঞেস করবেন। বুঝতে না পারলে পুনরায় করে দেখাবেন এবং শিশুদেরকে নিজ হাতে করতে বলবেন।
- পাতা দিয়ে বিভিন্ন জীবজন্তু বানানোর সময় শিক্ষক এবং শিশুরা মিলে একসাথে কাজটি করবেন। একদিনের জন্য একটি জীব বা জন্তুর আকৃতি তৈরি করাই ভাল। পাতা দিয়ে শিশুরা মুকুটও তৈরি করবে।
- মাটি দিয়ে কাজ করানোর পর শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি শিক্ষক অবশ্যই লক্ষ রাখবেন।
- কাঠি দিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষক 'আমার বই' বইয়ের ৬০নং পৃষ্ঠা ভালোভাবে দেখে শিশুদের সঙ্গে দলে বসে নিজে আগে আকৃতিটি তৈরি করে দেখাবেন। তারপর শিশুদের তৈরি করতে বলবেন। শিশুরা নিজেদের বই খুলে ৬০নং পৃষ্ঠা দেখে আকৃতি তৈরি করবে। শিক্ষক সকল শিশুকে আগের দিন কাঠি নিয়ে আসতে বলবেন কিংবা নিজে কাঠি যোগাড় করে রাখবেন।
- কাগজের চরকা বানানোর সময় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই চরকা নারকেলের পাতা দিয়েও বানানো যেতে পারে।



কাগজের চরকা বানানো

৩টি ২ সে:মি: চওড়া ১৫ সে:মি: লম্বা কাগজ দু'ভাগ করে ছবির মতো লাগাতে হবে। পেনসিলের মাথায় রেখে ফুঁ দিলে ঘুরবে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
বাংলা পঠন ও লিখন

- প্রাক-পঠন ও পঠনের বিষয়বস্তু
- পড়ানোর নিয়ম
- প্রাক-লিখন ও লিখনের বিষয়বস্তু
- লিখানোর নিয়ম

প্রাক-পঠন ও পঠনের বিষয়বস্তু

- ধ্বনি ও শব্দ চর্চা
- শব্দ ও বাক্য চর্চা
- চোখে দেখে পার্থক্য বের করা
- ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচিতি
- বর্ণ ও শব্দ পঠন

পড়ানোর নিয়ম

ধ্বনি ও শব্দ চর্চা

ধ্বনি ও শব্দ চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক বিভিন্ন পশুপাখির ডাক, শিশুদের নামের ধ্বনি, বাংলা বর্ণের ধ্বনি চর্চা করাবেন এবং সেগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি চর্চা করাবেন। যেমন:

- পশুপাখির ডাকের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে পশু বা পাখির ডাক চর্চা করাবেন তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবেন। তারপর ঐ পশু বা পাখি কীভাবে ডাকে তা শিশুদের ডাকতে বলবেন। 'আমার বই' বইয়ের ৪৬নং পৃষ্ঠা খুলে ছবি দেখিয়ে শিশুদের সেই পশু বা পাখির মত ডাকতে বলবেন। ডাকার সময় যাতে শিশুদের গলার স্বরের পরিবর্তন হয় সেদিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।
- আমাদের চারদিকে আমরা প্রতিনিয়ত যে শব্দ শুনি শিক্ষক সেসব শব্দের সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। যেমন: ঘণ্টা, গাড়ীর শব্দ, রেলগাড়ির শব্দ ইত্যাদি। 'আমার বই' বইয়ের ৪৮নং পৃষ্ঠা খুলে শিক্ষক ছবি দেখিয়ে জিনিসের শব্দ কেমন তা শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন।
- শিশুদের নামের ধ্বনি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজের নাম বলে এর ধ্বনি কী তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। তারপর সবাইকে তাদের নামের ধ্বনি বের করতে বলবেন। শিক্ষক সবার নামের ধ্বনি শুনবেন। ভুল হলে শুধরে দেবেন। তারপর শিক্ষক নিজের নামের ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ হয় তার ২/১টি উদাহরণ দেবেন। অনুরূপ শিশুদের কাছ থেকেও শুনবেন।
- বাংলা বর্ণের ধ্বনি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে যে কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারণ করবেন। যেমন: ক্– ধ্বনিটি শিশুদের দিয়েও কয়েকবার উচ্চারণ করাবেন। এই ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ বলা যায় তা শিশুদের কাছ থেকে শুনবেন। যেমন: কলা, কাক, কলস ইত্যাদি। প্রয়োজনে নিজে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

শব্দ ও বাক্য

শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি চর্চার জন্য পাঠ্যসূচিতে কিছু শব্দ দেয়া আছে। শব্দগুলো হল– পানি, বই, কলম, বল, গরু, আম, মাছ, ঘর, নৌকা, পাখি, ফুল। একদিন একটি করে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি চর্চা করাতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মটি অনুসরণ করবেন–

- যে শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করাবেন সেই শব্দটি আপনি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করুন। যেমন: মাছ। আপনার সাথে সাথে শিশুদের শব্দটি উচ্চারণ করতে বলুন।
- এবার শব্দটি দিয়ে আপনি একটি বাক্য তৈরি করে বুঝিয়ে দিন। যেমন: আমরা মাছ খাই। শিশুদের সবাইকে শব্দটি দিয়ে একটি করে বাক্য মনে মনে তৈরি করতে বলুন।
- এবার প্রত্যেকের কাছ থেকে একে একে তাদের তৈরি করা বাক্যটি শুনুন। বাক্যটি ভুল হলে আপনি সংশোধন করে দিন।

চোখে দেখে পার্থক্য বের করা

বাংলা বর্ণমালার বর্ণগুলোতে আকার-আকৃতির দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিছু পার্থক্য খুবই সুক্ষ্ম। যেমন: ব ও র। বর্ণ শেখার আগে এই ধরণের পার্থক্যগুলো শিশুদের বুঝতে হবে। এই দিক বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে কিছু কাজ রাখা হয়েছে। যেমন: বিভিন্ন ছবির পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য এবং বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য। এগুলো নিচের নিয়মে শিশুদের শেখাতে হবে।

- একই ধরণের কিছু ছবি বা বর্ণ বা শব্দ বোর্ডে লিখুন। যেমন: ম ম ম স ম। শিশুদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলুন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করুন– সবগুলো লেখা একই রকম কিনা? যদি কোন শিশু বলে– না একই রকম নয় তাহলে তাকে অন্য রকমটি খুঁজে বের করতে বলুন। বের করতে পারলে তাকে উৎসাহিত করুন।
- এভাবে বিভিন্ন ছবি, বর্ণ ও শব্দ লিখে চর্চা করাতে হবে।

ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচিতি

ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচিতির জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে দু'টি চার্ট রয়েছে। যথা–স্বরবর্ণের চার্ট এবং ব্যঞ্জন বর্ণের চার্ট। এই চার্ট দুটোর মাধ্যমে বর্ণ পরিচয়ের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন–

- বর্ণমালার চার্ট পড়ানোর আগে চার্টটি এমনস্থানে ঝুলাবেন যাতে সকল শিশু ভালোভাবে দেখতে পায়।
- প্রতিদিন ২টি করে বর্ণের ছড়া পড়াতে হবে। যে ২টি বর্ণ পড়াবেন সেই বর্ণের ছবি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবেন। যেমন: 'অ'–তে অপুর ছবি। 'আ'-তে আমের ছবি। ছবি ২টির নিচে লেখা ছড়াটি নিজে একবার পড়ে শোনাবেন, তারপর শিশুদের নিয়ে একসাথে দুইতিনবার পড়বেন। যেমন: অপু বলে অনেক কথা, আমি আঁকি আমের পাতা। পড়ার সময় ছবির নিচে 'নির্দেশক কাঠি' রাখবেন।

- এবার ঐ ঘরে যে ছবিটি আছে তা দেখিয়ে ছবি সম্পর্কে বলবেন এবং সাথে সাথে বলবেন, 'এই ছবিটির শব্দ বলতে এই বর্ণটি দরকার হয়। যেমন: অপু বলতে 'অ' বর্ণ দরকার হয়।' শিশুরা শিক্ষকের সাথে বর্ণটি দুই-তিনবার অনুশীলন করবে।

শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতি

শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতির সময় শিক্ষক 'আমার বই' বইটি ব্যবহার করবেন। এ সময় শিশুদের কাছেও একটি করে বই থাকবে। বইয়ের ৩ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতির জন্য নির্ধারিত আছে। শিশুরা যেদিন যে বর্ণ শিখবে শিক্ষক সেদিন সে অনুযায়ী পৃষ্ঠা বের করতে শিশুদের সহায়তা করবেন। শব্দ থেকে বর্ণ শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন–

- প্রতিদিন ১টি করে বর্ণ শিশুদের শেখাতে হবে। যেদিন যে বর্ণটি পড়ানো হবে সেদিন বই থেকে সে পৃষ্ঠাটি শিক্ষক এবং শিশুরা খুলবে।
- বই খোলার পর শিক্ষক বইয়ের নির্ধারিত ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন: 'আ' বর্ণটির ক্ষেত্রে আম, আনারসের ছবি।
- অতঃপর ছবির নিচে লেখা শব্দগুলো শিশুদের পড়ে শোনাবেন। শব্দগুলোর সাথে বর্ণটিও পড়বেন। প্রথমে শিক্ষক একা একা পড়বেন ও শিশুরা শুনবে। তারপর শিক্ষকের সাথে শিশুরাও পড়বে।
- তারপর কয়েকজন শিশুকে বোর্ডে এনে সবাইকে পড়তে বলবেন।
- এরপর শিশুরা একা একা নিরবে কিছুক্ষণ পড়বে।
- সবশেষে শিশুরা ঠিকমত পড়তে পারে কি না তা শিক্ষক যাচাই করবেন। পঠনের কাজ শেষ হলে নির্ধারিত বর্ণটি লিখবেন।

বর্ণ পঠন

'আমার বই' বইটিতে শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতির ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি বর্ণ একসাথে দেয়া আছে। যেমন: ছবি ভিত্তিক ক থেকে ঙ– এর পর ক, খ, গ, ঘ, ঙ বর্ণগুলো একসাথে দেয়া আছে (পৃষ্ঠা-১৩) আবার সবগুলো বর্ণ পরিচিতির পর ক– ঁ পর্যন্ত একসাথে দেয়া আছে (পৃষ্ঠা-৩৫)। এই বর্ণগুলো বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী পড়াতে হবে।

শব্দ পঠন

শব্দ পঠনের সময় শিক্ষক 'আমার বই' বইটির পৃষ্ঠা ৩৮–৩৯ ব্যবহার করবেন। এসময় শিশুদের কাছেও একটি করে বই থাকবে। বর্ণ ও শব্দ শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন–

- শব্দ পঠনের সময় শিক্ষক শিশুদের সামনে 'আমার বই' বই নিয়ে এমনভাবে বসবেন যেন সকল শিশু বইটি ভালোভাবে দেখতে পায়। শিশুরাও নিজ নিজ বই খুলবে।
- শিক্ষক ছবি দেখে শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এই ছবিটি কিসের?" তারা বলতে না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। শিক্ষকের সাথে সকল শিশু ২/৩ বার ঐ ছবির নাম বলবে। যেমন: বল, বল, বল।

- শিক্ষক এবার 'বল' শব্দটি বানান করে পড়বেন। যেমন: ব + ল = বল। শিশুরাও সাথে সাথে পড়বে।
- অতঃপর কয়েকজন শিশু বোর্ডের কাছে এসে শিক্ষকের মতো পড়বে। সাথে সাথে অন্য শিশুরাও পড়বে।
- তারপর শিশুরা কিছুক্ষণ একা একা নীরবে পড়বে। নীরবে পড়া শেষ হলে শিশুরা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে কি না তা শিক্ষক যাচাই করবেন। এইভাবে বইতে অন্যান্য যে সকল শব্দ দেওয়া আছে সেগুলোও পড়াবেন।

'আমার বই' বইতে বর্ণ ও শব্দ ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের পাঠ রয়েছে। সেগুলো শেখানোর ক্ষেত্রে বইয়ে বর্ণিত নির্দেশনা শিক্ষক অনুসরণ করবেন।

প্রাক-লিখন ও লিখনের বিষয়বস্তু

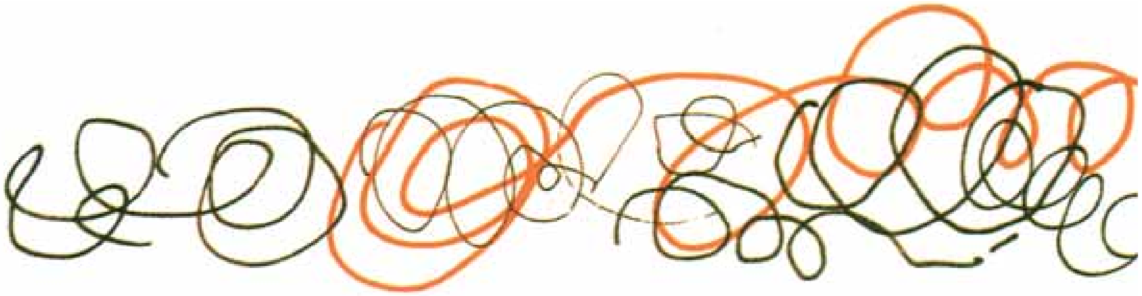
- ইচ্ছেমত আঁকা
- প্যাটার্ন আঁকা
- বর্ণাংশ লেখা– 'এসো লিখতে শিখি' খাতা অনুশীলন
- বর্ণ
- শব্দ লিখন

লিখানোর নিয়ম

ইচ্ছেমত আঁকা

শিশুদের ইচ্ছেমত আঁকা অনুশীলনের সময় শিক্ষক নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করবেন।

- শিশুদেরকে দলে বসিয়ে প্রত্যেককে খাতা ও পেন্‌সিল দেবেন।
- শিশুরা তাদের ইচ্ছেমত যেকোন কিছু আঁকবে।
- কাগজে হাত ঘুরিয়ে গোল গোল করবে।



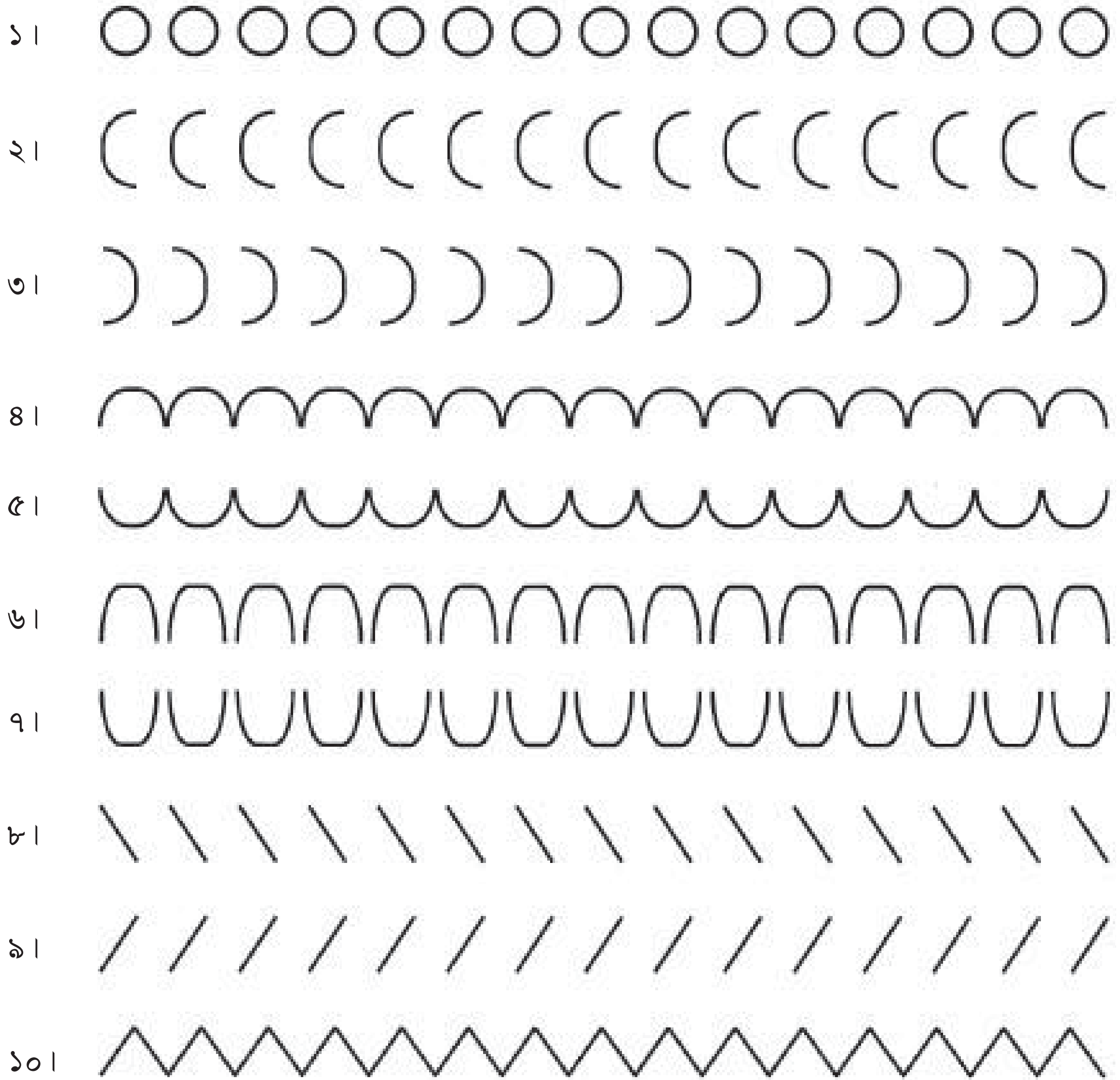
- কিছুদিন ইচ্ছেমত আঁকার পর শিক্ষক ছোট ছোট নির্দেশনা দেবেন। যেমন: তোমরা আজকে আম আঁক, কলা আঁক ইত্যাদি। এগুলো শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো আঁকবে।

প্যাটার্ন আঁকা

এই সহায়িকার ৭০–৭১ পৃষ্ঠায় ২০ ধরনের প্যাটার্ন রয়েছে। শিক্ষক নিচের নিয়মে শিশুদের প্যাটার্ন আঁকানো অনুশীলন করাবেন।

- প্রতিদিন ১/২টি করে প্যাটার্ন চর্চা করাতে হবে। যেমন: ১নং প্যাটার্নটি ১দিনে, আবার ২ ও ৩নং প্যাটার্ন ১দিনে। অর্থাৎ একই রকম প্যাটার্নগুলো ১দিনে করাতে হবে।
- প্যাটার্ন আঁকানোর সময় নির্ধারিত প্যাটার্নটি শিক্ষক বোর্ডে আঁকবেন। শিশুরা দেখবে।
- শিক্ষক আবার আঁকবেন এবং শিশুদেরকে সাথে সাথে তাদের খাতায় আঁকতে বলবেন। শিশুরা ঠিকমত আঁকতে পারছে কি না তা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
- ১টি প্যাটার্ন শিশুরা বারবার পৃষ্ঠা ভরে আঁকবে।

প্যাটার্নগুলো নিম্নরূপ



১১। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

১২। I I I I I I I I I I I I I I I

১৩। > > > > > > > > > > > > > > >

১৪। < < < < < < < < < < < < < < <

১৫। ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷ ≷

১৬। ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶ ≶

১৭। + + + + + + + + + + + + + + +

১৮। × × × × × × × × × × × × × × ×

১৯। ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

২০। ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

বর্ণাংশ লেখা ('এসো লিখতে শিখি' খাতা অনুশীলন)

'বর্ণাংশ থেকে বর্ণ' লেখার জন্য এসো লিখতে শিখি খাতায় ২০ পাতায় মোট ৪০টি পৃষ্ঠা রয়েছে। ১টি পাতার উভয় পৃষ্ঠায় একই ধরনের অনুশীলনী রয়েছে। এগুলো যদি ঠিকমত চর্চা করে তাহলে শিশুরা বর্ণ লেখার জন্য উপযুক্ত হবে। শিক্ষক নিচের নিয়মে এ খাতাটি চর্চা করাবেন–

- যেদিন যে পৃষ্ঠা করানো হবে শিক্ষক শিশুদের সেই পৃষ্ঠাটি খুলতে বলবেন এবং না পারলে তিনি শিশুদের খুলতে সহায়তা করবেন।
- প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণ লেখার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। শিক্ষক প্রথম ধাপটি বোর্ডে আঁকবেন এবং কীভাবে আঁকতে হয় তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষককে অনুসরণ করে শিশুরা তাদের খাতায় আঁকবে।
- শিক্ষক পৃষ্ঠার অন্যান্য ধাপগুলোও শিশুদের আঁকতে সহায়তা করবেন। শিশুরা ঠিকমত হাত ঘুরাচ্ছে কি না, দিক নির্দেশনা ঠিক আছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে সবগুলো পৃষ্ঠা শিশুদের দিয়ে আঁকাবেন।

বর্ণ লিখন

শিক্ষক যেদিন যে বর্ণটি পড়াবেন সেদিন সে বর্ণটি শিশুদের দিয়ে লিখাবেন। লিখার ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন–

- শিক্ষক বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন, শিশুরা দেখবে।
- পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিশু বোর্ডে এসে বর্ণটি লিখবে অন্যান্যরা দেখবে।
- সব শিশু খাতায় বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। লক্ষ রাখতে হবে শিশুরা যাতে সঠিকভাবে খাতা ধরে, পেন্সিল ধরে এবং বর্ণ আঁকার দিক নির্দেশনা ঠিক রাখে।
- বাড়ির কাজ হিসেবে বর্ণটি খাতায় লিখে আনার জন্য দেয়া যেতে পারে।

শব্দ লিখন

বর্ণ লেখার নিয়ম অনুসরণ করে শব্দ লিখাতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন। শিশুরা দেখে দেখে বোর্ডে ও খাতায় লিখবে। পরে শিক্ষক বলবেন শিশুরা না দেখে খাতায় লিখবে। লেখার সময় শব্দের প্রতিটি বর্ণ যেন সমান হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: খেলা

- ইচ্ছেমতো খেলা এবং খেলা পরিচালনার নিয়ম
- নির্দেশনার খেলা
- বিভিন্ন খেলার নিয়ম

ইচ্ছেমতো খেলা

শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে রক্ষিত/সংগৃহিত বিভিন্ন খেলার উপকরণ নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো খেলবে। শিশুরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে উপকরণসমূহ নিয়ে দলীয়ভাবেও খেলতে পারে।

ইচ্ছেমতো খেলার উপকরণ

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য শিক্ষক অভিভাবকদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন খেলার উপকরণ সংগ্রহ করবেন যেমন: মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, চুলা, পুতুল, কাঠের ব্লক, বাঁশের টুকরা, পাতার তৈরি বিভিন্ন বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, পাথর, বিচি কাগজের তৈরি মুখোশ, বোতলের তৈরি ঝুনঝুনি, বোতাম, দড়িলাফ খেলার দড়ি ইত্যাদি। শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের খেলনা বানিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করে কিংবা সমাবেশে তাদের দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করিয়ে কেন্দ্রে শিশুদের খেলার জন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া শিশুরা চারু ও কারু ক্লাসে যেসব উপকরণ তৈরি করবে তাও শিক্ষা কেন্দ্রে ইচ্ছেমতো খেলার জন্য থাকতে পারে। শিক্ষক নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে শিশুদের খেলার জন্য ব্লক, পুতুল, লুডু, খেলনা মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন: কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে কিংবা কাঠের দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাঠ সংগ্রহ করে ব্লক বানানো কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে খেলনা নেয়া ইত্যাদি।

খেলা পরিচালনার নিয়ম

- শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যে কোন খেলনা নিয়ে খেলবে এক্ষেত্রে কোন নির্দেশনা দেয়া যাবে না। তবে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন কয়েকজন শিশু সকল উপকরণ দখল করে না রাখে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক সকল শিশুকে খেলার সুযোগ করে দেবেন।
- কোন খেলনা বা খেলার উপকরণ যদি খালি পড়ে থাকে তাহলে শিক্ষক ঐ খেলনা বা উপকরণের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করতে ওটা নিয়ে নিজেই খেলতে থাকবেন। তাতে অন্য শিশুরা এই উপকরণ নিয়ে খেলতে উৎসাহী হবে।
- কোন উপকরণ নিয়ে শিশুদের মাঝে কাড়াকাড়ি হলে শিক্ষক অন্য কোন আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে কোন একজন বা একদল শিশুকে সেই দিকে আকৃষ্ট করবেন যেন তারা অন্য উপকরণ নিয়ে খেলতে উৎসাহী হয়। তবে পরে শিশুরা যেন সেই উপকরণটি নিয়ে খেলার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্দেশনার খেলা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠ্যসূচিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় সব শিশুরা একসাথে খেলতে পারে এমন ১৪টি খেলা রয়েছে। খেলাগুলো মূলত: শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়াও খেলাগুলোর মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞানবুদ্ধির, সামাজিক এবং আবেগমূলক বিকাশও ঘটবে। এই খেলাগুলো খেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য ক্লাসের বাইরে গিয়ে খেলাই ভাল। তবে বাইরে জায়গার অভাব থাকলে শিক্ষক ঘরের ভিতরেই খেলাগুলো করাবেন। প্রতিটি খেলা শেখানোর প্রথম দিকে শিক্ষক নিজে নেতৃত্ব দেবেন। পরবর্তীতে শিশুদেরকে খেলাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়া শিক্ষক বিভিন্ন স্থানীয় খেলাও শিশুদের নিয়ে খেলতে পারেন তবে লক্ষ রাখতে হবে খেলাগুলো যেন শিশুবান্ধব হয় এবং শিশুরা যেন নিরাপদ সহায়ক পরিবেশে খেলতে পারে।

খেলা নং–১
রেলগাড়ি ঝিক্ ঝিক্

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুরা একজনের কাঁধে আরেকজন হাত রেখে লম্বা রেলগাড়ি বানাবে। আপনি মুখে "পুঁ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্'' বলবেন এর পর খেলা শুরু হবে। সবাই মিলে নীচের গানটি গাইতে থাকবে ও রেলগাড়ির মত চলতে থাকবে।

"রেলগাড়ি ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ঝিক্
চলছে তো চলছেই চলছে
হুইসেল বাজিয়ে যাত্রীকে ডাকছে
ঘুম থেকে উঠতে সে বলছে''

রেলগাড়ির সামনে যে শিশুটি থাকবে সে হবে রেলগাড়ির ইঞ্জিন। ইঞ্জিন যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে রেলগাড়ি চালাবে সকলে সেভাবে চলবে।

ধাপ–২ : এভাবে একবার রেলগাড়িটি ঘুরে স্টেশনে থামার পর আরেকজন শিশুকে ইঞ্জিন হবার সুযোগ দিন। এবার সে রেলগাড়ির প্রথমে এসে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে রেলগাড়িটি চালাবে অন্যরাও সে ভাবে চলবে।

ধাপ–৩ : এভাবে একে একে সকলে ইঞ্জিন হয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে গান গাইতে গাইতে রেলগাড়ি চালাতে থাকবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– স্থূলপেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়বে। – ছন্দের সাথে সাথে ভারসাম্য রেখে চলার দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – ভাষার দক্ষতা বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–২
জুটিতে থাকি

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের দু'জন দু'জন করে জুটি বাঁধতে সাহায্য করুন।

প্রত্যেক জুটিকে আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গায় লাইন করে দাঁড়াতে বলুন। অর্থাৎ একজন সামনে ও একজন পিছনে। এ খেলা শুরু করার জন্য অতিরিক্ত একজন প্রয়োজন হবে। শিশুরা যদি জোড় সংখ্যার হয় তাহলে অতিরিক্ত একজনের দায়িত্ব আপনি পালন করবেন।

ধাপ–২ : এবার আপনি শিশুদের খেলার নিয়মটি বলে দিন–

- সবাই জুটি বেঁধে নিজ নিজ জায়গায় লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি ১, ২, ৩ বলে খেলা শুরু করুন।
- খেলা শুরু হবার সাথে সাথে অতিরিক্ত জন যে কোন জুটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সাথে সাথে সামনের জন অন্য জুটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। তিনজন হবার সাথে সাথে ঐ জুটির সামনের জন অন্য যে কোন জুটির পিছনে চলে যাবে। এভাবে খেলাটি চলবে।

সবাই যাতে একবার করে জায়গা বদলের সুযোগ পায় সে দিকে লক্ষ রেখে খেলাটি চালিয়ে যান।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – দ্রুতচিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–৩

তোমরা কি সব বলতে পার?

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। খেলার নিয়ম বলে ও দেখিয়ে দিন।

– একজন দলনেতা হবে। দলনেতা ১, ২, ৩, ৪ বলে খেলা শুরু করবে। খেলার সময় সবাই একসাথে দুটি করে তালি এবং দুটি করে তুড়ি দিবে। তালি দেয়ার সময় কেউ কথা বলতে পারবে না। শুধু তুড়ি দেয়ার সময় বলবে।

– খেলা শুরু করার সময় কথাগুলো হবে এরকম-
তোমরা কি সব (দলনেতা বলবে) দুই তালি
বলতে পার (দলনেতা বলবে) দুই তালি
একটি করে (দলনেতা বলবে) দুই তালি
ফুলের নাম (দলনেতা বলবে) দুই তালি
যেমন ধর (দলনেতা বলবে) দুই তালি
গোলাপ (দলনেতা বা যে কোন একজন বলবে) দুই তালি
যেমন ধর (দলনেতা বলবে) দুই তালি
বেলী (যে গোলাপ বলেছিল তার পরের জন বলবে)

– এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

ধাপ–২ : প্রথমে আপনি দলনেতা হয়ে খেলাটি পরিচালনা করুন। শিশুরা খেলাটিতে অভ্যস্থ হয়ে যাবার পর তাদের পরিচালনা করতে দিন। এই খেলার মাধ্যমে ফুল, ফল, মাছ, খাবার, বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর নাম শেখানো যেতে পারে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– ছন্দের সাথে সাথে হাততালি মেলানোর দক্ষতা
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– বিভিন্ন জিনিসের নাম জানবে। – দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। – পালাক্রমে কাজ করার মনোভাব গড়ে উঠবে।

খেলা নং–৪

চল আকৃতি বানাই

উপকরণ	:	প্রয়োজন নেই।
সময়	:	২০ মিনিট।
খেলার নিয়ম	:	
ধাপ–১	:	মাটিতে বড় বড় করে একটি গোল, একটি তিনকোনা ও একটি চারকোনা এবং একটি লম্বা রেখা আঁকুন। শিশুরা এগুলোর নাম বলতে পারে কিনা জেনে নিন।
ধাপ–২	:	সবাইকে বলুন– "গোলের ভিতর যাও"। বলার সাথে সাথে সবাই গোলের ভিতর যাবে। একইভাবে "লাইনে দাঁড়াও", "তিনকোনার ভিতরে যাও", "চারকোনার ভিতরে যাও" ইত্যাদি নির্দেশনা দিন।
ধাপ–৩	:	কিছুক্ষণ এভাবে খেলার পর নির্দেশনা বদলে দিন। যেমন: "সবাই মিলে হাত ধরে গোল বানাও, তিনকোনা বানাও, চারকোনা বানাও, লম্বা লাইন বানাও" ইত্যাদি।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে। – স্থূলপেশীর দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– বিভিন্ন আকৃতি সনাক্ত করতে পারবে। – দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–৫

খুঁজে বের করি

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান এবং বলুন– আমি একটা করে রঙের নাম বলব তা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সবাইকে বলুন– "লাল রঙ খুঁজে বের কর"। সবাই খুঁজে বের করবে।

ধাপ–২ : এবার সবাই ঠিকমত বের করেছে কিনা তা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে দেখুন। ভুল করলে ঠিক করে দিন।

এভাবে আপনি বিভিন্ন রঙের নাম বলে খেলাটি পরিচালনা করুন। এই খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস শেখানো যেতে পারে। যেমন: ফুল, পাতা, গাছ ইত্যাদি।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। – বিভিন্ন রং বা জিনিস সনাক্ত করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–৬

এসো বল খেলি

উপকরণ : ২টি টেনিস বল বা কাপড়ের বল।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের হাত ধরে একটি বৃত্ত/গোল তৈরি করুন।

ধাপ–২ : এবার বলুন, আমি একটি বল ছুঁড়ে দেব, যে কেউ ধরবে। যে ধরবে সে তার সামনে/মুখোমুখি একজনকে বলটি দেবে। এভাবে বৃত্তে/গোল হয়ে দাঁড়ানো সব শিশুই বল পাবে, তবে সবাইকে মনে রাখতে হবে কার কাছ থেকে বল পেয়েছে আর কাকে দিচ্ছে (যেমন: শাহীন জুঁই-এর থেকে বল পেয়েছে, আর নাহারকে দিচ্ছে)। কেন না শিশুটি প্রতিবার নির্দিষ্ট একজনের কাছ থেকে বল পাবে এবং নির্দিষ্ট একজনকেই বল দেবে।

ধাপ–৩ : এবার আপনি দ্বিতীয় বলটি ছুঁড়ে দিন এবং শিশুদের প্রথম বলটি ছোঁড়ার নিয়মে খেলতে বলুন। অর্থাৎ দু'টি বলই একসঙ্গে চলতে থাকবে।

এভাবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খেলাটি চালিয়ে যান।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– হাত ও চোখের সমন্বয় বাড়বে। – সূক্ষ্মপেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – নিয়ম ও নির্দেশনা অনুসরণের দক্ষতা বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। – সুশৃংখল হয়ে গড়ে উঠবে।

খেলা নং–৭

তালি গণনা

উপকরণ : সংখ্যার কার্ড।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। সবাইকে একটি করে সংখ্যার কার্ড দিন। যত পর্যন্ত শেখানো হয়েছে শুধু তত পর্যন্ত কার্ড দিন।

এবার আপনি খেলার নিয়ম বলে দিন–

আপনি হাততালি বাজাবেন। শিশুরা মনে মনে গুনবে। আপনিও মনে মনে কয়টি তালি বাজালেন তা মনে রাখবেন।

আপনি তালি বাজানো হঠাৎ বন্ধ করবেন। যতটা তালি বাজানো হল তত সংখ্যার কার্ডটি যাদের কাছে আছে তারা তখন বসে পড়বে।

ধাপ–২ : এবার আপনি আবার কয়েকটি তালি বাজিয়ে হঠাৎ বন্ধ করুন। যতটি তালি বাজিয়েছেন যতটা তত সংখ্যার কার্ড যার বা যাদের কাছে আছে তারা বসে যাবে। সঠিক সংখ্যার কার্ডধারীরা বসেছে কিনা তা দেখুন। এভাবে খেলতে খেলতে সবাই যখন বসে যাবে তখন খেলা শেষ হবে।

খেলাটি উল্টোভাবেও পরিচালনা করুন। যেমন: আপনি একটি সংখ্যা বলবেন বা সংখ্যার কার্ড দেখাবেন শিশুরা ততটা তালি বাজাবে।

শিশুরা খেলার সাথে অভ্যস্থ হয়ে গেলে, তাদের খেলা পরিচালনা করতে দিন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– ছন্দের সাথে হাততালি মেলানো দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। – সংখ্যা চিনতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–৮

বর্ণ চেনার খেলা

উপকরণ : বর্ণের কার্ড।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। সবাইকে একটি করে পরিচিত বর্ণের কার্ড দিন।

ধাপ–২ : এবার আপনি একটি পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন। শিশুদের শুনতে বলুন। যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি যাদের কাছে আছে তারা একটি লাফ দিয়ে একধাপ সামনে গিয়ে বসবে।

এভাবে বিভিন্ন পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন ও লক্ষ রাখুন যাতে শিশুরা সবাই বর্ণ সনাক্ত করার সুযোগ পায়।

শিশুরা যখন খেলার সাথে অভ্যস্থ হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলা পরিচালনা করতে দিন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– শরীরের ভারসাম্য রেখে লাফ দিতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– বিভিন্ন বর্ণ সনাক্ত করতে পারবে। – দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–৯

নৌকা ডোবার খেলা

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। এবার আপনি শিশুদের বলুন যে–

"মনে কর আমরা একটি বড় নৌকার মধ্যে আছি। হঠাৎ ঝড় আসছে। এখন আমাদের বাঁচতে হলে কয়েকজন করে একসাথে হতে হবে। আমি যত সংখ্যা বলব ততজন করে হাত ধরে একসাথে হবে। যারা হতে পারবে না তারা ডুবে যাবে অর্থাৎ খেলা থেকে বাদ যাবে।"

ধাপ–২ : এভাবে বিভিন্ন সংখ্যা বলে খেলাটি পরিচালনা করুন। শিশুরা যখন খেলার সাথে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলা পরিচালনা করতে দিন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– ভারসাম্য রেখে ছুটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। – সংখ্যা সনাক্ত করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। – জয়-পরাজয় মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হবে।

খেলা নং–১০

বলতো কি ভাবছি?

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : সবাইকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলুন। আপনি গোলের মাঝখানে দাঁড়ান।

আপনি মনে মনে কোন কিছু ধরুন (যেমন নৌকা)। এবার সবাইকে বলুন– আমি একটি জিনিসের নাম মনে মনে ধরেছি। এটা পানিতে থাকে। কাঠের তৈরি। বলতো এটা কী?

যে বলতে পারবে তাকে এবার আপনার জায়গায় আসতে বলুন। একইভাবে কোন জিনিসের কথা ভাবতে এবং সে সম্পর্কে কিছু বলে প্রশ্ন করতে বলুন। একাধিকজন সঠিক উত্তর দিলে যে আগে উত্তর দিয়েছে তাকে মাঝখানে আসার সুযোগ দিন। প্রথমে দিনে যারা মাঝখানে আসার সুযোগ পায়নি, পরের দিন তাদের সঠিক উত্তর দিয়ে মাঝখানে আসতে উৎসাহিত করুন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। – যৌক্তিক চিন্তা করে উত্তর দিতে পারবে। – বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা শুনে সনাক্ত করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহনশীলতা বাড়বে।

খেলা নং-১১

মালা গো মালা

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের সবাইকে নিয়ে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়ান। যে কোন একজন আগ্রহী শিশুকে বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসতে বলুন।

ধাপ-২ : এবার বৃত্তে দাঁড়ানো শিশুদের নিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে নিচের ছড়াটি সুর করে বলুন। মাঝে বসা শিশুটি ছড়ার সাথে মিল রেখে অভিনয় করবে এবং কথা বলবে।

মালা গো মালা,
এসো করি খেলা
একটি মেয়ে বসে আছে
তার কোন বন্ধু নেই (মাঝের শিশুটি কান্নার ভঙ্গি করবে)
ওঠ গো ওঠ, (মাঝের শিশুটি উঠে দাঁড়াবে)
চোখের পানি মোছ (শিশুটি চোখের পানি মুছবে)
হাত দিয়ে সালাম কর (শিশুটি সবাইকে **সালাম** করবে)
হাতে কী? (শিশুটি একটি বর্ণের/অক্ষরের নাম বলবে। যেমন: ক)
'ক' দিয়ে কী হয় (শিশুটি তখন ১টি শব্দ বলবে। যেমন:কলা)
এখন কাকে তুমি বন্ধু চাও? (শিশুটি আরেকজন শিশুকে দেখিয়ে বলবে- তোমাকে)

ধাপ-৩ : মাঝের শিশুটি যাকে বন্ধু বানাল তাকে এবার মাঝখানে গিয়ে বসতে বলুন এবং একই নিয়মে খেলাটি চালিয়ে যান। সবাই যাতে মাঝখানে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন বর্ণ, ফল বা ফুলের নাম বলে সেদিকে লক্ষ রাখুন।

এই খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– চিন্তা করে বন্ধু পছন্দ করতে পারবে। – ভাষার দক্ষতা বাড়বে। – বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দ চিন্তা করে বলতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–১২
সংখ্যার ঘর

উপকরণ : মাটির চারা।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের নিয়ে পাশাপাশি লম্বা লাইন করে দাঁড়ান। মাটিতে দাগ টেনে পাঁচটি ঘর আঁকুন। এবার পাঁচটি ঘরের মাঝখানে লম্বা করে দাগ টেনে দুই ভাগে ভাগ করুন এবং ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নম্বর দিন।

ধাপ–২ : এবার আপনি খেলার নিয়মটি বলুন।

আপনি যাকে বলবেন সেই শুধু বলবে কত নম্বর ঘরে চারাটি রেখেছে এবং এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। যে বলতে পারবেনা সে বাদ হয়ে যাবে। যে বলতে পারবে সে হাত উঠাবে। যে আগে হাত উঠাবে সে বলার সুযোগ পাবে। সে না পারলে ২য় জনকে বলার সুযোগ দিতে হবে।

ধাপ–৩ : এবার আপনি আপনার পছন্দমত একটি ঘরে চারাটি রেখে একজনকে খেলার নিয়ম অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করুন। সঠিকভাবে পারলে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন। খেয়াল করুন এক পায়ে লাফাতে গিয়ে কোন শিশু যেন পড়ে না যায়।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে লাফাতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– সংখ্যা চিহ্নিত ও গণনা করতে শিখবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। – জয়-পরাজয় মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হবে।

খেলা নং–১৩

তাক থেকে বই কে নিয়েছে?

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের হাত ধরে গোল করে আপনি সহ আসন পেতে বসুন। প্রত্যেককে সংখ্যা অনুযায়ী ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে যান এবং তাদের নির্দেশ দিন যে যেই নম্বর পেয়েছে তা তাকে মনে রাখতে হবে।

ধাপ–২ : এবার আপনি সকলকে হাঁটুতে দুহাত রাখতে বলুন। আপনি নেতা হয়ে প্রথমে খেলাটি শুরু করুন। সবাইকে খেলার নিয়মটি বলুন।

– নেতা তাল দিতে দিতে বলবে– তাক থেকে বই কে নিয়েছে?
– যে কোন একজন বলবে– মনে হয় নম্বর ২ নিয়েছে (অন্য কোন নম্বরও বলতে পারে)।
– যার নম্বর ২ সে তখন তাল দিতে দিতে বলবে– কে আমি?
– তখন সকলে বলবে– হ্যাঁ তুমি।
– ২ নম্বরধারী তখন বলবে– না আমি নই, মনে হয় নম্বর ১০ নিয়েছে। (অন্য কোন নম্বরও বলতে পারে)।
– যার নম্বর ১০ সে তখন তাল দিতে দিতে বলবে– কে আমি?
– তখন সকলে আবার বলবে– হ্যাঁ তুমি।
– ১০ নম্বরধারী তখন বলবে– না আমি নই।
– তখন সকলে বলবে– তবে কে?
– ১০ নম্বরধারী তখন বলবে– মনে হয় নম্বর ৫ নিয়েছে।
– এভাবে ঘুরে সবার নম্বর বলা হবে এবং সবাই একই কথা বলবে– "না আমি নই, মনে হয় নম্বর ..... নিয়েছে"। তাই খেলা শেষ করতে হলে বলতে হবে– "না আমি নই, মনে হয় তাকের বই তাকেই রয়েছে"।

ধাপ–৩ : এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন সব নম্বরধারী শিশুরা কথা বলার সুযোগ পায়।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– ছন্দের সাথে হাততালি দেবার দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– মনোযোগ বাড়বে। – বিভিন্ন সংখ্যা শিখতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– পালাক্রমে কাজ করার মনোভাব গড়ে উঠবে। – সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা নং–১৪
একজন গেল মাঠে

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ–১ : শিশুদের সবাইকে নিয়ে হাত ধরে গোল হয়ে বসুন। সবাইকে নিয়ে নিচের গানটি কয়েকবার গেয়ে নিন।

একজন গেলো মাঠ
আনতে কেটে কাঠ
একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ।
দুইজন গেলো মাঠ
আনতে কেটে কাঠ
দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ।
তিনজন গেলো মাঠ
আনতে কেটে কাঠ
তিনজন, দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ।

ধাপ–২ : এবার আপনি খেলার নিয়মটি বলুন এবং সে অনুযায়ী খেলাটি পরিচালনা করুন।

– গোল হয়ে বসা শিশুরা সবাই মিলে নীচের গানটি গাইতে থাকবে।
– গানের মধ্যে যখন বলা হবে “একজন গেল মাঠ” তখন একজন শিশু গোল থেকে উঠে বাইরে চলে যাবে এবং যখন বলা হবে “একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেল কাঠ” তখন শিশুটি আবার ঘরে ফিরে আসবে।

– আবার যখন বলা হবে "দুইজন গেল মাঠ" তখন দুইজন শিশু গোল থেকে উঠে বাইরে যাবে এবং যখন বলা হবে "দুইজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেল কাঠ" তখন শিশু দুইজন আবার ঘরে ফিরে আসবে।

– এভাবে শিশুরা যতদূর পর্যন্ত সংখ্যা শিখেছে ততদূর পর্যন্ত গানটি গেয়ে খেলাটি চলতে থাকবে।

ধাপ–৩ : খেলাটি শিখে যাবার পর শিশুরা উল্টোভাবে গণনা করেও খেলাটি খেলতে পারে। যেমন:

দশজন গেলো মাঠ
আনতে কেটে কাঠ
দশজন, নয়জন, আটজন, সাতজন, ছয়জন, পাঁচজন, চারজন, তিনজন, দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ।
নয়জন গেলো মাঠ
আনতে কেটে কাঠ
নয়জন, আটজন, সাতজন, ছয়জন, পাঁচজন, চারজন, তিনজন, দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ।

– এক্ষেত্রে যত থেকে গানটি শুরু করা হবে ততজন শিশুকে বাইরে যেতে হবে। যেমন: যদি বলা হয় "দশজন গেল মাঠ" তখন দশজন শিশু আগেই বাইরে যাবে এবং "দশজন, নয়জন, আটজন, সাতজন, ছয়জন, পাঁচজন, চারজন, তিনজন, দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ'' বলা হলে সবাই ঘরে চলে আসবে।

– আবার যখন বলা হবে "নয়জন গেল মাঠ" তখন নয়জন শিশু বাইরে যাবে এবং ''নয়জন আটজন, সাতজন, ছয়জন, পাঁচজন, চারজন, তিনজন, দুইজন, একজন আর তার খেঁকি কুকুর আনতে গেলো কাঠ" বলা হলে সবাই ঘরে চলে আসবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	– ভারসাম্য বজায় রেখে গোল হয়ে দৌড়ানোর দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	– নির্দেশনা মেনে চলার দক্ষতা বাড়বে। – গণনা করতে পারবে। – ভাষার দক্ষতা বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	– আনন্দ পাবে ও সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
প্রাক-গণিত

- প্রাক-গণিতের বিষয়বস্তু
- বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম

প্রাক-গণিত ও গণিতের বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা
- সংখ্যার ধারণা
- যোগের ধারণা
- বিয়োগের ধারণা

বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম

বিভিন্ন ধারণা

পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন প্রাক-গাণিতিক ধারণা রয়েছে। যেমন: ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, ভেতর-বাহির, উঁচু-নিচু, সামনে-পেছনে,মিল-অমিল, কাছে-দূরে ইত্যাদি। এ সমস্ত ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করবেন। বাস্তব উপকরণ দিয়ে বোঝানোর পাশাপাশি বোর্ডে ছবি এঁকেও ধারণা দেয়া যেতে পারে। যেমন: ছোট-বড় ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে একটি ছোট বল ও একটি বড় বল, একটি ছোট ঘর ও একটি বড় ঘর, একটি ছোট পাখি ও একটি বড় পাখি দেখিয়ে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আবার বোর্ডে ছোট-বড় বল অংকন করেও বুঝানো যেতে পারে। তারপর শিশুদের নিকট থেকেও বিভিন্ন উদাহরণ শুনতে হবে। আকার আকৃতি বুঝানোর ক্ষেত্রে চুড়ি বা কৌটা বসিয়ে আঁকা এবং ছবি দেখানো যেতে পারে। 'আমার বই' বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি দেখিয়ে শিশুদের ধারণাসমূহ পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে।

সংখ্যার ধারণা

শিক্ষা কেন্দ্রে ৫–৬ বছর বয়সী শিশুদের ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেয়া হবে। নিচের নিয়ম অনুসরণ করে সংখ্যার ধারণা দেবেন–

- শিক্ষক যে সংখ্যাটি শেখাবেন বাস্তব জিনিসের মাধ্যমে তার ধারণা দেবেন। যেমন: ৪ শেখালে ৪টি কাঠি, ৪টি আঙুল, ৪টি পাতা, ৪টি ফুল, ৪জন শিশু ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবেন।
- বাস্তব ধারণা দেয়ার পর ছবির মাধ্যমে ধারণা দেবেন। যেমন: বোর্ডে ৪টি কাঠি এঁকে, ৪টি ফুল এঁকে এবং 'আমার বই' বইয়ের ছবি দেখিয়ে ধারণা দেবেন। বইয়ের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে শিশুরা ভালোভাবে দেখছে কিনা, বুঝতে পারছে কিনা তা প্রশ্ন করে শিক্ষক জেনে নেবেন।
- তারপর শিক্ষক ৪ সংখ্যাটি বোর্ডে লিখে এবং বইয়ে লিখা ৪ দেখিয়ে ৪ এর ধারণা দেবেন।
- শিক্ষক নিজে ব্ল্যাক বোর্ডে সংখ্যাটি লিখবেন এবং শিশুদেরকে তাকে অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ অনুশীলন খাতায় লিখতে বলবেন।
- ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শিশুদেরকে প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক একই নিয়ম অনুসরণ করবেন।

- সংখ্যাটি লেখা শিশুদের আয়ত্বে এলে 'আমার বই' বইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুরা অনুশীলন করবে। লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং শিশুদেরকে বোর্ডে এনে মাঝে মাঝে লেখবেন।

৯ সংখ্যার ধারণা দেওয়ার পর শিক্ষক শিশুদেরকে নিয়ে ৯ সংখ্যার ছড়াটি নিচের নিয়মে করবেন– (আমার বই পৃষ্ঠা ১১০)

– ৯ সংখ্যার ছড়াটি শিক্ষক প্রথমে নিজে ভালোভাবে আয়ত্ব করে নেবেন।

– তারপর শিশুদেরকে ৪ লাইন করে ছড়াটি শেখাবেন।

– ছড়াটি শিশুদের আয়ত্বে এলে শিশুদেরকে 'U' আকৃতিতে দাঁড় করিয়ে শিক্ষক সামনে দাঁড়াবেন।

– ৯টি কাঠি একটি পাত্রে নেবেন। একটি একটি করে কাঠি মাটিতে গুণে গুণে রাখবেন। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনা করবেন এবং শিশুরা যেন দেখতে পায় সেভাবে রাখবেন।

– গণনা করা শেষ হলে শিক্ষক নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একটি করে আঙ্গুল দেখিয়ে অঙ্গাভঙ্গি সহকারে নেচে নেচে ছড়াটি গানের সুরে গাইবেন এবং শিশুরাও একইভাবে নাচবে ও গাইবে। আঙ্গুল দেখানোর ক্ষেত্রে ১–৯ পর্যন্ত আঙ্গুল দেখাবেন।

যোগের ধারণা

যোগের ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নিয়ম অনুসরণ করবেন–

- প্রথমে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে যোগের ধারণা দেবেন। যেমন: কাঠি, বিচি, পাতা, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়– শিক্ষক এক হাতে ২টি কাঠি এবং অন্য হাতে ১টি কাঠি রেখে জিজ্ঞেস করতে পারেন কোন্ হাতে কয়টি কাঠি আছে? তারপর দু'হাতের কাঠি একসাথে করে প্রশ্ন করতে পারেন এখন কয়টি কাঠি হল? শিশুরা বলতে না পারলে কাঠিগুলো দেখিয়ে দিন যে ৩টি কাঠি হল এবং বুঝিয়ে দিন এভাবে কোন কিছু মিলানোকে যোগ বলে।
- বাস্তব ধারণা দেয়ার পর অর্ধ-বাস্তবের সাহায্যে অর্থাৎ বোর্ডে ছবি এঁকে এবং বইয়ের ছবি ব্যবহার করে ধারণা দিতে হবে।
- তারপর শিক্ষক 'আমার বই' বইয়ের যোগের ধারণা সম্পর্কিত পৃষ্ঠা-১৩০ থেকে ১৩২ এবং ১৩৫ এ বর্ণিত অনুশীলনীগুলো শিশুদের দিয়ে করাবেন।

বিয়োগের ধারণা

বিয়োগের ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নিয়ম অনুসরণ করবেন–

- বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগের ধারণা দেবেন। যেমন: ২টি কাঠি হাতে নিয়ে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'বলতো আমার হাতে কয়টি কাঠি আছে?' উত্তর জানার পর হাত থেকে ১টি কাঠি রেখে শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, 'এখন কয়টি কাঠি আছে?' উত্তর জানার পর বলবেন– এভাবে আমাদের কাছে যা আছে তা থেকে অন্য কাউকে কিছু দিলে বা সরিয়ে ফেললে বাকী আর কী থাকে তা আমরা জানতে পারি। এভাবে শিক্ষক শিশুদেরকে বিয়োগের ধারণা দেবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক কাঠির পরিবর্তে অন্যান্য উপকরণও ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে, খেলনা দিয়ে, শেখার উপকরণ দিয়ে ইত্যাদি।
- উপকরণের সাহায্যে বিয়োগের ধারণা দেয়া হয়ে গেলে বোর্ডে ছবি এঁকেও ধারণা দেয়া যেতে পারে।
- তারপর শিক্ষক 'আমার বই' বইয়ের বিয়োগের ধারণা সম্পর্কিত অনুশীলনীগুলো (পৃষ্ঠা ১৩৩–১৩৪ ও ১৩৬) শিশুদের দিয়ে করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সহায়িকার পৃষ্ঠা ৯২ থেকে ৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিভিন্ন ধারণা সংক্রান্ত পাঠগুলো ছাড়াও 'আমার বই' এর এসো সংখ্যা শিখি অংশে অনেক অনুশীলনী রয়েছে। সেগুলো বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী চর্চা করাতে হবে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

- আমার কথা, আমার পরিবারের কথা
- আমাদের খাবার দাবার
- নিরাপদ পানি
- আমাদের চারপাশে যা যা আছে
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম
- রং চেনা
- পশু ও পাখি

আমার কথা, আমার পরিবারের কথা

শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে তার নাম, বাবা মায়ের নাম, ভাই বোনের নাম এবং ঠিকানা বলা শেখাবেন।

- শিক্ষক 'আমার বই' এর ৫১ ও ৫২নং পৃষ্ঠার ছবি সকল শিশুকে বের করতে বলবেন। ছবিতে তারা কী দেখছে শিক্ষক একে একে জানতে চাইবেন নিজের এবং পরিবারের ছবি দেখে এ সংক্রান্ত আলোচনা শেষে প্রত্যেক শিশু স্পষ্ঠভাবে তার নাম বলা শিখবে। শিশুদের বড় দলে গোল করে বসিয়ে শিক্ষক একে একে সকলের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষক নিজের নাম প্রথমে বলে কাজটি শুরু করতে পারেন। সকল শিশু স্পষ্টভাবে তাদের নাম বলতে পারছে কি না শিক্ষক তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করাবেন।
- একইভাবে শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে তার মা বাবা এবং ভাই বোন থাকলে তাদের নাম বলা শেখানোসহ ঠিকানা বলাও শেখাবেন।
- সকল শিশু শিখছে কি না শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং শেষে প্রতিটি শিশু তার নিজের নাম, বাবা মার নামসহ ঠিকানা একসঙ্গে বলতে পারছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

আমাদের খাবার দাবার

- শিক্ষক শিশুরা কে কী খেতে পছন্দ করে তা জিজ্ঞেস করে আলোচনার সুত্রপাত করবেন। একে একে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকেই তাদের পছন্দের খাবারের কথা শুনতে হবে।
- এরপর 'আমার বই' বইয়ের পৃষ্ঠা ৫৩ তে দেয়া খাবারের ছবি সকলকে বের করতে বলবেন। এখানে কী কী খাবারের ছবি আছে তা তাদের বলতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শাকসব্জী, ফল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ বিভিন্ন ধরনের খাবারের নাম ধারাবাহিকভাবে শিশুদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন।
- প্রতিবারই শিক্ষক দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বড় দলে শিশুদের কাছ থেকে খাবারের নাম জানতে চাইতে পারেন। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষক সকল শিশুর কথাই শুনবেন।
- দু'একটি থীম বা বিষয় যেমন শাকসব্জী কিংবা ফলের নাম বের করার জন্য শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে তাদের আলোচনার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

নিরাপদ পানি

- শিক্ষক 'আমার বই' বইয়ের ৫৪নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ছবি দেখিয়ে শিশুদের কিছু বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিশুদের পানির বিভিন্ন উৎস যেমন: পুকুর, ডোবা, নদী, টিউবওয়েল, টেপের পানি, কুয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বলে কোন উৎসের পানি খাওয়া নিরাপদ তা তাদের জিজ্ঞেস করবেন।

- শিক্ষক কেন শিশুরা টিউবওয়েলের পানি খেতে চায় তা জানতে চাইবেন। ডোবা বা পুকুরের পানি খেলে কি হয় তাও শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন এবং শেষে দুষিত পানি খেলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে তা বলে আলোচনা শেষ করবেন।

আমাদের চারপাশে যা যা আছে

- শিক্ষক শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করবেন আমাদের চারপাশে যা যা কিছু আছে তার নাম বলতে। শিক্ষক প্রথমে উদাহরণ দিয়ে যেমন: ঘর, গাছ, নৌকা, রিক্সা ইত্যাদি শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। তারপর আর কি কি আছে তা জানতে চাইবেন। দলের শিশুরা দু'একটা নাম বলতে পারলেও শিক্ষক হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক 'আমার বই' বই খুলে ৫৫নং পৃষ্ঠায় গিয়ে ছবি দেখে শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রতিবার দু'একটি নতুন জিনিসের নাম বলতে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষক নিজেও নতুন নতুন বিষয় বা বস্তুর নাম তাদের শেখাবেন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম

এসো দাঁত মাজি

উপকরণ: দাঁত মাজা যায় এমন নিম বা আমের কচি ডাল, পানি ও 'আমার বই' বই।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- দাঁত দেখা যায় এমনভাবে হাসতে বলবেন। নিজে হেসে দেখাবেন। শিশুরা সকলে একসাথে হাসবে (কারো দাঁত অপরিষ্কার থাকলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা যাবে না)।
- দাঁত অপরিষ্কার রাখার ফলে দাঁতে ব্যথা হয় এরূপ ভাব দেখিয়ে নিজে অভিনয় করবেন এবং শিশুদেরকেও অভিনয় করতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন।
- টুথ ব্রাশ দিয়ে 'আমার বই' বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় দেয়া দাঁত মাজার ছবিটি দেখতে দেবেন। ছবি নিয়ে পরস্পরের সাথে আলাপ করতে বলবেন। ছবিতে কি দেখছে প্রশ্ন করবেন ও উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।
- যেহেতু সকল ক্ষেত্রে টুথব্রাশ নাও পাওয়া যেতে পারে তাই প্রত্যেক শিশুকে একটি করে নিমের বা আমের ডাল দেবেন। সঠিকভাবে দাঁত মাজার কৌশল শেখাবেন। কৌশল দেখানোর ক্ষেত্রে উপর-নিচ, ভেতর-বাহির কীভাবে মাজতে হয় তা দেখাবেন। ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে দাঁত মাজতে নিষেধ করবেন।
- দাঁত মাজা শেষ হলে শিশুদের কেন্দ্রের বাহিরে নিয়ে গিয়ে কুলকুচা করতে দেবেন (মুখের ভিতর পানি রেখে মুখ বন্ধ করে পানি নাড়াচাড়া করাকে কুলকুচা বলে) ও হাতের তিন আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা পরিষ্কার করতে দেবেন।

- এবার শিশুদেরকে দাঁত না মাজলে কি কি ক্ষতি হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন: দাঁত না মাজলে দাঁত ব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ, দাঁত পড়ে যাওয়া, পেটের অসুখ হয় এবং হাসলে সুন্দর লাগে না এই তথ্যগুলোও দিন এবং প্রতিদিন নিয়মিত দাঁত মাজতে উৎসাহিত করবেন।
- সবশেষে শিশুদেরকে দাঁড় করিয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে ছন্দের তালে দাঁত মাজার উপর ছড়াটি আবৃত্তি করতে বা গাইতে সহায়তা দেবেন।

ছড়া

ঘুম হতে উঠে আর খাবারের পরে
প্রতিদিন মাজব দাঁত বারে বারে॥

হবে নাকো দাঁতে পুঁজ আর ব্যথা
মজা করে খাবো মোরা মাছের মাথা॥

এসো হাত -মুখ ধুই

উপকরণ: 'আমার বই' বই।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন আমরা কখন হাত বা মুখ ধুই। বলতে না পারলে বলতে সহায়তা করবেন। যেমন: ঘুম হতে উঠে, খাবারের আগে, খাবারের পরে, পায়খানা হতে ফিরে এসে এবং খেলাধূলা করার পরে ইত্যাদি।
- শিশুদেরকে 'আমার বই' বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় ছবি দেখতে দেবেন। ছবিতে কি দেখেছে তা দলে আলাপ করে বলতে বলবেন। বলতে না পারলে বলতে সহায়তা করবেন।
- ২/৩টি দল করে ছবি অনুসরণ করে হাত-মুখ বা হাত ধোয়ার বিভিন্ন অভিনয় করতে সহায়তা দেবেন। যে দলের অভিনয় সুন্দর হয়েছে তাদেরকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

এসো নখ কাটি

উপকরণ: নখ কাটার যন্ত্র, 'আমার বই'।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- শিশুদের নিয়ে দু'তিন জন করে দল গঠন করবেন। নখ লম্বা হলে (বড় হলে) দোষ কি তা নিজের ভাষায় বলতে দেবেন। যেমন: বড় নখের ভিতর ময়লা ঢোকে, ঐ ময়লা খাবারের সঙ্গে পেটে যায়। ফলে পেটের অসুখ হয়।
- 'আমার বই' বইয়ে ৫৬নং পৃষ্ঠায় দেয়া নখ কাটার ছবি দেখতে দিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।

ছড়া

নখের ভেতর রোগের বাসা
ডাক্তারে যে কয়
নিয়মিত কাটলে নখ
থাকে নাকো ভয়॥

- এবার সকল শিশুকে একসাথে অঙ্গাভঙ্গি করে ছন্দের তালে ও গানের সুরে ছড়াটি গাইতে বা আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন।

এসো গোসল করি

উপকরণ: 'আমার বই' বই।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- 'আমার বই' বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় দেয়া ছবিটি শিশুদের দেখতে দেবেন। ছবিতে কী দেখছে তা বলতে বলবেন। না পারলে বলতে সহায়তা করবেন।
- শিশুদের স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করবেন,

  ক) আজ কে কে গোসল করেছ?

  খ) গোসল করলে কী হয়?

  গ) প্রতিদিন গোসল করা ভাল না খারাপ?

বলতে না পারলে গোসলের উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন: গোসল করলে শরীর পরিষ্কার হয়, শরীর সতেজ থাকে, দেখতে সুন্দর লাগে, শরীরে দুর্গন্ধ বের হয় না। নিয়মিত গোসল করলে শরীরে খোশ-পাঁচড়া, চর্মরোগ হয় না ইত্যাদি। অতঃপর গোসলের উপর ছড়াটি দলে আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন।

ছড়া

পরিষ্কার পানিতে
মজা লাগে নাইতে
আরাম লাগে গরমে
সর্দি লাগে চরমে

এসো চুল আঁচড়াই

উপকরণ: চিরুণী, আয়না, 'আমার বই' বই।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- 'আমার বই' বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় দেয়া ছবিটি সকলকে ভালোভাবে দেখতে দেবেন ও ছবিতে কী আছে একাকী চিন্তা করতে বলবেন। দু'জন করে শিশুকে জোড় বেঁধে দেবেন ও ছবিতে কী আছে তা আলাপ করতে বলবেন। না পারলে নিজে বলে দেবেন।
- চুল আঁচড়ানোর উপর ছড়াটি শিশুদের নিয়ে আবৃত্তি করবেন।
- প্রতিদিন শিশুদেরকে ভালোভাবে চুল আঁচড়াতে বলবেন এবং লক্ষ করবেন শিশুরা চুল আঁচড়িয়ে আসে কিনা। প্রয়োজনে নিজে আঁচড়িয়ে দেবেন।

ছড়া

চিরুনি আর আয়না
খোকাখুকীর বায়না
আঁচড়াতে চুল
হবে নাকো ভুল।

রং চেনা

- ছবি আঁকা শেখানোর পূর্বেই শিক্ষক মৌলিক রং সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেবেন। 'আমার বই' এর রং পৃষ্ঠাটি সকল শিশুকে খুলতে বলবেন। সঠিক পৃষ্ঠা (বইয়ের পৃষ্ঠানং ৫৭) খুঁজে পেতে শিক্ষক শিশুদের সহায়তা করবে। বইয়ে প্রদত্ত ছবি দেখিয়ে শিক্ষক শিশুদের কাছে ছবিতে বস্তুটির রং কী তা জানতে চাইবেন। সঠিক উত্তর দিলে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। সম্ভব হলে বাস্তব জিনিস শিশুদের সামনে উপস্থাপন করে রং সম্পর্কে ধারণা দেবেন। এভাবে শ্রেণীর সকল শিশু রং চিনতে পেরেছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

পশু ও পাখি

- 'আমার বই' বইয়ের ৫৮ ও ৫৯নং পৃষ্ঠায় আমাদের পরিচিত পশু ও পাখির নামসহ ছবি দেয়া আছে।
- শিক্ষক শিশুদের বই খুলে ৫৮ ও ৫৯নং পৃষ্ঠা বের করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক নিজে একটি বইয়ে একটি নির্দিষ্ট ছবি দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এর নাম জানতে চাইবেন। শিশুরা বলতে পারলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন এবং না বলতে পারলে শিক্ষক বলে দেবেন।
- সব শিশু ছবি দেখে পশুপাখি চিনতে পারছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তা দেখবেন।

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

মাস	সৃজনশীল কাজ		বাংলা		নির্দেশনার খেলা	গণিত	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য
	ছড়া/গান/গল্প	চারু ও কারু	প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন			
১	– বাক বাকুম পায়রা – খোকন খোকন ডাক পাড়ি – ঝড় এলো এলো ঝড় (গান) – ইঁদুর ছানার লেজ (গল্প)	– ইচ্ছেমতো ছবি আঁকা – কাগজ ও কাঠি দিয়ে খেলনা বানানো	– বিভিন্ন পশু পাখির ডাক অনুকরণ করা – নিজের নাম শুরুর ধ্বনি বলা	– ইচ্ছেমতো আঁকা – প্যাটার্ন আঁকা	– রেলগাড়ি ঝিক্‌ঝিক্ – জুটিতে থাকি	বিভিন্ন ধারণা – ডান-বামের – ছোট-বড় – কম-বেশি – লম্বা-খাট – মোটা-চিকন	– আমার কথা – আমার পরিবারের কথা – রং চেনা
২	– খোকা যাবে মাছ ধরতে – আয় আয় চাঁদ মামা – ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি (গান) – শেয়াল ও কাক (গল্প)	– সূর্য ও পাতা আঁকা – কাগজ ও কাদা মাটি দিয়ে খেলনা বানানো	– বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ ও শব্দ তৈরি – পরিচিত বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি (মুখে মুখে) – অন্য রকম ছবি, বর্ণ ও শব্দ বের করা	– প্যাটার্ন আঁকা – বর্ণাংশ লিখন	– তোমরা কি সব বলতে পার – চল আকৃতি বানাই – খুঁজে বের করি	বিভিন্ন ধারণা – বাহির-ভিতর – উপর-নিচ – সামনে-পিছনে – উঁচু-নিচু – কাছে-দূরে – পার্থক্য/ আলাদা	– এসো দাঁত মাজি
৩	– তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে – ঐ দেখা যায় তালগাছ – একদিন ছুটি হবে (গান) – ক্ষুদে ফড়িং লিমু (গল্প)	– ফুল ও ঘুড়ি আঁকা – বীচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানানো	– ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ পরিচিতি (চার্ট ব্যবহার করে)	– বর্ণাংশ লিখন	– এসো বল খেলি – তালি গণনা – বর্ণ চেনার খেলা	বিভিন্ন ধারণা – আকার-আকৃতি – বড়/ছোট/ মাঝারি – মধ্যের ধারণা	– পশু – এসো হাত মুখ ধুই
৪	– হাট্টি মাটিম টিম – গোল করো না – প্রজাপতি (গান) – কাক ও কলসি (গল্প)	– পতাকা ও গাছ আঁকা – কাগজ ও কাদামাটি দিয়ে খেলনা বানানো	– ছড়ার মাধ্যমে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (চার্ট ব্যবহার করে)	– স্বরবর্ণ লিখন	– নৌকা ডোবার খেলা – বলতো কি ভাবছি – মালাগো মালা	সংখ্যার ধারণা ১–১০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা ও চর্চা	– পাখি – এসো নখ কাটি

৫	– আয়রে আয় টিয়ে – আমরা সবাই রাজা (গান) – দীপু নামের একটি হাতি (গল্প)	– মাছ ও ঘর আঁকা – পাতা দিয়ে খেলনা বানানো	– শব্দ থেকে স্বরবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	– ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	– সংখ্যার ঘর – তাক থেকে বই কে নিয়েছে – একজন গেল মাঠ	সংখ্যার ধারণা ১১–২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা ও ১–২০ পর্যন্ত চর্চা	– এসো চুল আঁচড়াই – এসো গোসল করি
৬	– নোটন নোটন পায়রাগুলো – খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো – এমন মজা হয় না (গান) – তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল (গল্প)	– শাপলা ফুল ও নৌকা আঁকা – কলা/সুপারি/শোলা/ নারিকেলের খোল দিয়ে খেলনা বানানো	– শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	– ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	– রেলগাড়ি ঝিকঝিক – জুটিতে থাকি – তোমরা কি সব বলতে পার	যোগের ধারণা ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ (যোগফল ১০ এর বেশী হবে না) ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যা চর্চা	– আমাদের খাবার দাবার – নিরাপদ পানি
৭	– চলে হন্‌হন্‌ ছোটে পন্‌পন্‌ – Twinke twinkle – মেঘের কোলে রোদ হেসেছে (গান) – ছোট লাল মোরগিটি (গল্প)	– সূর্য, পাতা ও ফুল আঁকা – কলা/সুপারি/শোলা/ নারিকেলের খোল দিয়ে খেলনা বানানো	– শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	– ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	– এসো বল খেলি – তালি গণনা – বর্ণ চেনার খেলা	বিয়োগের ধারণা ১–১০ পর্যন্ত সংখ্যার বিয়োগ (বিয়োগফল ৯ এর বেশী হবে না) ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যা চর্চা	– আমাদের চারপাশে যা যা আছে
৮	– আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা – ABCD EFG, – আমরা করব জয় (গান) – বাদুড় (গল্প)	– ঘুড়ি, পতাকা ও গাছ আঁকা – পাতা দিয়ে জীবজন্তু বানানো	– শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	– ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	– নৌকা ডোবার খেলা – বলতো কি ভাবছি – মালাগো মালা – চল আকৃতি বানাই	১–২০ পর্যন্ত সংখ্যা চর্চা যোগ–বিয়োগ চর্চা	– পুনরালোচনা

৯	– ভোর হল দোর খোলো – খোকন খোকন ময়না – ধন ধান্য পুষ্প ভরা (গান) – পাতা ও মাটির ঢেলা (গল্প)	– মাছ, ঘর, শাপলা ফুল ও নৌকা আঁকা – পাতা দিয়ে জীবজন্তু বানানো	– শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	– শব্দ ও বাক্য লিখন – শব্দ ও বাক্য লিখন	– সংখ্যার ঘর – তাক থেকে বই কে নিয়েছে – একজন গেল মাঠ – খুঁজে বের করি	১–২০ পর্যন্ত সংখ্যা চর্চা – যোগ-বিয়োগ চর্চা	– পুনরালোচনা
১০	– মাথার উপর বাজাই তালি – আয়রে আয় টিয়ে – Twinkle Twinkle – আঞ্চলিক গান – ইঁদুর ছানার লেজ (গল্প)	– যে কোন দৃশ্যের ছবি আঁকা – পাতা দিয়ে খেলনা বানানো	– শব্দ ও বাক্য পঠন (বই ব্যবহার করে)	– শব্দ ও বাক্য লিখন	– তোমরা কি সব বলতে পারো – তালি গণনা – চল আকৃতি বানাই – একজন গেলো মাঠ	– যোগ-বিয়োগ চর্চা	– পুনরালোচনা
১১	– আম পাতা জোড়া জোড়া – ভোর হল দোর খোলো – ABCD EFG – আমরা সবাই রাজা (গান) – ক্ষুদে ফড়িং লিমু (গল্প)	– যে কোন দৃশ্যের ছবি আঁকা – বিচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানানো	– শব্দ ও বাক্য পঠন (বই ব্যবহার করে)		– বলতো কি ভাবছি – জুটিতে থাকি – মালা গো মালা – এসো বল খেলি	– যোগ-বিয়োগ চর্চা	– পুনরালোচনা
১২	– জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সকল কাজের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন						

অভিভাবক সভা

- সামাজিক সচেতনতা ও মাসিক সভা
- অভিভাবক সভার গুরুত্ব
- বাৎসরিক পরিকল্পনা
- সভা পরিচালনার নিয়ম
- সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ

সামাজিক সচেতনতা এবং মাসিক সভা

শিশুদের সার্বিক বিকাশকে লক্ষ রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব এবং একে ত্বরান্বিত করার উপায় সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিমাসে ১টি করে মাসিক সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সভা পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন শিক্ষক। প্রতিটি সভার স্থায়িত্ব হবে এক থেকে দেড় ঘন্টা। তিনি অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। প্রতিমাসের সভায় পরবর্তী মাসের সভার আলোচ্য বিষয়, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারিত হবে। শিক্ষক সভার বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজন সাপেক্ষে অংশগ্রহণকারীদেরকে উপকরণ আনতে বলবেন।

শিক্ষক অভিভাবকদের সাথে মাসিক সভার দিন নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানিয়ে দেবেন।

এই সভার উদ্দেশ্য হল:

- অভিভাবকদের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করে তোলা।
- শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় অভিভাবকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

মাসিক সভার গুরুত্ব

কেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিয়মিত মাসিক সভা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হলে–

- অভিভাবকগণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে নিজেদের কাজ বলে মনে করেন।
- শিশুদেরকে নিয়মিত ক্লাসে প্রেরণ করার ফলে ক্লাসের গুনগতমান ভাল হয়।
- কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে অভিভাবকদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।
- ক্লাসের রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়।
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে।

বাৎসরিক পরিকল্পনা

প্রতিমাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু বৎসরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে নতুন শিশু ভর্তি ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ এবং ডিসেম্বর মাসে শিশু মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের কর্মসূচির পরিকল্পনা সম্পর্কিত কাজ থাকে বলে এই দুই মাসে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হবে না।

নিচে অভিভাবক সভার বাৎসরিক পরিকল্পনা উল্লেখ করা হল:

সভা	মাস	বিষয়বস্তু
১	ফেব্রুয়ারী	আমার শিশুর অধিকার
২	মার্চ	ছেলেমেয়ে সবাই সমান
৩	এপ্রিল	শিশুর বেড়ে ওঠা
৪	মে	শিশুর বিকাশ
৫	জুন	শিশুরা খেলার মাধ্যমে শেখে
৬	জুলাই	শিশুর জন্য খেলনা বানানো
৭	আগস্ট	শিশু পরিবেশ থেকে শেখে
৮	সেপ্টেম্বর	কাজ করে শেখা
৯	অক্টোবর	সহযোগিতামূলক আচরণ: শাস্তি নয়
১০	নভেম্বর	পুনরালোচনা

সভা পরিচালনার নিয়ম

- সভার তারিখ এবং স্থান পূর্বেই শিক্ষক অভিভাবকদের জানিয়ে দেবেন এবং সভাস্থান পূর্বেই সভা পরিচালনার জন্য তৈরি রাখতে হবে।
- সভার আলোচিত বিষয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি রাখতে হবে।
- সভা পরিচালনাকারী অর্থাৎ শিক্ষক এমন স্থানে বসবেন যাতে সবাই তাকে দেখতে পায়।
- সহজ এবং সাবলীল ভাষা ব্যবহার করে সভা পরিচালনা করতে হবে।

সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ

সভা–১

আমার শিশুর অধিকার

মূলতথ্য : সব শিশুরই বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা, বিকাশ এবং অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। 'শিশু অধিকার সনদ'–এর মাধ্যমে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি এবং শিশুর অধিকার রক্ষার গুরুত্ব।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মা বাবা ও যত্নকারীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে এবং বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : দলীয় আলোচনা।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : ১–৪ গুণে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলে একজন করে নেতা নির্বাচন করতে বলুন। দলগুলোকে আলাদা আলাদা বসে নিচের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলুন ও আলোচনার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।

– আমরা আমাদের শিশুদের বড় করার জন্য কি কি করি?

ধাপ–২ : নির্ধারিত সময় পরে প্রত্যেক দলকে আবার বড় দলে আসতে বলুন। বড় দলে এসে প্রত্যেক দলের নেতাকে তাদের আলোচিত বিষয়বস্তু বলতে বলুন। সবার বলা শেষে আপনি আলোচনা করুন যে–

– আমরা আমাদের শিশুদের জন্য অনেক কিছুই করে থাকি। আমরা কিছু কাজ করি তাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য। যেমন: খাবার দেই, অসুখ হলে চিকিৎসা করাই, বিভিন্ন অসুখবিসুখ যাতে না হয় তার জন্য যত্ন করি।

– আমরা আরও কিছু কাজ করি শিশুদের বিকাশের জন্য। যেমন: তাদের স্কুলে পাঠাই, খেলতে দেই, বেড়াতে নিয়ে যাই এবং নানা কিছু শেখাই।

– শিশুদেরকে আমরা নিরাপত্তার জন্য নিজেদের সাথে রাখি, বিপদজনক জিনিস ধরতে দেই না, দা–কুড়াল দিয়ে খেলতে দেই না।

– তাছাড়াও শিশুদেরকে আমরা বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেই। যেমন:পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করি, তাদের পছন্দ অপছন্দের কথা শুনি, বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে দেই ইত্যাদি।

ধাপ–৩ : এবার সবাইকে বুঝিয়ে বলুন যে আমরা দলে বসে যে কাজগুলো বের করেছি এবং আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এসব হল শিশুর অধিকার বিষয়ক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ আমাদের দেশে শিশুদের এই অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের শিশুর অধিকার আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে অধিকারগুলো হল:

– বেঁচে থাকার অধিকার।
– অংশগ্রহণের অধিকার।
– নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
– বিকাশের অধিকার।

সভা–২

ছেলেমেয়ে সবাই সমান

মূলতথ্য : ছেলেমেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। যেমন:পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ, শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য আন্তরিক সহযোগিতা, খেলা ও শেখার সুযোগ, সহিংসতা থেকে রক্ষা, নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলার সুযোগ ইত্যাদি।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ ছেলেমেয়ের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে মা বাবা এবং যত্নকারীদের ভূমিকা এবং কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : দলীয় আলোচনা।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ হতে সহায়তা করুন। প্রতিটি দলকে বলুন তারা নিজেদের শিশুদের সাথে যে সকল কাজ ও খেলা করেন তা খুঁজে বের করতে। ১নং দল বের করবে ০–১ বছর বয়সী শিশুদের কাজ ও খেলা। ২নং দল বের করবে ১–৩ বছর বয়সী শিশুদের কাজ ও খেলা। ৩নং দল বের করবে ৩–৬ বছর বয়সী শিশুদের কাজ ও খেলা। কাজ ও খেলা বের করার জন্য তাদেরকে সময় দিন ১০ মিনিট।

ধাপ–২ : নির্ধারিত সময়ের পর সবাইকে বড় দলে আসতে এবং একে একে প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার সময় জিজ্ঞাসা করুন এই কাজের মাধ্যমে কি কি দক্ষতা ও বিকাশ ঘটবে। আরও জানতে চাইবেন তারা এ কাজটি তাদের (মেয়ে শিশু এবং ছেলে শিশু) উভয়ের সঙ্গে করেন কি?

ধাপ–৩ : সব দলের উপস্থাপনার পর অংশ্রগহণকারীদেরকে কাজগুলো তাদের শিশুদের সাথে করতে উৎসাহিত করুন (ছেলেমেয়ে উভয়ের সঙ্গে) এবং নিচের সহায়ক তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করুন।

সহায়ক তথ্য :

– ছেলে এবং মেয়ে সবাই আমাদের সন্তান। কাউকে আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। জীবনে সফলভাবে বেঁচে থাকতে হলে সবাইকেই (ছেলেমেয়ে) সমান সুযোগ পেতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় আমরা ছেলে এবং মেয়েকে সমান সুযোগ দেই না। একটি ছেলের কথা বলার, খেলাধূলা করার এবং চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ বেশি হয়। অন্যদিকে মেয়েদের সেই সুযোগ কম।

– আমাদের দায়িত্ব হল ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমান সুযোগ দেয়া। এমন বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত যেখানে মনে হবে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার। যেমন:একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর মেয়েরা আর স্কুলে যাচ্ছে না। কেননা, স্কুল যে অনেক দূরে অথবা ঐ স্কুলে কোন মহিলা শিক্ষক নাই।

– ছেলে এবং মেয়েকে সবসময় আলাদা করে দেখাটা মোটেই সুস্থ চিন্তার প্রকাশ নয়। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য, পরার জন্য পরিষ্কার এবং আরামদায়ক জামা কাপড়, উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং উদ্দীপনামূলক পরিবেশ এবং তাদের সাফল্যের স্বীকৃতি এবং প্রশংসা উভয়কেই করা উচিত। কোনরকম বৈষম্য না করে অধিকারগুলিকে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

– বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়ে এবং মহিলাদের সম্মান দেয়া হয় না বা তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না। এই বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়ার জন্য শিশুকালই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ এই সময়ে শিশুরা কি করতে পারবে আর পারবে না সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতি বিকশিত হতে থাকে। মেয়েদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারলে, তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বা সামর্থের উপর তাদেরকে আস্থাশীল করে তুলতে পারলে এবং ছেলেরা যদি মেয়েদেরকে সমমর্যাদায় গ্রহণ করতে শেখে তাহলে তা এই ছোট মেয়েগুলোকে একটি বৈষম্যহীন সুন্দর সমাজে বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। অবশেষে সকলকে ধন্যবাদসহ আগামী সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সভা–৩

শিশুর বেড়ে ওঠা

মূলতথ্য : জন্মের সময় শিশু সব দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না। ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুর দক্ষতা অর্জন খুব তাড়াতাড়ি ঘটে।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিভাবে তাদের বিভিন্ন দক্ষতা অর্জিত হয় সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : ভূমিকাভিনয়।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : সবাইকে সভায় আসার জন্য স্বাগত জানান। বলুন, আমরা আজ এই সভায় আমাদের শিশুরা জন্মের পর থেকে শিশু কীভাবে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে থাকে এবং বিভিন্ন জিনিস শিখে থাকে সে সম্পর্কে জানব। এবার অংশ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে ভাগ করুন। ইচ্ছে করলে আপনি দলগুলির নাম দিতে পারেন। যেমন: গোলাপ দল, শাপলা দল ইত্যাদি।

ধাপ–২ : এবার ৫টি দলকে নিচের ৫টি বিষয় ভাগ করে দিন এবং বুঝিয়ে দিন যে, এ বিষয়গুলো তাদের অভিনয় করতে হবে। অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন এবং আপনি দলে দলে গিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।

ধাপ–৩ : এবার একটি করে দৃশ্য অভিনয়ের জন্য দলের অভিনেতাদের আহ্বান করুন। প্রতিটি দৃশ্য অভিনয় শেষে সবাইকে প্রশ্ন করুন– কোন বয়সের শিশুরা এরকম করে থাকে। অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন এবং উত্তর সঠিক না হলে সঠিক উত্তরের জন্য ইঙ্গিত করুন। তাদের নিজেদের শিশুর কথা মনে করিয়ে দিন। না পারলে সঠিক উত্তর বলে দিন। যদি বড় ধরনের কোন তারতম্য দেখা যায় তাহলে তা কেন হতে পারে সেগুলো বুঝিয়ে বলুন। যেমন: অস্বাভাবিক দ্রুত বিকাশ, ধীর বা বিলম্বিত বিকাশ, অপুষ্টি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা অথবা খেলাধূলার সুযোগের অভাব থেকে হতে পারে।

এবার আপনি অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান এই বিষয়ে তাদের কোনরকম প্রশ্ন আছে কিনা। প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন এবং সবশেষে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সভায় আসায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে সভা শেষ করুন।

ক্রমিক নং	ভূমিকাভিনয়ের বিষয়	যে বয়সে শিশুরা সাধারণত এ রকম আচরণ করে
১	হামাগুড়ি দেয়া (একজন মা হবেন অন্যজন হামাগুড়ি দেবেন)	৮–১১ মাস
২	বাব্ বাব্বা, মাম্ মাম্মা বলা (একজন বাচ্চার অভিনয় করবেন)	৭–৯ মাস
৩	ধরে হাঁটা (একজন শিশুর মত ধরে হাঁটছেন)।	১১–১২ মাস
৪	ভাত আন, পানি দাও, বাইরে যাব (একজন মাকে একটি শিশু বলছে) বলা।	২০–২৪ মাস
৫	কাক কেন ডাকে? গরু কেন ঘাস খায়? এটা কি? কোথায় যাব? মাকে একটি শিশু অনবরত প্রশ্ন করছে মা উত্তর দিচ্ছেন) ইত্যাদি প্রশ্ন করা।	৩–৪ বৎসর

সভা–৪
শিশুর বিকাশ

মূলতথ্য : শিশু বিকাশের বিভিন্ন দিক যেমন: শারীরিক বিকাশ, জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাষাগত বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, আবেগমূলক বিকাশ, আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ ইত্যাদি।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : দলীয় কাজ।

উপকরণ : কাঁঠালের বিচি, শিমের বিচি, তেঁতুলের বিচি।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : একটি বাটিতে তিন ধরনের বিচি (কাঁঠালের বিচি, শিমের বিচি ও তেঁতুলের বিচি) রেখে অংশ্রগহণকারীদের একটি করে তুলে নিতে বলুন। যারা শিমের বিচি পেয়েছেন তাদের একটি দল, যারা তেতুঁলের বিচি পেয়েছেন তাদের আরেকটি দল এবং যারা কাঁঠালের বিচি পেয়েছেন তাদের আরেকটি দল গঠনে সহায়তা করুন।

ধাপ–২ : এবার প্রত্যেক দলকে চিন্তা করতে বলুন জন্মের পর থেকে শিশু ৪–৫ বছর বয়স পর্যন্ত কোন কোন দিকে বাড়ে এবং তাদের কোন কোন দক্ষতা বিকশিত হয়। প্রত্যেক দলকে আলোচনার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন এবং বলুন যে, আলোচনা শেষে তাদের মতামত সব দলের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

ধাপ–৩ : এবার আপনি অংশগ্রহণকারীদের উত্তর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসুন যে, শিশুদের এই বেড়ে ওঠা ও দক্ষতা অর্জনকে আমরা ৪টি ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলো হল–

১) শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ
২) জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ
৩) ভাষাগত বিকাশ
৪) সামাজিক বিকাশ
৫) আবেগমূলক বিকাশ
৬) আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ

এবার নিচের সহায়ক তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সাথে আলোচনা করুন।

সহায়ক তথ্য : **শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ:** শারীরিক বিকাশ বলতে যা বুঝায় সেগুলো হল–

– শরীরের আকার বৃদ্ধি
– শরীরের শক্তি বৃদ্ধি
– স্থূল ও সুক্ষ্ম মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য
– চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধনের দক্ষতা।

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ: যে সকল বিষয় শিশুর জ্ঞান ও বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত সেগুলো হল:

– শিশুর চারপাশের বিভিন্ন উপাদান চিনতে পারা
– বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বুঝতে পারা
– ভালমন্দ বুঝতে পারা
– সমস্যা সমাধান করতে পারা
– কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতে পারা

ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশ:

– শুদ্ধ করে কথা বলতে পারা
– কোন কিছু শুনে সে অনুযায়ী উত্তর দিতে বা কাজ করতে পারা
– কথার সাথে ভাবের মিল রেখে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারা
– ভাষা ব্যবহারের সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করতে পারা

সামাজিক বিকাশ: সামাজিক বিকাশ বলতে যা বুঝায় তা হল–

– সবার সাথে মিলেমিশে থাকা
– অন্যকে সহযোগিতা করা
– অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করা
– অন্যের মতামতকে গ্রহণ করা

আবেগমূলক বিকাশ: আবেগমূলক বিকাশের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলী হল–

- শালীনতার সাথে আনন্দের প্রকাশ
- গ্রহণযোগ্য উপায়ে দুঃখ ও রাগের প্রকাশ
- অন্যের দুঃখ কষ্টে বা হাসি আনন্দে শরীক হতে পারা
- নিজের দায়দায়িত্ব বুঝে সে অনুযায়ী আচরণ করা
- হারজিৎ মেনে নেয়া
- সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণ করা

আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ: আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ বলতে যা বুঝায়, তা হল–

- অন্যেরা তার সম্পর্কে কীভাবে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া
- নিজের পছন্দঅপছন্দ প্রকাশ করতে পারা
- স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে চাওয়া

ধাপ–৪ : অংশগ্রহণকারীদের বিষয় সম্পর্কে বোঝার কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকলে তা জানতে চান এবং সে অনুযায়ী তাদের বুঝিয়ে বলুন। অভিভাবক হিসেবে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সবাই যেন উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন সেদিকে নজর নিতে বলুন। সবশেষে সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদসহ পরবর্তী সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে সভা শেষ করুন।

সভা–৫

শিশুরা খেলার মাধ্যমে শেখে

মূলতথ্য : শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মা বাবা শিশুর সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করে শিশুর শেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ শিশুর শেখা ও বিকাশের জন্য খেলার ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পদ্ধতি : খেলা ও আলোচনা।

উপকরণ : ৭/৮টি পরিচিত বস্তু যেমন: বাটি, চামচ, বল।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসুন এবং বলুন, আমরা এখন একটি খেলা খেলব। খেলাটির নাম ‘আগের মত সাজাই’।

ধাপ–২ : ৭–৮টি পরিচিত বস্তু আপনার সামনে পর পর সাজিয়ে রাখুন। সবাইকে প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে পরিচিত করুন। যেমন: জিজ্ঞাসা করুন, এটা কি? এর পরেরটা কি? তার পরেরটা কি? ইত্যাদি।

ধাপ–৩ : এবার আপনি অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যেকোন একজনকে উল্টোদিকে ঘুরে বসতে বলুন। সে ঘুরে বসার পর আপনি সাজানো জিনিসগুলো থেকে ২/১টি স্থান পরিবর্তন করুন। তারপর ঘুরে বসা অংশগ্রহণকারীকে ফিরে দেখতে বলুন। জিনিসগুলো আগের মতো আছে কিনা (অন্যেরা কেউ কোন কথা বলবে না)। যদি সে মনে করে আগের মত নেই তাহলে তাকে আগের মত করে সাজাতে বলুন। ঠিকভাবে সাজাতে পারলে হাততালি দিন। এভাবে কয়েকবার খেলাটি চালিয়ে যান।

ধাপ–৪ : খেলা শেষে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন–

- খেলাটি কেমন লাগল?
- এ খেলা থেকে কি কি শেখা যায়?
- শিশুরা এ খেলা থেকে কি কি দক্ষতা অর্জন করতে পারে?

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সবার মতামত শুনুন। এবং নিচে দেওয়া সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

সহায়ক তথ্য :

- একটি শিশুর কথা ভাবুন যে সম্প্রতি টুকিটাকি খেলা শিখেছে এবং বারবার ঐ খেলাটি খেলতে চায়। শিশুরা নতুন কোন খেলা পেলেই ঐ খেলাটি বেশি বেশি খেলতে পছন্দ করে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন দক্ষতা লাভে সচেষ্ট হয়।
- বড়রা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, শিশুরা শুধুই খেলে। লেখাপড়া এবং গণনা শেখার আগে শিশুদের অবশ্যই তাদের চারপাশের জগত ও তাদের কাছাকাছি মানুষদের জানা দরকার। ওরা 'করে'ই শিখে। শিশুরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ও বন্ধুদের সঙ্গে যত বেশি খেলার সুযোগ পায় তত বেশি শেখার প্রতি আগ্রহী হয়। এবং পরবর্তীতে স্কুলে লেখাপড়ায় অধিক সফল হয়।
- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, সামাজিক, আবেগমূলক এবং জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটে।
- শিশুর বিশ্রাম, অবসর এবং তাদের বয়সোপযোগী খেলা ও চিত্তবিনোদনের অধিকারের প্রতি পৃথিবীর অনেক দেশ গুরুত্ব দিয়েছে।

ধাপ–৫ : এবার বলুন, আমরা এতক্ষণ যে খেলাটি খেললাম এ খেলাটি মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। শেখার জন্য বিশেষ করে শিশুদের শেখার জন্য খেলা অত্যন্ত কার্যকরী আনন্দদায়ক এবং স্বাভাবিক উপায়। শুধু শিশুরাই নয়, সকলেই খেলার মাধ্যমে কিছু না কিছু শিখতে পারে। সবশেষে শিশুর বিকাশে খেলাধূলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে আগামী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা শেষ করুন।

সভা–৬

শিশুর জন্য খেলনা বানানো

মূলতথ্য : শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে সহজলভ্য এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন জিনিস দিয়ে শিশুদের জন্য খেলনা বানানো যায়, যা কিনা শিশুদের বিকাশের উন্নয়ন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি দিয়ে খেলনা বানাতে পারবেন।

পদ্ধতি : খেলনা বানানো ও প্রদর্শন।

উপকরণ : কাপড়, চক, সিগারেট বা ওষুধের প্যাকেট, বাঁশ, কাদামাটি, সুঁইসুতা, আঠা ইত্যাদি।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা আজ দলে দলে বসে খেলনা বানাব। একদল খেলনা বানাবে কাপড় দিয়ে, আরেকদল কাগজ দিয়ে। অন্য দুটি দল বিভিন্ন প্যাকেট ও মাটি দিয়ে খেলনা বানাবে। এবার অংশগ্রহণকারীদের তাদের ইচ্ছেমত ৪টি দল গঠনে সাহায্য করুন।

ধাপ–২ : দল গঠন শেষ হলে ১নং দলকে কাপড় দিয়ে খেলনা বানাতে দিন। যেমন: পুতুল, পুতুলের পোশাক, জীবজন্তু, বিছানাপত্র ইত্যাদি। ২নং দলকে কাগজ দিয়ে খেলনা বানাতে দিন। যেমন: নৌকা, উড়োজাহাজ, মালা, শিকা, ফুল পাখি ইত্যাদি। ৩নং দলকে বাক্সের সাহায্যে খেলনা বানাতে দিন। যেমন: ঘর, গাড়ী, পালকি, টেলিভিশন। ৪নং দলকে কাদামাটি দিয়ে খেলনা বানাতে দিন।

ধাপ–৩ : প্রত্যেক দলের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করুন এবং দলে সবাইকে আলোচনা করতে বলুন তারা কি কি বানাতে চায়। প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন। খেলনা বানানোর জন্য ৪৫ মিনিট সময় দিন।

ধাপ–৪ : খেলনা বানানোর পর খেলনাগুলো সব দলকে প্রদর্শন করতে বলুন এবং চার দলের খেলনা সভাকক্ষের চারপাশে রাখতে বলুন। প্রতি দলের খেলনা অপর তিনটি দল যেন দেখতে পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে বলুন। প্রত্যেক দলকে একে একে তাদের খেলনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলুন। যেমন: খেলনা বানাতে তাদের কেমন লাগল, হাতের তৈরি বানানো খেলনার উপকারিতা ইত্যাদি। এবার আপনি অংশগ্রহণকারীগণ যেসব খেলনা বানিয়েছেন সেগুলো থেকে শিশুরা কী কী শিখতে পারে তা নিচে দেওয়া সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

সহায়ক তথ্য : – শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য দিয়ে খেলনা তৈরি করতে পারি। যেমন:কাগজ, কাপড়, বিচি, কাঠ, মাটি, বাঁশ, ইত্যাদি দিয়ে।

– ঘরের তৈরি খেলনাই ভাল। কারণ– সেগুলো বিনা পয়সা বা কম দামে পাওয়া যায়। এতে শিশুর অনেক খেলনা হতে পারে, খেলনা তৈরিতে আনন্দ পাওয়া যায় এবং দক্ষতাও বাড়ে। মনে রাখতে হবে, খেলনাই হচ্ছে শিশুর শেখা এবং খেলার উপকরণ। আর খেলা এবং শেখার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা এবং শারীরিক দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে।

– বাবা-মা তাদের শিশুদের জন্য খেলনা তৈরি করতে পারেন। শিশুরা বিশেষ করে, বড় শিশুরা তার অভিভাবকদের খেলনা তৈরিতে সাহায্য করতে পারেন। খেলনা তৈরিতে আনন্দ পাওয়া যায়। তাই, ছোট বড় সবাই মিলে ঐ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।

– খেয়াল রাখতে হবে, খেলনা শিশুর জন্য নিরাপদ হওয়া দরকার। খেলনাগুলো যদি কাঠ কিংবা বাঁশের হয় তাহলে অবশ্যই শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে দিতে হবে, চোখা অংশ থাকলে কেটে ফেলে দিতে হবে। নিয়মিত খেলনা পরিষ্কার করে ভাঙ্গা খেলনা সরিয়ে ফেলে নতুন খেলনা সংযোজন করে খেলনা সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপ–৫ : আলোচনা শেষে সকলকে সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরির জন্য হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান। আগামী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সভা–৭

শিশুরা পরিবেশ থেকে শেখে

মূলতথ্য : – শিশু আপনজনদের আচরণ অনুকরণ করে কীভাবে আচরণ করতে শেখে।

– মাঝে মাঝে শিশুরা যখন দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় পড়ে তখন সমাধানের জন্য তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ কীভাবে শিশুরা অন্য শিশু এবং তার চারপাশের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা, লেনদেন এবং বিনিময়ের মাধ্যমে শেখে সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : আলোচনা।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের "শিশুরা আপনজনদের আচরণ অনুসরণ করে কীভাবে আচরণ করতে হয় তা শেখে"–তথ্যটি নিয়ে ভাবতে বলুন। ভাবার জন্য তাদেরকে ১০ মিনিট সময় দিন।

ধাপ–২ : এবার তথ্যটি সম্পর্কে ২/১ জনের কাছ থেকে তাদের মতামত শুনুন।

ধাপ–৩ : কোন শিশু যদি তার পিতামাতা ভাইবোন বা শিক্ষক দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় (অর্থাৎ শারীরিকভাবে মার খাওয়া) তাহলে সেই শিশুটি বড় হয়ে তার সন্তানের সঙ্গেও একই ব্যবহার করে। এই বিষয়টির সঙ্গে সকলে একমত কিনা জানতে চান। একমত হলে কেন? এবং এ ধরনের কোন বাস্তব ঘটনা তাদের জানা আছে কি না তাও জানতে চান। একমত না হলে কেন তা জানার জন্যও প্রশ্ন করতে হবে।

ধাপ–৪ : আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদসহ আগামী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সভা–৮
কাজ করে শেখা

মূলতথ্য : প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে মা বাবা ও শিশুর যত্নকারীগণ শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষার উপযোগী সুযোগ তৈরি করতে পারেন। দিনের বিভিন্ন সময় ও ঘটনাগুলোকে শিশুর সার্বিক বিকাশের সুযোগ হিসেবে নেয়া যায়। যেমন:মেহমান আসা, বাইরে কাজ করা, ঘুমোতে যাওয়া, বিশ্রাম নেয়ার সময়গুলোতে শিশুর ভাষা শেখার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজে লাগানো।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ শিশুর দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা যায় সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : দলীয় কাজ।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের সভায় আসার জন্য স্বাগত জানান এবং অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। দলগুলোর নাম দিন। যেমন: বাইরের কাজ, মেহমান আসা, বিশ্রাম নেয়া, ঘুমানো দল।

ধাপ–২ : এবার অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ দলে বসতে এবং নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করতে বলুন। দলে আলোচনার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

- বাইরে কাজের সময়ে সাধারণত তারা কি কি করে থাকেন?
- তারা ঐ সময়ে শিশুদের সাথে কি করেন?
- ঐ সময়ে তারা শিশুদের সাথে কি বলেন এবং কীভাবে বলেন?
- ঐ পরিস্থিতিতে শিশুরা কি শিখতে পারে বলে তারা মনে করেন?
- শিশুদের শেখার সহায়তার জন্য তারা আরো কি করতে পারেন?

ধাপ–৩ : প্রত্যেক দলের কাছ থেকে একে একে তাদের নিজ নিজ মতামত শুনুন এবং প্রয়োজনে আপনি নিজেও মতামত প্রদান করুন। আপনার মতামত প্রদানের জন্য নিচের সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিন।

সহায়ক তথ্য :

- প্রত্যেক মা বাবা চান তাদের শিশুর দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধি পাক যা স্কুলে এবং শিশুর জীবনে সফলতা বয়ে আনতে সহায়তা করবে। দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে অনেকাংশে এসব দক্ষতা লাভ করা যায়। সব সময় তাদের কিছু শেখানো জরুরী নয় বরং সাধারণ কাজ কর্মের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ করে দেয়াই যথেষ্ট।
- শিশুর মৌলিক ধারণা গড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন: বাইরের কাজ, মেহমান আসা, বিশ্রাম নেয়া, ঘুমাতে যাওয়া ইত্যাদি সময়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: মেহমান আসলে কতজন লোক এসেছে, কতগুলো কাপপিরিচ দরকার, প্রতিজনের জন্য একটি কাপপিরিচ সাজানো ইত্যাদি ধারণা দেয়া যেতে পারে।
- প্রাত্যহিক যে সকল কাজের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ ঘটতে পারে সে সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমাদের জোর দেয়া প্রয়োজন। আমরা যে কাজে প্রতিনিয়ত জড়িত থাকি, সেগুলোকেই সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। খুব সহজেই যা করা যায় তা হল– গোসল করানো, পোশাক পরানো, খাবার খাওয়ানো ও ঘুম পাড়ানোর সময় তাদের সাথে কথা বলা এবং বেশি করে তাদের কথা শোনা। গৃহস্থালীর কাজ করার ক্ষেত্রে যেমন: খাবার তৈরি, ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া, কাপড় গোছানো, বাসনপত্র ধোয়া, বাগানে কাজ করা, অতিথি আপ্যায়নের সময়গুলোতে আমরা শিশুদের সঙ্গা দিতে পারি এবং নানান বিষয় শিখতে সহায়তা করতে পারি।

ধাপ–৪ : সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কিছু জানার থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদসহ আগামী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সভা–৯

সহযোগিতামূলক আচরণ: শাস্তি নয়

মূলতথ্য : শারীরিক শাস্তি শিশুর জন্য ক্ষতিকর। শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করতে হবে।

সভার উদ্দেশ্য : এই সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ শিশুদের প্রতি নির্দয় আচরণ, শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পদ্ধতি : উপস্থাপনা ও নিজস্ব মত প্রকাশ।

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : ‘শারীরিক শাস্তি শিশুর জন্য ক্ষতিকর’ এই কথাটি অংশগ্রহণকারীদের জোর দিয়ে বলুন এবং সবাইকে ভালোভাবে বিষয়টি চিন্তা করতে বলুন।

ধাপ–২ : যারা এই কথার সাথে একমত তাদেরকে আপনার ডানদিকে এবং যারা একমত নন তাদেরকে বাম দিকে এবং যারা অনিশ্চিত তাদেরকে সামনে বসতে বলুন। একই দলভুক্তদেরকে ‘তারা কেন একমত হয়েছেন’ তার কারণ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন এবং ছোটবেলায় বড়দের হাতে যখন মার খেতেন তখন কেমন লাগত তা ভাবতে বলুন।

ধাপ–৩ : প্রথম দলকে (পক্ষে) জিজ্ঞাসা করুন তারা কেন বক্তব্য সমর্থন করছেন এবং তাদেরকে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দিন। মাঝখানে বসা (অনিশ্চিত) দলকে জিজ্ঞাসা করুন তারা বক্তব্যের বিষয়ে কেন অনিশ্চিত। যারা একমত নন তারা কেন ভিন্নমত পোষণ করছেন তা জিজ্ঞেস করুন। প্রত্যেক দল থেকে একজন প্রতিনিধি হিসেবে এখানে তাদের বক্তব্য রাখতে পারেন।

ধাপ–৪ : এবার নিচের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করে সভার সমাপ্তি টানুন:

- শারীরিক ও মানসিক শাস্তি শিশুর বিকাশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- শাস্তি দিলে শিশু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরে। কোন কাজে উৎসাহ পায় না এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে।
- শাস্তির ফলে শিশু বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। যা তার শারীরিক গঠনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ধাপ–৫ : আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী সভায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের সভা শেষ করুন।

সভা–১০

পুনরালোচনা

মূলতথ্য : ১ থেকে ৯নং সভার বিষয়বস্তু।

সভার উদ্দেশ্য : সভা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ এই সভার বিষয়সমূহ কীভাবে তাদের আরো শক্তিশালী করেছে এবং তারা শিশুদের সাথে কী কী কাজ ও খেলা করেন তা বলতে ও দেখাতে পারবেন।

পদ্ধতি : দলীয় কাজ ও আলোচনা।

উপকরণ : চক ও ব্ল্যাক বোর্ড।

সময় : ১ ঘন্টা।

প্রক্রিয়া

ধাপ–১ : অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দল এবং দলনেতা গঠনে সাহায্য করুন। প্রত্যেক দলকে বলুন যে, যে দল বেশী কাজের কথা বলতে পারবে এবং দেখাতে পারবে তাদের বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে।

ধাপ–২ : শিশুর সঠিক সুস্থ বিকাশ লাভে মা ও যত্নকারীরা কী কী কাজ ও খেলা করেন এ বিষয়ে দলগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করতে বলুন। দলে আলোচনা করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

ধাপ–৩ : এবারে একে একে প্রত্যেক দলের দলনেতাকে তাদের দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আপনি প্রত্যেক দলের কাজের কথাগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ–৪ : সকল দলকে তাদের উপস্থাপনার জন্য বিশেষ করে বিজয়ী দল ঘোষণা করে হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান। এবার নিচের কথাগুলো গুরুত্বসহকারে বলে সভা শেষ করুন।

– একজন অভিজ্ঞ মা বাবা কিংবা যত্নকারী হিসেবে এতদিন আপনারা যা জেনে এসেছেন, সারা বিশ্বে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য গবেষণা সেটাকে সঠিক বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছে। তা হল শিশুর সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন তার প্রতি প্রচুর ভালবাসা এবং মনোযোগ।

– শিশুর জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ হল তাদের সাথে কথা বলা, তাদের চিন্তা ভাবনা শোনা, তাদেরকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দেয়ার পাশাপাশি খেলার জন্য সময় এবং খেলার সামগ্রী দেয়া, ওরা যাতে আত্মবিশ্বাসী হতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারে সে ধরনের আচরণ করা এবং সেভাবে পরিচালনা করা।

- যে সব শিশু এরকম সুন্দরভাবে জীবন শুরু করতে পারে তারা: সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবে (জীবনে তাল মিলিয়ে চলা), স্কুল এবং অন্যান্য সকল কাজে ভালো করতে পারবে, পরিবার ও সমাজে আরও বেশী ভূমিকা রাখতে পারবে।
- আপনি এ প্রশিক্ষণ থেকে যা শিখবেন তা আপনার শিশুর কাজে লাগান, আপনি ওদের জন্য যতদূর সম্ভব করুন। যে সব নতুন নতুন বিষয় আপনি জানতে পারলেন এবং উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করছেন সেগুলো অন্যান্য মা বাবা এবং যত্নকারীদের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং তাদের শিখতে সহায়তা করুন। অবশেষে সকলকে ধন্যবাদসহ আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

শিশুদের মূল্যায়ন

- সাপ্তাহিক মূল্যায়ন
- সাময়িক মূল্যায়ন
- বাৎসরিক মূল্যায়ন

সাপ্তাহিক মূল্যায়ন

প্রতি সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন সাপ্তাহিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য একে মূল্যায়ন না বলে পুনরালোচনা বলাই ভাল। অর্থাৎ, শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু পড়ানো হবে সেগুলো বৃহস্পতিবার দিন পুনরালোচনার মাধ্যমে শিশুদের মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের কোন রেকর্ড রাখার প্রয়োজন নেই। তবে মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত শিশুদের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে তুলতে হবে।

সাময়িক মূল্যায়ন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক)

প্রথম তিন মাস পর একবার এবং পরবর্তী তিনমাস পর আরেকবার মোট দু'বার সাময়িক মূল্যায়ন করতে হবে। তিন মাসে যা যা শিখেছে তা থেকে মূল অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলো মূল্যায়নের আওতায় আসবে। প্রতিটি বিষয়ের অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলোর উপর আলাদা আলাদা মূল্যায়ন করতে হবে।

বাৎসরিক মূল্যায়ন

বৎসর শেষে শিশুদের চূড়ান্ত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বাৎসরিক মূল্যায়ন করা হবে। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে–শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যে সকল যোগ্যতা নিয়ে যাওয়ার কথা সেগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানা। পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত যোগ্যতার আলোকে এ মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রতিবার মূল্যায়নের আগে প্রতিটি বিষয়ে শিশুদের ঐ সময়কালের অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং সে সকল যোগ্যতার আলোকে মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

সংযুক্তি

সংযুক্তি–১

বিকাশের ক্ষেত্র

১. শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ

শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ বলতে যা বুঝায় সেগুলো হল–

- শরীরের আকার বৃদ্ধি
- শরীরের শক্তি বৃদ্ধি
- সুক্ষ ও স্থূল মাংস পেশী নিয়ন্ত্রণের সামর্থ
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধনের দক্ষতা।

২. জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ

যে সকল বিষয় জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো হল–

- বিভিন্ন জিনিস চিনতে পারা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে বুঝতে পারা
- বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বুঝতে পারা
- ভালোমন্দ বুঝতে পারা
- কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতে পারা
- সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৩. ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশ

ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশের মূল বিষয় হল ভাবের আদান-প্রদান। সুষ্ঠ এবং সাবলীলভাবে ভাবের আদানপ্রদানের জন্য একজন মানুষের বেশ কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন:

- শুদ্ধ করে কথা বলতে পারা
- ভাষা ব্যবহারের সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করতে পারা
- অন্যের কথা বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিতে পারা
- বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারা এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
- কথার সাথে ভাবের মিল রেখে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারা।

৪. সামাজিক বিকাশ

সামাজিক বিকাশের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল–

- অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকার দক্ষতা
- অন্যকে সহযোগিতা করা এবং নিজের প্রয়োজনে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করা
- সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে পারা
- নিজের দায়দায়িত্ব বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা
- সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণ করা।

৫. আবেগমূলক বিকাশ

- হারজিত মেনে নেয়া
- শালীনতার সাথে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা
- অন্যের দুঃখ কষ্টে, হাসি আনন্দে অংশীদার হতে পারা।

৬. আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ

- অন্যেরা তার সম্পর্কে কীভাবে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া
- নিজের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করতে পারা
- স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে চাওয়া
- নিজের আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।

সংযুক্তি–২

ক্ষেত্র-ভিত্তিক অর্জনউপযোগী দক্ষতাসমূহ

শিশুদের সার্বিক বিকাশের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে কি কি দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে তা বের করা হয়েছে। ক্ষেত্রভিত্তিক ছোট ছোট দক্ষতাগুলোকে বিভিন্ন ধরণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে নিচের ছকে দেয়া হল।

ক্ষেত্র–১ : সংবেদনশীলতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
শ্রবণ	– ৪–৬ শব্দের বাক্য অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারা – পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ ও সংখ্যা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারা – ১০–১৫ বাক্যের একটি গল্প শুনে তা বলতে পারা
দর্শন	– বিভিন্ন ধরনের আকার, আকৃতি ও রঙের বস্তু মিলাতে পারা – একই বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন জিনিস আলাদা করতে পারা – কোন বস্তু দেখে বর্ণনা করতে পারা – কোন বস্তু বা ছবির উহ্য অংশ সনাক্ত করতে পারা – দুই বা ততোধিক অংশ জোড়া দিয়ে আকৃতি গঠন করতে পারা
স্পর্শ	– বিভিন্ন ধরনের আকৃতি সনাক্ত করতে পারা – বড় ও ছোট সনাক্ত করতে পারা – উপর ও নীচ সনাক্ত করতে পারা – মসৃন ও খসখসে বস্তু সনাক্ত করতে পারা – নরম ও শক্ত বস্তু সনাক্ত করতে পারা – গরম ও ঠান্ডা সনাক্ত করতে পারা
ঘ্রাণ	– সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বুঝতে পারা – পোড়া খাবারের গন্ধ বুঝতে পারা – একই এবং ভিন্ন ধরনের বস্তুর গন্ধ সনাক্ত করতে পারা
স্বাদ	– ঝাল ও মিষ্টি সনাক্ত করতে পারা – টক ও তেতো সনাক্ত করতে পারা – স্বাদের কমবেশী বুঝতে পারা

ক্ষেত্র–২ : ভাষাগত দক্ষতা

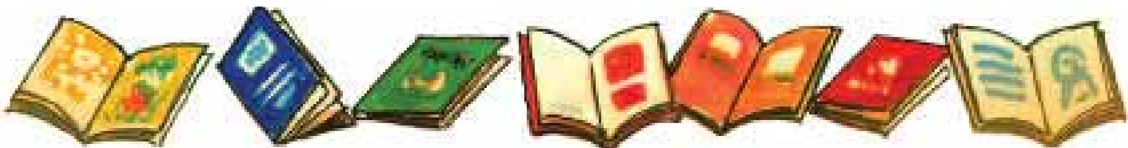
দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
শোনা ও বোঝা	– বর্ণনা শুনে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সনাক্ত করতে পারা – মৌখিক নির্দেশ বা অনুরোধ অনুসরণ করতে পারা – কী, কেন, কোথায়, কে এবং কীভাবে যুক্ত প্রশ্ন বুঝতে পারা – ১০–১৫ বাক্যের একটি গল্প শুনে বুঝতে পারা
কথা বলা	– শিশু উপযোগী সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা – ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে পারা এবং গান গাইতে পারা – ছবির সহজ ব্যাখ্যা করতে পারা – গল্প শুনে নিজের ভাষায় বলতে পারা – নিজের পরিবার সম্পর্কে বলতে পারা এবং ঠিকানা বলতে পারা – কোন দেখা বা শোনা ঘটনা বলতে পারা – কোন নির্দিষ্ট বস্তু এবং এর কাজ সম্পর্কে বলতে পারা – কয়েকটি সহজ ইংরেজী ছড়া আবৃত্তি করতে পারা
প্রাক-পঠন এবং পঠন	– একই ধরনের বস্তু, ছবি, বর্ণ, শব্দ, সংখ্যা সনাক্ত করতে পারা – বই সঠিকভাবে ধরতে পারা – বইয়ের লেখা দেখে ইচ্ছেমত পড়তে পারা (শিশু শ্রেণীর উপযোগী) – লেখার উপর থেকে নীচে, বাম থেকে ডানে পড়তে পারা – বইয়ের পাতা সঠিকভাবে উল্টাতে পারা – ছবির গল্প অনুসরণ করতে পারা – ছবি বা আঁকিবুকি দেখে বলতে পারা – ছবি দেখে বানিয়ে গল্প বলতে পারা – ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ ও ৩ বা ৪ শব্দের বাক্য বলতে পারা – ধ্বনি বা বর্ণ দিয়ে শব্দ, পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে বলতে পারা – ছড়া, গান ও গল্প বলতে পারা – বাংলা ভাষার বর্ণগুলো সনাক্ত করতে এবং পড়তে পারা – স্বর চিহ্নগুলো চিনতে পারা এবং বর্ণের সাথে যুক্ত করে পড়তে পারা – সহজ পরিচিত শব্দ বানান করতে এবং পড়তে পারা – ৩ বা ৪ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পড়তে পারা – ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে, চিনতে এবং পড়তে পারা – ১–১০ পর্যন্ত সংখ্যা বানান করে পড়তে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
প্রাক-লিখন এবং লিখন	– পেন্সিল ধরতে পারা – আঁকিবুকি করতে পারা – ইচ্ছেমত আঁকতে পারা – বাম থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে আঁকতে পারা – মালা গাঁথতে পারা – অনুকরণ করে আঁকতে পারা – দেখে দেখে আঁকতে পারা – ছবি রং করতে পারা – বিভিন্ন বিন্দু পরপর জোড়া দিয়ে ছবি বানাতে পারা – কোন বস্তু কাগজে উপর রেখে ছাপ দিতে পারা – আকার আকৃতি আঁকতে পারা (যেমন: গোল, তিনকোনা ও চারকোনা) – বাংলা বর্ণমালা দেখে এবং না দেখে সঠিক আকৃতিতে লিখতে পারা – স্বর চিহ্নগুলো সনাক্ত করতে এবং লিখতে পারা – সহজ পরিচিত শব্দ বানান করতে এবং শুদ্ধভাবে লিখতে পারা – ছোট ও সহজ বাক্য লিখতে পারা (৩ বা ৪ শব্দ বিশিষ্ট) – ১–২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো অংকে লিখতে পারা

ক্ষেত্র–৩ : সামাজিক ও আবেগমূলক দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
অংশগ্রহণ	– দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা – নিজের অনুভুতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারা – অন্য শিশুদের সাথে খেলা এবং ভাব বিনিময় করতে পারা
পালাক্রম	– অন্যের সাথে উদ্যোগী হয়ে আলাপআলোচনা ও কাজ করতে পারা – অন্যকে কাজের সুযোগ করে দিতে পারা – খেলা বা কাজের সময় নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করতে পারা
সহযোগিতা	– খেলা বা দলীয় কাজের সময় বিভিন্ন উপকরণ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা, দেয়া নেয়া, মিটমাট, সমঝোতা ও পরিকল্পনা করতে পারা – খেলা বা কাজের সময় অন্যকে সহযোগিতা করতে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
দায়িত্বশীলতা	– যে কোন ধরনের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা – নির্দেশ অনুযায়ী সহজ দায়িত্ব পালন করতে পারা
শৃংখলা	– নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজে উপস্থিত থাকতে পারা – স্কুলের এবং বাড়ির সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশ মেনে চলা – খেলার সময় এবং বিভিন্ন কাজের সময় প্রচলিত নিয়মনীতি মেনে চলতে পারা – খেলা বা কাজের শেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা
আবেগ	– নিজের রাগ, জেদ, দুঃখ, বিষন্নতা, আনন্দ ইত্যাদি আবেগগুলো গ্রহণযোগ্য উপায়ে প্রকাশ করতে পারা – অন্যের দুঃখ, কষ্ট ও আনন্দকে অনুভব করতে পারা এবং সহানুভূতি-সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারা – নিজের প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি নিজের অনুভূতিগুলোকে বুঝতে পারা – নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে পারা – অন্যের কাজ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারা
সামাজিক রীতিনীতি	– অন্যদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করতে পারা (সালাম, আদাব) – বিনয়ের সাথে অন্যদের সম্বোধন করতে পারা – অন্যের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দেয়া – অন্যদের অহেতুক বিরক্ত না করা – অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্র না ধরা এবং না নেয়া – শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করা, পানি খেতে যাওয়া, বাইরে যাওয়া ইত্যাদি কাজের সময় অনুমতি নেয়া



ক্ষেত্র–৪ : শারীরিক বা চলনক্ষতামূলক দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
স্থূল পেশীর দক্ষতা	– দৌঁড়াতে এবং লাফ দিতে পারা – বেয়ে উঠতে পারা – বয়স উপযোগী বিভিন্ন জিনিস ধরা, নাড়াচাড়া করা এবং বহন করতে পারা – বিভিন্ন জিনিস ধাক্কা দেয়া এবং টানতে পারা – সহজ কিছু ব্যায়াম করতে পারা
সূক্ষ্ম পেশীর দক্ষতা	– ক্রেয়ন, তুলি, পেন্সিল সঠিকভাবে ধরে আকতে ও রং করতে পারা – ব্লক দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি তৈরি করতে পারা – বীচি, ছোট পাথর ইত্যাদি সাজিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানাতে ও বাছাই করতে পারা – কাদা বা মন্ড দিয়ে নানান ধরনের নকশা তৈরি করতে পারা – কাগজ নানা আকারে ছিঁড়তে এবং কাঁচি দিয়ে কাটতে পারা – গোল, তিনকোনা, চারকোনা আঁকতে পারা – বর্ণ, সংখ্যা ও শব্দ লিখতে পারা
ভারসাম্য	– এক পায়ে হাঁটতে, দৌঁড়াতে ও লাফাতে পারা – সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, আঁকা-বাঁকা লাইনে হাঁটতে পারা – গোড়ালীতে ভর করে সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, আঁকা-বাঁকা লাইনে হাঁটতে পারা – বৃত্তাকারে দৌঁড়াতে পারা
চোখ ও হাতের সমন্বয়	– লক্ষ্য স্থির করে বল ছুড়তে এবং ধরতে পারা – মালা গাঁথতে পারা – বোতল থেকে গ্লাসে এবং গ্লাস থেকে বোতলে পানি ঢালতে পারা – জামার বোতাম লাগাতে পারা – নির্দিষ্ট স্থানে কোন বস্তু বা ছবি আটকাতে পারা

ক্ষেত্র–৫ : জ্ঞান -বুদ্ধিগত দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
মনোযোগ ও স্মৃতি	– কোন নির্দেশনা শুনে তা অনুসরণ করতে পারা – ছড়া, ঘটনা এবং গল্প শোনার পর ঐ সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে পারা এবং সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা – নতুন কোন কিছু দেখলে বা শুনলে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা – কোন কাজে লেগে থাকা – কোন ঘটনা, গল্প, ছড়া ইত্যাদি দেখা বা শোনার পর পরবর্তীতে তা স্মরণ করতে পারা
বোঝা ও কার্যকারণ সম্পর্ক করতে পারা	– যে কোন বস্তুর বা কাজের ছবি বর্ণনা করতে পারা – মৌলিক রঙগুলো সনাক্ত করতে পারা এবং প্রকৃতির উপাদানের সাথে বিভিন্ন রঙ সম্পর্কিত করতে পারা – আঁকার-আকৃতি চিনতে পারা (গোল, তিনকোনা, চারকোনা ও আয়তকার) – ছোট-বড়, কাছে-দূরে, কম-বেশী, উঁচু-নিচু, হালকা-ভারী, মসৃণ-খসখসে, লম্বা-খাটো, মোটা-পাতলা, কঠিন-তরল, বায়বীয় ইত্যাদি ধারণা লাভ করতে পারা – সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্ক করতে পারা (বাতাসে পাতা নড়ে, পানিতে ঢেউ উঠে ইত্যাদি)
পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	– যে কোন কাজের গুরুত্ব বুঝে পরিকল্পনা করতে পারা – যে কোন বিষয়ে মনস্থির করতে পারা – অনেক খেলা বা কাজ থেকে একটি বেছে নিতে পারা
সমস্যা সমাধান	– ১–১০ পর্যন্ত সংখ্যার (যোগফল অনূর্ধ্ব ১০ হবে) ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ করতে পারা – ছবি, বর্ণ, শব্দ ও সংখ্যার অসম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত অংশ সনাক্ত করতে পারা – খেলা বা কাজের সময় নিজেদের ছোট ছোট সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারা
চিন্তা, যৌক্তিক চিন্তা	– ছোট এবং বড় সংখ্যা, আগের এবং পরের সংখ্যার বলতে পারা – বস্তু, ছবি, বর্ণ শব্দ, সংখ্যা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে মিলকরণ, সংযোগকরণ, শ্রেণীকরণ ও পৃথকীকরণ করতে পারা – ধারাবাহিকতার ধারণা বুঝতে পারা

ক্ষেত্র–৬ : পরিবেশ সচেতনতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক	– নিজের নাম, পরিবারের সদস্যদের নাম, শিক্ষকের নাম এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারা – শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম এবং এগুলোর কাজ বলতে পারা – পরিবারের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম, পোশাকের নাম এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা – ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপায়গুলো বলতে পারা
প্রাকৃতিক	– পরিচিত ফুলের নাম, ফলের নাম, পাখির নাম, মাছের নাম, গাছের নাম, পশুর নাম, ফসলের নাম, শাকসব্জির নাম, নদীর নাম ইত্যাদির বলতে পারা – বিভিন্ন রং সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং রঙিন জিনিসের নাম বলতে পারা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত	– পানির উৎস এবং ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা – বিভিন্ন খাবার, খাবারের উৎস ও উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারা – বিভিন্ন যানবাহনের নাম জানা এবং সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারা – বিভিন্ন দিক, সময়, দিন, মাস, কাল সম্পর্কে ধারণা লাভ ও বলতে পারা – সাধারণ অসুখবিসুখ সম্পর্কে বলতে পারা – গাছের উৎপত্তি এবং বেড়ে উঠা সম্পর্কে বলতে পারা
সামাজিক	– বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন জানা এবং সেগুলো পালন করতে পারা – আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারা – আমাদের প্রচলিত খেলাধূলার নাম, খেলার নিয়ম বলতে পারা এবং খেলতে পারা – সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারা – জাতীয় পশু, পাখি, ফুল, ফল, মাছ ও জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বলতে পারা – জাতীয় সংগীত গাইতে পারা

ক্ষেত্র–৭ : সৃজনশীলতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
ভাষাগত	– কোন বিষয়ে গল্প বানিয়ে বলতে পারা – ধারাবাহিক গল্প বলতে পারা – দেখা বা শোনা কোন ঘটনা বর্ণনা করতে পারা – গান গাইতে পারা – কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ছড়া বলতে পারা
শারীরিক	– একই কাজ বা খেলা বিভিন্নভাবে করতে পারা – সবাই মিলে হাত ধরে দাঁড়িয়ে, বসে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানাতে পারা – বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে ছড়া/গান বলতে পারা
চারু ও কারুকলা	– ইচ্ছেমত আঁকতে, রঙ করতে, ঘর সাজাতে পারা – মাটি, কাগজ, পাতা, বীচি, কলার খোল, সুপারির খোল ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ বানাতে পারা





শিশুরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

সমালোচনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিন্দা করতে শেখে।
শত্রুতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে হানাহানি করতে শেখে।
বিদ্রুপের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে লাজুক হতে শেখে।
অসম্মানের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে অপরাধ করতে শেখে।
ধৈর্যের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে সহিষ্ণুতা শেখে।
উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।
প্রশংসার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে মূল্যায়ন করতে শেখে।
সমতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।
নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে বিশ্বাসী হতে শেখে।
গ্রহণযোগ্যতার মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে নিজেকে পছন্দ করতে শেখে।
স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে শিশু বেড়ে উঠলে
সে শিশু পৃথিবীতে
ভালোবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

(ফিলিয়াম, মাদ্রিদ প্রকাশিত একটি পোস্টার থেকে নেয়া)

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত

২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়
সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়